উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮১,৪৪৪.৬৬ (-১৩৮.৬৪)

নিফটি : ২৪,৮১২.০৫ (-৪১.৩৫)

চার হাজার কোটি ঋণ
১৫ জুনের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মেটানোর নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। নির্ধারিত সীমা পেরোলেও ডিএ নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি। এমন আবহে চার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিল রাজ্য। » ৫

ফাস্টট্যাগে বাৎসরিক রিচার্জ
একবার রিচার্জ করলেই সারা বছর ব্যবহার করা যাবে ফাস্টট্যাগ। তার জন্য গুনতে হবে বাৎসরিক ৩০০০ টাকা। এই টাকায় টোল গেট দিয়ে যাতায়াত করা যাবে ২০০ বার। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৯°	৩০°	৩১°	৩১°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৬°	২৬°	২৬°

মার্কিন মধ্যস্থতার দাবি খারিজ নমোর » ৭

৪ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 19 June 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 32

গর্বের বাংলা ভাষাই এখন আতঙ্কের কারণ

পেটের টানে দিল্লি, মুম্বই, গুজরাট সহ একাধিক রাজ্যে পাড়ি দেন বাংলার শ্রমিকরা। কিন্তু সেখানে স্বস্তি কোথায়! এখন বাংলা বললেই বাংলাদেশি তকমা সেঁটে দেওয়া হচ্ছে বঙ্গের শ্রমিকদের। এমনকি হেনস্তাও করা হচ্ছে নানাভাবে।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : ১৯৯৯ সালে ইউনেসকোর প্যারিস অধিবেশনে মাতৃভাষা দিবসের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। বহু আলোচনার পর ১৭ নভেম্বর ১৮৮টি দেশের সমর্থনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দেওয়া শহিদদের সম্মান জানিয়েই ২১ ফেব্রুয়ারিকে মাতৃভাষা দিবস হিসাবে বেছে নিয়েছিল গোটা বিশ্ব। গর্বের সেই বাংলা-ই বর্তমানে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে। পেটের টানে দিল্লি, মহারাষ্ট্র, কেরল, গুজরাট সহ বিভিন্ন রাজ্যে কাজের খোঁজে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের অভিযোগ, বাংলা বললেই বাংলাদেশি তকমা সেঁটে দিয়ে তাঁদের

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

নানাভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশি তকমা দিয়ে কাঁটাতারের ওপারে পাঠিয়ে দেওয়া রাজ্যের পাঁচ শ্রমিক ঘরে ফিরতেই ভিনরাজ্যে বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের নতুন

আখ্যান সামনে এসেছে। আর এই আবহেই ভিনরাজ্যে যেতে ভয় পাচ্ছেন বাংলার শ্রমিকরা।

রাজ্যের প্রায় সব জেলা থেকেই লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে কাজ করেন। তুলনায় উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সংখ্যা অনেক বেশি। বাংলাদেশ থেকে ফিরে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার বাসিন্দা নাজিমুদ্দিন মণ্ডল। বুধবার টেলিফোনে নাজিমুদ্দিন জানান, মে মাসে কয়েকবার তাঁদের নথিপত্র যাচাই করেছিল মহারাষ্ট্র পুলিশ। ৯ জুন হঠাৎ করেই তাঁদের আটক করা হয়। এরপর তাঁদের একশোজনেরও বেশি লোককে বিমানে করে আগরতলা নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ছোট ছোট গাড়িতে রাতের অন্ধকারে সীমান্তে নিয়ে যায় বিএসএফ। তারপর জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নাজিমুদ্দিনের কথা, 'আটকের পর থেকেই বারবার আমি বলছিলাম আমি বাংলাদেশি নই। ওরা কোনও কথাই বিশ্বাস করতে চায়নি। বিএসএফকে বলাতে তারা বন্দুক উঁচিয়ে মারতে আসে। ভয়ে কাঁটাতারের ওপারে দৌড়ে চলে যাই।'

পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী নাজিমুদ্দিন বলেন, 'বাড়িতে মা, বাবা, স্ত্রী এবং এক মেয়ে আছে। মুম্বইতে কাজে না গেলে সংসার চলবে না। পরিবারের লোকেরা যেতে দিতে চাইছে না। আমারও ভয় করছে। কী করব বুঝে উঠতে পারছি না।' তবে পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁকে জেলাতেই কাজ জোগাড় করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এরপর দশের পাতায়

ফেলে রাখা এনআরএলের গ্যাসলাইনের পাইপ।

ক্ষতিপূরণে সঠিক টাকা পাননি কেউ

সপ্তর্ষি সরকার

ময়নাগুড়ি, ১৮ জুন : ময়নাগুড়ি ব্লক ভূমি দপ্তরে আধিকারিক বদলি নিয়ে যত খোঁজখবর হচ্ছে ততই উঠে আসছে সংগঠিত দালালচক্রের দাপটের কথা। এই দালালচক্রের ফুলেফেঁপে ওঠার পিছনে গ্যাসের পাইপলাইন বাবদ অধিগৃহীত জমির ক্ষতিপূরণের টাকাই যে মূল রসদ তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

এই টাকার ভাগবাঁটোয়ারায় কেউ যেমন আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে, আবার কাউকে হকের ক্ষতিপূরণ পেতে হন্যে হয়ে হতাশায় মরতে হয়েছে। ব্লকের জল্পেশ মোড় এলাকার এক বাসিন্দা এভাবেই হকের টাকা পেতে প্রায় একবছর ব্লক থেকে জেলা ভূমি দপ্তরে লাগাতার ঢুঁ মেরেও প্রাপ্য টাকার পুরোটা পাননি। তাঁর মোবাইলে মেসেজ এসেছিল ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৯০ লাখ টাকা পাবেন। অথচ বাস্তবে তিনি ১৫ লাখের বেশি পাননি। বাকি টাকা কীভাবে কার কাছে গেল তা জানতে প্রায় এক বছর ভূমি দপ্তরের অফিসে ঘুরেও জানতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পিছনে ক্ষতিপূরণের এত টাকা মার যাওয়ার হতাশা ও যন্ত্রণাই মূল কারণ বলে দাবি পরিজনদের।

ময়নাগুড়ি ব্লক ভূমি দপ্তরকে কেন্দ্র করে সক্রিয় দালালচক্রের সামনে কেউই যে হালে পানি পায় না তার প্রমাণ দিতে জল্পেশ এলাকার ধীরাজ সরকার বলেন, 'প্রথমে আমাদের বলা হয়েছিল ডেসিমাল প্রতি ২৪ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাব। সেইমতো টাকাও দেওয়া হয় অ্যাকাউন্টে। এরপর বাকি অনেকের মতো ব্লক ও জেলায় আন্দোলন হয়। তাতে দাম পাই ৬০ হাজার করে। পরে জানতে পারি আমাদের জমির ক্ষতিপূরণের দর ছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। সেই টাকা কার কাছে গিয়েছে তা শত চেষ্টায়ও জানতে পারিনি।'

দালালদের দাপট কতটা? ব্লকের অন্য প্রান্তে মৌয়ামারি এলাকার বাসিন্দা দুলাল সরকার বলেন, 'অফিস থেকে আমাদের বলেছিল ৩০ হাজার টাকা প্রতি ডেসিমাল দাম দেবে। এরপর বিএলআরও অফিসে সব সময় দেখা যায় এমন দুই দালাল বাড়ি এল। তারা গ্যারান্টি দিয়েছিল অনেক বেশি টাকা পাইয়ে দেবে। পরে আমাদের ১ লাখ ৫৬ হাজার টাকা দর দেওয়া হয়। পরে জেনেছি দর নাকি ২ লক্ষ টাকার বেশি ছিল। আমার ২৮ ডেসিমাল জমি বাবদ অন্তত ১৩ লক্ষ টাকা হাপিস হয়েছে।'

ময়নাগুড়ি ব্লকের মরিচবাড়ির বাসিন্দা মানবেন্দ্র রায় বলেন, 'আমাদের বলা হয়েছিল মোটামুটি ৩০ থেকে ৪০ ফুট চওড়া জায়গা নেওয়া হবে একটি পাইপ বসানোর জন্যে। পাশাপাশি একেকজন জমির মালিক একেক রকমের টাকা পেয়েছেন। দালালরাই শেষ কথা বলেছে। যতদূর জেনেছি, সরকার সব টাকাই দিয়েছে।'

এরপর দশের পাতায়

১০০ দিনে 'জয়' রাজ্যের

১ অগাস্ট থেকে প্রকল্প চালুর নির্দেশ

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ জুন : ১০০ দিনের কাজ বন্ধ রাখার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, অনিয়মের অভিযোগ উঠলেও প্রকল্পটি বন্ধ করা যাবে না। শর্ত আরোপ করা যেতে পারে, কিছু ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে কেন্দ্র। নজরদারি করার দায়িত্ব তো আছেই। কিন্তু গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বঞ্চিত করা যাবে না বাংলাকে।

হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, ১ অগাস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গে আবার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প অবশ্যই চালু করতে হবে। তিন বছর ধরে প্রকল্পটি বন্ধ রেখেছে কেন্দ্র। বকেয়াও দেয়নি। তৃণমূল ও রাজ্য সরকার এই নিয়ে আন্দোলন করেছে। দিল্লিতে তৃণমূল ধর্না দিয়েছে। নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ারও করেছে। তারপর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের বুধবারের নির্দেশ রাজ্যকে স্বস্তি দিয়েছে।

আদালতের শর্ত

- হাইকোর্ট জানিয়েছে, অনিয়মের অভিযোগ উঠলেও প্রকল্পটি বন্ধ করা যাবে না
- কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ শর্ত ও নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে কেন্দ্র
- নির্দেশটিকে অস্ত্র করে বকেয়া দেওয়ারও দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্দেশটি অস্ত্র করে বকেয়া দেওয়ারও দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'আমরা এই পিটিশনের রিভিউ করব। আপনারা বাংলায় দল পাঠাচ্ছেন, আগে তো টাকা দিন। চার বছর হয়ে গেল। একটাও পয়সা দিচ্ছেন না, এটা জনগণের টাকা।' পালটা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল আগে নিজের মুখ আয়নায় দেখুক। ১০০ দিনের টাকায় ওরা রাজা, উজিরের মতো বাস করছে। গরিব মানুষের জায়গায় ১০০ দিনের কাজে টাকা সংক্রান্ত আদালতের রায় নিয়ে তৃণমূল মোচ্ছব করছে।'

প্রয়োজনে যে জেলাগুলিতে ওই প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, সেই জেলাগুলি বাদ দিয়ে অন্যত্র ১০০ দিনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

এরপর দশের পাতায়

হোমওয়ার্ক করে অপারেশন দুষ্কৃতীদের

শুক্রবার শনির দৃষ্টি

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৮ জুন : ডাকাতির এত নিখুঁত পরিকল্পনা রাজ্য পুলিশ আগে কখনও দেখেছে কি না সন্দেহ। এটিএম লুটেরার দল যে হোমওয়ার্ক করে অপারেশনে নেমেছিল, তা চোখ কপালে তুলছে দুঁদে পুলিশ অফিসারদেরও।

সাধারণত শনি ও রবিবার ছুটির দিন থাকায় বহু মানুষ বাজারে কেনাকাটা করেন। অনেকে আবার সোমবার সকালেই বাজারে যান। তাই এটিএমে টাকা ভরার দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলি শুক্রবারই মেশিনগুলিতে টাকা ভরে। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রেই অপারেশনের জন্য শুক্রবার রাতকেই বেছে নিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। এর আগে এ রাজ্যে রায়গঞ্জ ও ইটাহারে দুটি এটিএম লুট করেছে এই দলটি। সবক্ষেত্রেই তারা একই কায়দা নিয়েছে। শুধু তাই নয়, অপারেশনের জন্য তারা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। ময়নাগুড়িতে যে গ্যাসকাটার তারা ব্যবহার করেছে সেটি দিল্লি থেকে ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকায় কিনেছিল তারা। তবে তাদের কাছে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না বলে পুলিশ মোটামুটি নিশ্চিত।

এখনও পর্যন্ত ভিনরাজ্যের পুলিশের কাছ থেকে যে তথ্য ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ পেয়েছে তাতে প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের ধারণা, সারা দেশের এটিএম ভেঙে বেশ কয়েক কোটি টাকা লুট করেছে দুষ্কৃতীর দলটি। তবে, প্রতিদিনই ভিনরাজ্যের থানা থেকে খবর আসায় এই টাকার অঙ্ক কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে, তা নিয়ে কোনও আন্দাজই করতে পারছেন না তদন্তকারীরা। দুষ্কৃতীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের কিছু তথ্য তাঁদের হাতে এসেছে। অ্যাকাউন্টগুলি সিজ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ধৃত চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কেরল থেকে পুলিশের বিশেষ টিম আসছে। অপরাধীদের নামে রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, কেরল, বিহার সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। একাধিক রাজ্যের পুলিশ ইতিমধ্যেই জেলা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে। তারাও এদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসবে।

ধৃতরা বিভিন্ন রাজ্যে অপারেশনের সময় বিভিন্ন নাম ব্যবহার করেছে বলেই পুলিশের সন্দেহ। তাদের কাছে যে আধার কার্ড পাওয়া গিয়েছে সেগুলির সঙ্গে ধৃতদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলছে না। ফলে দুষ্কৃতীরা নিজেদের যে নাম বলেছে তা সত্যি কি না, তাতেও পুলিশের সন্দেহ আছে। *এরপর দশের পাতায়*

দুষ্কৃতীদের গাড়ি পরীক্ষা করছে পুলিশ।

এটিএম লুট

- এটিএম কাটতে ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা দিয়ে গ্যাসকাটার কিনেছিল দুষ্কৃতীরা
- অন্তত ৭৫টা এটিএম লুট করায় তাদের কাছে কয়েক কোটি টাকা রয়েছে বলে সন্দেহ
- ময়নাগুড়ির আগে এরা রায়গঞ্জ ও ইটাহারে এটিএম লুট করেছে
- ধৃতদের নাম-পরিচয় নিয়েও সন্দেহ পুলিশের

আত্মসমর্পণ নয়, হুংকার খামেনেইয়ের

তেহরান, ১৮ জুন : সরাসরি চ্যালেঞ্জ মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিঃশর্তে আত্মসমর্পণের পরামর্শকে হুমকি হিসেবেই দেখছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেই। ট্রুথ স্পেশালে ট্রাম্পের বিবৃতির পর ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই পালটা যেন 'নো সারেন্ডার' হুমকি দিলেন তিনি।

খামেনেইয়ের নামে বুধবার প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'ইরান, ইরানের জনগণ এবং ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞরা জানেন, এই জাতিকে হুমকি দিয়ে লাভ হয় না। ইরানিরা কখনও আত্মসমর্পণ করে না।' উলটে ইজরায়েলকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বিবৃতিতে।

ইরানের পরমাণু পরিকাঠামোয় ধ্বংসযজ্ঞ

ইহুদি আর সন্ত্রাসবাদীকে সমার্থক বুঝিয়ে বলা হয়েছে, 'আমরা সন্ত্রাসবাদী ইহুদিদের কঠিন জবাব দেব। ওদের প্রতি কোনও দয়া নয়।'

মঙ্গলবার রাতে ইরানকে 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ'-এর পরামর্শ দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। খামেনেই কোথায় লুকিয়ে রয়েছেন, তা আমেরিকা জানে বলে দাবি করেছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে খামেনেইয়ের হুঁশিয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েলকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হচ্ছে। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিন্দুমাত্র ঢিলে দেয়নি তেহরান। বরং ইজরায়েলে ফত্তাহ-১ ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরানি রেভলিউশনারি গার্ড।

তবে তাদের বেশিরভাগ ক্ষেপণাস্ত্র ইজরায়েলের আয়রন ডোম প্রতিহত করতে পেরেছে। কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র অবশ্য তেল

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

তরুণের মৃত্যুতে জেরা স্ত্রী, বাবাকে
» তিনের পাতায়

খুলল সার্ভার, প্রথমদিনেই ভোগান্তি
» চারের পাতায়

জীবন সিংহকে কামতারত্ন, চর্চা রাজনীতিতে
» দশের পাতায়

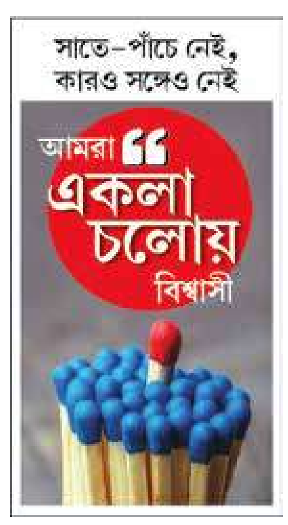

ট্রাইসাইকেলে ৭ কিমি পেরিয়ে কাজে সুমন্তী

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ১৮ জুন : যে রকম আর পাঁচটা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র হয়, তার সঙ্গে গয়েরকাটা বাঁশ লাইনের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির খুব একটা পার্থক্য নেই। স্থানীয় দরিদ্র পরিবারের মায়েরা ও খুদেরা এখানে আসেন। তাঁদের পুষ্টির দিকে নজর দেওয়া হয়। তাহলে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির কথা আলাদা করে বলতে হবে কেন? তাহলে বলতে হবে গয়েরকাটা চা বাগান থেকে গয়েরকাটা বাঁশ লাইনের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির দূরত্বের কথা। তারপর বলতে হবে সেই কেন্দ্রের সহায়িকা সুমন্তী তিরকির কথা। দূরত্ব প্রায় ৭ কিলোমিটার। আর এই ৭ কিমি রাস্তা ট্রাইসাইকেলে চেপে পাড়ি দিয়ে প্রতিদিন সেই কেন্দ্রের দরজা খুলতে পৌঁছে যান সুমন্তী।

বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটা চা বাগানের বিঘা লাইনে বাড়ি সুমন্তীর। তাঁর এক পা অচল। এমনিতে লাঠিতে ভর দিয়ে চলাফেরা করেন। আর দূরত্ব বেশি হলে ভরসা ট্রাইসাইকেল। রোদ, বৃষ্টি-ঝড় যা খুশি হোক, কুছ পরোয়া নেই। সুমন্তী ঠিকই পৌঁছে যাবেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। তারপর ট্রাইসাইকেল রেখে নেমে পড়েন নিজের কাজে। লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটে হেঁটে কেন্দ্রের দরজা-জানলা খোলা থেকে শুরু করে খিচুড়ি রান্না, সব কিছু করেন নিজের হাতে। ভালোবেসে।

তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সাড়া ফেলেছে এলাকায়। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সান্তিউস তিরকি বলেন, 'সুমন্তী আমাদের গর্ব। প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে তিনি যেভাবে কাজ করেন তা প্রশংসার যোগ্য। প্রতিদিন সকালে বাচ্চারা পৌঁছানোর আগেই পৌঁছে যান সুমন্তী। দায়িত্ব নিয়ে নিজের সন্তানের মতো সেই কেন্দ্রের শিশুদের আগলে রাখেন।'

সুমন্তী তিরকি

সুমন্তীর দুই ছেলে রয়েছে। কিন্তু স্বামী তাঁদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। সন্তানদের দায়িত্বও তিনি নেন না। বর্তমানে বৃদ্ধ মায়ের বাগানের ভাঙাচোরা কোয়ার্টারেই দুই সন্তানকে নিয়ে দিনযাপন করছেন সুমন্তী। বড় ছেলে স্থানীয় একটি প্রাথমিক স্কুলে চতুর্থ শ্রেণির ও ছোট ছেলে প্রথম শ্রেণির ছাত্র।

এরপর দশের পাতায়

কালো ...তা সে যতই কালো হোক

উঁচু ক্লাসের দিদির লাগাতার খোঁচা, অপমানে চরম সিদ্ধান্ত কিশোরীর

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৮ জুন : সপ্তম শ্রেণির রিমিকার কয়েকদিন ধরেই মন খারাপ ছিল। ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধুকে বলেছিল, উঁচু ক্লাসের এক দিদি নাকি ওকে 'কালো' বলে বারবার উত্ত্যক্ত করছে। দিনকয়েক আগে বাড়িতেও নাকি সে জানিয়েছিল, স্কুলে যেতে ইচ্ছা করছে না। স্কুলে এক দিদি খুব বিরক্ত করছে।

বাড়ির লোক খুব একটা গা করেননি। ভেবেছিলেন, কয়েকদিন পরে সময় পেলে স্কুল যাবেন প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলতে। সেই সুযোগ আর হল না। বুধবার সকালে বাবা-মা কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘরে রিমিকাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন তার ঠাকুমা। পরিবারের ধারণা, 'কালো' বলে বারবার কটাক্ষ করাতেই মেয়ে নিজেকে শেষ করে দিয়েছে।

ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গার আনন্দপুর চা বাগানের রিমিকা মুন্ডা রাজাডাঙ্গা পেন্দা মহম্মদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল। পরিবার ও প্রতিবেশীরা সকলেই জানান, খুব শান্ত স্বভাবের রিমিকা নিয়মিত স্কুলে যেত। কারও সঙ্গে কখনও বিরোধে জড়ানো ওর স্বভাবে ছিল না।

রিমিকার বাবা সুজিত দেবীপুর চা বাগানের কর্মী। মেয়ের মৃত্যুতে তিনি কিছুটা দিশেহারা। বললেন, 'এক সপ্তাহ ধরে স্কুলের উঁচু ক্লাসের একটি মেয়ে নাকি ওর গায়ের রং নিয়ে কটূক্তি করত। বাড়িতে কয়েকবার এ নিয়ে বলেওছিল মেয়ে। স্কুলেও যেতে চাইছিল না। কাজের চাপে বিষয়টি নিয়ে খুব একটা গুরুত্ব দিইনি। ভেবেছিলাম, দু'-একদিনের মধ্যে স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু মেয়ে সেই সময়টুকুও দিল না।'

রিমিকার দাদা নাগরাকাটার একলব্য স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। ছোট বোনের এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে সে হস্টেল থেকে বাড়ি চলে এসেছে। মা সোমারি মুন্ডা কথা হারিয়ে ফেলেছেন ছোট মেয়েকে হারিয়ে। এদিন সকালে পরিবারের লোকজন রিমিকাকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ছবি : এআই

প্রতিবেশী প্রেমলাল ওরাওঁ বলেন, 'আমাদের মেয়ের এই ঘটনা কিছুতেই মানতে পারছি না। আগামীতে এই ধরনের ঘটনায় কোনও মায়ের কোল যাতে খালি না হয় সে ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ নজর দিক।' সুজিত জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়ির পাশাপাশি স্কুলেও মেয়ের মৃত্যুর তদন্ত চেয়ে লিখিত অভিযোগ করা হবে।

রাজাডাঙ্গা পেন্দা মহম্মদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সফিউল আলম বলেন,

এরপর দশের পাতায়

সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কার মালদার সুদেষ্ণার

কল্লোল মজুমদার ও অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৮ জুন : সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কার পাচ্ছেন মালদা কলেজের অধ্যাপক সুদেষ্ণা মৈত্র। বুধবার সাহিত্য আকাদেমির বোর্ড মিটিংয়ে ২৩ জন লেখককে সম্মাননা প্রদানের তালিকা প্রকাশিত হয়। এই খবর চাউর হতেই জেলাজুড়ে খুশির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। উল্লেখ্য, তিনি একসময় উত্তরবঙ্গ সংবাদের মালদা অফিসে সাব-এডিটর পদে কাজ করতেন।

সুদেষ্ণা বলেন, 'আজ দুপুর দেড়টা নাগাদ ফোন করে জানানো হয়, আমি সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কারের (বাংলা) জন্য নির্বাচিত হয়েছি। আমাকে আমার সমস্ত তথ্য পাঠাতে বলা হয়েছে। কবে আমাকে পুরস্কৃত করা হবে তা আমাকে নির্দিষ্ট সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কার প্রতিযোগিতায় আমার লেখা 'একরোখা চিরুণি তল্লাশি' বইটি পাঠিয়েছিলাম। প্রায় ১৬-১৭ বছর ধরে লেখালেখি করছি। ২০২১ সালে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। খুব ভালো লাগছে। ইতিমধ্যে অনেকেই ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।'

সুদেষ্ণার বাড়ি মালদা শহরের বিবেকানন্দপল্লিতে। ছেলেবেলা থেকেই বাবা-মায়ের সাহচর্যে বেড়ে উঠেছেন। বাবা সুজিতকুমার মৈত্র নেই, তবে এখনও লেখালেখিতে মা কৃষ্ণা মৈত্র রীতিমতো উৎসাহিত করেন মেয়েকে।

তাই পড়াশোনা চলতে চলতেই বাংলায় লেখালেখিতে ক্রমে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এই সময় মা তো বটেই, মালদা জেলার বেশ কিছু কবি-সাহিত্যিক এমনকি সাংবাদিকরাও তাঁকে কবিতা লেখার জন্য উৎসাহিত করেন। এরই মধ্যে সুযোগ এসে যায় উত্তরবঙ্গ সংবাদে কাজ করার। লেখার হাত পাকতে থাকে আরও বেশি। যদিও প্রথম

দিকে নিজের লেখা কবিতা সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করতেন। এরপরই নানা জনের উৎসাহে বের হয় প্রথম বই 'চোখ রেখেছি চোখে'। এই নিয়ে পরপর চার-চারটি বই লেখার কাজও শেষ হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে।

এদিন রাতে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সুদেষ্ণা জানান, নিজের পেশাগত দিক সামলে সময় পেলেই জয় গোস্বামী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখা পড়তে ছাড়েন না। আর তাঁর খুব প্রিয় দেবারতি মিত্রের লেখা।

বর্ষায় অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বন্ধের সিদ্ধান্ত জিটিএ'র

বিকল্প রোজগারের সন্ধানে সুখবীররা

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : তিস্তায় জল বাড়লেই আশঙ্কার মেঘ জমা হয় ওঁদের কপালে। দু'বছর আগে ঘটে যাওয়া সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের টাটকা স্মৃতিতে ঘর ছাড়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় তিস্তাপাড়ে। কিন্তু শান্ত তিস্তাতেও প্রশাসনিক এক সিদ্ধান্তে নতুন করে বেকার মেল্লি থেকে তিস্তাবাজার। এমন বেকারত্বের জ্বালা কতদিন থাকবে, এমন পরিস্থিতিতে বিকল্প রুটিরুজির পথ কী হবে, প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে তিস্তাপাড়ের মতোই রেইনবো ফলস থেকে রংবুলে। হতাশা নেমে এসেছে কালিম্পংয়ের ডেলো, দার্জিলিংয়ের রোহিণীতেও। সবমিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের অন্নসংস্থানকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) বর্ষার সময় সমস্ত ধরনের অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত। এমন সিদ্ধান্তে হতাশার ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে পাহাড়ে।

র‍্যাফটিং থেকে প্যারাগ্লাইডিং, হাইকিং থেকে ট্রেকিং, বর্ষার সময় এমন সমস্ত ধরনের অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের কথা ১৬ জুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়ে দিয়েছে জিটিএ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে যাতে বড় ধরনের অঘটন না ঘটে, তার জন্য এমন সিদ্ধান্ত, বক্তব্য জিটিএ'র পর্যটন দপ্তরের কর্তাদের। কিন্তু প্রতিবছরই তো বর্ষা আসে, প্রবল বৃষ্টি হয়, কোথাও কোথাও ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়, তিস্তাও উত্তাল হয়ে ওঠে, কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত তাহলে এবছরই কেন নেওয়া হল? উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন সুখবীর তামাং, গোবিন্দ ছেত্রীরা। তাঁদের মতো অনেকেই এমন সিদ্ধান্তকে 'পেটে লাথি মারা' হিসেবে দেখছেন।

কালিম্পংয়ের মেল্লি থেকে ২৭ মাইল পর্যন্ত র‍্যাফটিংয়ে যুক্ত প্রায় দুশোজন। সিকিমের সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে কয়েক মাস বেকার হয়ে থাকতে হয়েছিল

দার্জিলিং পাহাড়ে প্যারাগ্লাইডিং। -ফাইল চিত্র

তাঁদের। জিটিএ'র এমন সিদ্ধান্তে আবার তাঁরা বেকার হলেন, বললেন প্রেম তামাং। তাঁর বক্তব্য, 'তিস্তায় যখনই জল বাড়ে, তখন র‍্যাফটিং বন্ধ রাখা হয়। বর্ষায় প্রত্যেকদিন তো আর তিস্তায় জল বাড়ে না। ফলে কিছুটা হলেও রোজগার হয়। কিন্তু এবার নোটিশ জারি হওয়ায় অন্তত তিন মাস রোজগার বন্ধ।' বন্যপ্রাণীদের প্রজননের জন্য ১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাধারণের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকে বনাঞ্চলে। যেহেতু সান্দাকফু ট্রেকিং রুটটি সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। ফলে এই সময় মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফু ট্রেকিং বন্ধ থাকে। তাই ট্রেকিংয়ের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই বেছে নেন নেওড়ভ্যালি-মুলখারখা সহ একাধিক ট্রেক রুট। কিন্তু জিটিএ'র সিদ্ধান্তে সমস্ত রুটই বন্ধ। শ্রীখোলার সুখবীর তামাং বলছিলেন, 'বর্ষার সময় ট্রেকিংয়ের জন্য কম মানুষ এলেও কিছুটা তো রোজগার হত।'

কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না ডেলোয় প্যারাগ্লাইডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত গোবিন্দ ছেত্রীরা। গোবিন্দের কথায়, 'এসময় হাওয়া বেশি থাকে। হাওয়া বেশি হলে বন্ধ রাখা হয় প্যারাগ্লাইডিং। আবহাওয়া বুঝেই আমরা সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু বর্ষার পুরো সময়ের জন্য কেন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বুঝতে পারছি না।' উত্তর সিকিমের বিপর্যয়ে সতর্ক থাকতেই জিটিএ'র এমন সিদ্ধান্ত, মনে করছেন অনেকেই।

মাধ্যমিকে সম্ভাব্য দশে অনন্যা

রাজেশ দাশ

মাথাভাঙ্গা, ১৮ জুন : এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৮৫ নম্বর পেয়ে কোচবিহার জেলায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছিল মাথাভাঙ্গা গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী অনন্যা মজুমদার। স্ক্রুটিনির ফল প্রকাশের পর তার আরও এক নম্বর বেড়েছে। ৬৮৬ নম্বর পেয়ে এবারের মেধাতালিকায় সম্ভাব্য দশম স্থানে রয়েছে অনন্যা। মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছে সে।

অনন্যার কথায়, 'ভালো লাগছে, তবে আগে এই ফল হলে আরও খুশি হতাম। বাংলা এবং অঙ্ক স্ক্রুটিনি করতে দেওয়া হয়, অঙ্কে এক নম্বর বেড়েছে।' বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে চাইলেও, ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই কিছু ঠিক করেনি এই পড়ুয়া।

মাথাভাঙ্গা গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা চিৎকনা সাহা পড়ুয়ার এই ফলাফলে খুশি। বললেন, 'আমরা আগেই আশা করেছিলাম ও সম্ভাব্য দশের মধ্যে থাকবে। সেটা সে সময় হয়নি। এদিন ফল দেখে আমরা খুবই আনন্দিত।' অনন্যার মা সুস্মিতা পালও একই কথা বললেন।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০০০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৯৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৯৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Advertisement of requirement Notice

Publication Date & Time
Date of application submission from 19.06.2025 to 30.06.2025 Time -5.00 p.m.
Project under-Micro Enterprise Development (MED), for the post of CRP-EP. Total CRP-EP 05.
1) Chamta Sangha-01
2) Sitai-I Sangha -01
3) Sitai-II Sangha-01
4) Br. Chatra-01
5) Adabari-01
Interested candidates are requested to contact with the undersigned during office hours for details or visit https://coochbehar.gov.in/

Sd/-
Block Development Officer
Sitai Dve.Block

কিডনি চাই

একজন মহিলার B+ কিডনি চাই। আগ্রহী দাতারা দ্রুত যোগাযোগ করুন-89186-84082/89448-29081. (C/115599)

কর্মখালি

Urgent Vacancy : Senior Accountant. 9832966661, Hakimpara. (C/116951)

•

কোচবিহার খাগড়াবাড়ি কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে English Teacher চাই। @10K-12K. (M) 7797996714. (C/115977)

•

Wanted GT MSc (M) Pef B.Ed appear on 24/06/2025 will all testimonials Hon. Rupees 3000 P/M. Haldibari High School, Haldibari Coochbehar.

হারানো /প্রাপ্তি

আমার Chain দলিল No. 215, Regd. Date : 7-2-2007 হারিয়েছি। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন। (M) 9851131194. (C/115976)

•

আমি সোমা গোস্বামী Chain Sale deed No 5646 Date-8-08.2013 এই নম্বর দলিলটি 04/06/2025 তারিখে হারিয়ে যায়। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে 7602345354 No. যোগাযোগ করবেন। (C/116943)

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন ঃ ৯৬৭৮০৭২০৮৭

এডুকেশন এক্সপো

নিউজ ব্যুরো

১৮ জুন : বহু প্রতীক্ষিত জেআইএস এডুকেশন এক্সপো-২০২৫ ধন ধান্য অডিটোরিয়ামে উদ্বোধন করা হয়েছে। সেখানে দু'দিনব্যাপী অ্যাকাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বের উদযাপন চলবে। এটি শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি তাদের ভবিষ্যৎ গঠনের লক্ষ্যে সাহায্য করবে। ওই এক্সপোতে বিনামূল্যে কাউন্সেলিং করা হয়, যেখানে বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতারা শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কেরিয়ার সম্পর্কে পথ দেখাবেন। কোর্স বেছে নেওয়া থেকে শুরু করে ভর্তি প্রক্রিয়া পর্যন্ত অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এছাড়া, অনুষ্ঠানে কলকাতার ৪০টি প্রতিষ্ঠান থেকে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির কৃতীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

নজরে পূর্ব ভারত

কলকাতা, ১৮ জুন : ভারতের একটি অন্যতম স্বাস্থ্য বিমা কোম্পানি মণিপালসিগনা হেলথ ইনসুরেন্স। সংস্থাটি পূর্ব ভারতে ফোকাস বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। বর্তমানে ৪২টি শহরে এই বিমা কোম্পানির শাখা রয়েছে। পূর্বাঞ্চলে দশ হাজারেরও বেশি পরামর্শদাতা রয়েছেন। সংস্থাটি পূর্ব ভারতে শাখা নেটওয়ার্ক ও পরামর্শদাতার সংখ্যা দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোম্পানিটি ২০২৫ অর্থবর্ষে ১৩০ কোটির উপরে গ্রস ডিরেক্ট প্রিমিয়াম রিটন তুলেছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবদান ৫৫ কোটির বেশি। সংস্থার চিফ মার্কেটিং অফিসার স্বপ্না দেশাই বলেন, 'পূর্ব ভারতের আধা শহর ও নতুন তৈরি হওয়া বাজারগুলিতে স্বাস্থ্যবিমার সম্প্রসারণের জোরালো সুযোগ রয়েছে।'

Block Development Officer Sadar Block Jalpaiguri

NIQ No : **01/2025-2026, Dated : 17/06/2025** invited by the undersigned for 01 No's of work under Sadar Block, Last Date of Submission of Quotation is 09/07/2025 upto 2.00 P.M. Detailed will be available from the office on all working days.

Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block Jalpaiguri

GOVERNMENT OF WEST BENGAL OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER SITAI PANCHAYAT SAMITY

E-tender are invited for scheme in different places of Sitai Panchayat Samity (Fund-Others) against the Tender Number is 02/EO/SITAI PS/2025-26. For details please visit **http://wbtenders.gov.in** and **http://etender.wb.nic.in** the last date for submission of tender is 19/06/2025 (upto 11:00 A.M.)

Sd/- Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

রঙিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ২১-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ১৩-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং. : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : আজারা-গুডস শেডের জন্য পিইবি (প্রি-ইঞ্জিনিয়ারড বিল্ডিং) কাঠামোর নকশা, তৈরি এবং নির্মাণ এবং আজারা পণ্য শেডের সার্কুলেটিং এরিয়া এবং অ্যাপ্রোচ রোডের পেভার ব্লক সহ পুনর্নির্মাণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৪৭,৭০,২৮,৯৭৯.৯৯/- টাকা; বায়না মূল্য: ২৫,৩৫,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ০৭-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

তিনসুকিয়া মণ্ডলে নির্মাণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৩১ অফ ২০২৫ তারিখঃ ১৭-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেম নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া মণ্ডলেঃ বর্গীনদী, বরদলনি, শ্রীপনী, সিলাপথার, সিমেনচাপরি, লাইমেকুরি এবং মুর্কংসেলেক স্টেশনে মেশিন সাইডিংয়ের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সমীপবর্তী পথ, চতুর্দিকের এলাকা, প্ল্যাটফর্ম, বিশ্রামকক্ষ, ফেন্সের নির্মাণ। টেন্ডার রাশিঃ ১৭,৫৪,০১,৬৭৩.৬৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১০,২৭,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবেঃ ০৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রঙ্গিয়া মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-০৮-২০২৫-২৬ তারিখঃ ১৬-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ নাহরলগুণে রানিং কক্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৭,৬৫,৩২০.০২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১৫,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিভিন্ন সিগন্যালিং ইনস্টলেশনের প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/১৩, তারিখঃ ১৬-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র.নং. ১। ই-টেন্ডার নং.: এপি-এসটি-১৩-২০২৫-২৬, কাজের নাম : আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বয়স ও অবস্থার ভিত্তিতে এবং সার্কিট কাজের ভিত্তিতে বিভিন্ন সিগন্যালিং ইনস্টলেশন প্রতিস্থাপন। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৩,২২,০১,৪২৯.৭৮; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,১১,০০০.০০। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-০৭-২০২৫ তারিখে বন্ধ হওয়ার পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

INVITATION OF QUOTATIONS
ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI

1. Tender/Quotations are invited for various items/construction works for the Quarter Ending June & September 2025.

2. Please visit the School Website www.apsbinnaguri.org regularly for details & submission of quotations.

Principal, APS Binnaguri

কুইক ওয়াটারিং সিস্টেম সুবিধার সরবরাহ, স্থাপন ও সম্পাদন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এম-টিএসকে-২০২৫-৩১; তারিখ ঃ ১৩-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং ঃ এম-টিএসকে-২০২৫-৩১; কাজের নাম ঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনে নিউ তিনসুকিয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং-১ ও ২ -এর মধ্যবর্তী এবং প্ল্যাটফর্ম নং-৩ -এ কুইক ওয়াটারিং সিস্টেম সুবিধার সরবরাহ, স্থাপন ও সম্পাদন। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৪৯,৪৩,৯৬৯.৬১/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,২৪,৭০০/- টাকা; টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ১৩:০০ টা এবং খোলা ০৮-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

১০০ কাম ক্ষমতার আরসিসি ইনোকুলাম জেনারেশন ফ্যাসিলিটি প্ল্যান্ট নির্মাণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৫-৩০, তারিখ ঃ ১৬-০৬-২০২৫। টেন্ডার নং.ঃ এম-টিএসকে-২০২৫-৩০। কাজের নামঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনের কোচিং ডিপোতে, ডিব্রুগড়ে দুই বছরের জন্য ১০০ কাম ক্ষমতার আরসিসি ইনোকুলাম জেনারেশন ফ্যাসিলিটি প্ল্যান্ট নির্মাণ এবং ১০০ কাম ক্ষমতার ইনোকুলাম জেনারেশন প্ল্যান্ট পরিচালনা। কাজের স্থানঃ ডিব্রুগড়। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৫১,০৩,১৫৭.৩১ টাকা। বায়নার মূল্যঃ ২,২৫,৫০০.০০ টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়ঃ ০৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ ০৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টার পরে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখার ও ডাউনলোড করার ওয়েবসাইটঃ www.ireps.gov.in।

সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Block Development Officer Sadar Block Jalpaiguri

NIQ No. WB/JAL/SADAR/B.D.O/03/25-26, Dated : 17-06-2025 invited by the undersigned for 04 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri Period and time for download of bidding documents : From 17-07-2025 Time: 18.00 Hour To : 24-06-2025 Time : 14.00 Hours. Please visit on website: **www.wbtenders.gov.in** Detailed will be available from the office on all working days.

Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block Jalpaiguri

e-Tender Notice
Office of the BDO &EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT No BANARHAT/EO/NIT-002/2025-26. Last date of online bid submission 04/07/2025 Hrs 06:00 PM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

University of North Bengal
P.O. NBU, Dist. Darjeeling-734013
B.A. LL.B. (HONOURS)
Admission Notification

Online applications are invited for admission to the first Semester of 5 year integrated **B.A. LL.B. (Honours)** Course for the Session **2025-2026** from **23.06.2025 to 29.06.2025** on Online Payment of Rs. 500/- (Rs. 200/- for SC/ST/PwD Candidates).

Candidates please visit Admission Section at : https://nbu.ac.in for details of Online Admission procedure and prospectus.

Advt. No. 06/R-2025, Dated : 19.06.2025 Joint Registrar

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে আসানসোল ডিভিসন, আসানসোল স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত চুক্তি প্রদানের জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল অর্থাৎ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে ওপেন ই-অকশন আহ্বান করছেন: অকশনের শ্রেণী: পার্সেল ভ্যানে জায়গা লিজিং - প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (উভয় অভিমুখে)। ই-অকশন ক্যাটালগ নং : এএসএন-পিএআরসি-০২০৭২৫। অকশন শুরুর তারিখ : ০২.০৭.২০২৫ দুপুর ১টা। ট্রেন নং : ১৫৬২৫/১৫৬২৬ দেওঘর-আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেস। সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য ও ০২.০৭.২০২৫ দুপুর ১টায় উপরোক্ত ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে সকল সম্ভাব্য দরদাতাকে ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

(ASN-88/2025-26) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আসানসোল
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

ডন-টু রাত ১০.৫৬ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ ঘরের লক্ষ্মী, দুপুর ১.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৪.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, সন্ধে ৭.০০ চন্দ্রমল্লিকা, রাত ১০.০০ বিদ্রোহ, ১.০০ ঈগলের চোখ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ ঘাতক, বিকেল ৩.৪৫ হিরো, সন্ধে ৬.৩০ কুলি, রাত ৯.৫০ শাপমোচন

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ সংঘর্ষ, দুপুর ২.০০ মেমসাহেব, বিকেল ৪.৩০ আশ্রয়, রাত ১০.৩০ শত্রু মিত্র

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বৌঠান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সূর্য

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম প্রতিজ্ঞা

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.০৩ দঙ্গল, রাত ৮.০০ তারে জমিন পর, ১১.১৬ ঘোস্ট

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৫১ কুলি নাম্বার ওয়ান, সন্ধে ৬.২৩ ওম ভীম বুশ, রাত ৮.০০ হলিডে, ১০.৫৩ কমান্ডো

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১৫ বধাই হো, ২.৪১ ফোন ভূত, বিকেল ৪.৫৮ ডক্টরজি, সন্ধে ৬.৫৬ বেয়ন্ড দ্য ক্লাউডস, রাত ৯.০০ ক্রু, ১০.৫৬ ডন-টু

রমেডি নাউ : বেলা ১১.১০ দ্য ইন্টার্নশিপ, দুপুর ২.২৫ দ্য প্রোপোজাল, বিকেল ৫.৫০ দ্য স্মার্ফস-টু, সন্ধে ৭.৩০ কারপুল, রাত ১০.৩০ গেস হু

মুভিজ নাউ : দুপুর ১২.০০ টুমরো নেভার ডাইজ, বিকেল ৩.৩৫ ট্রান্সপোর্টার-টু, রাত ৮.৪৫ স্পাইডারম্যান-থ্রি, ১১.০০ শাটার

স্পাইডারম্যান-থ্রি
রাত ৮.৪৫ মুভিজ নাউ

প্ল্যানেট আর্থ টু সন্ধে ৭.১৯
সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

কঙ্গো প্যান : অ্যান আফ্রিকান হরর স্টোরি
রাত ১০.৪৪ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতায় জটিল কাজের সমাধান করতে পারবেন। ব্যবসায় জট কাটবে। বৃষ : সন্তানের পড়াশোনার খরচ বাড়বে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হবেন। মিথুন : বিশ্বাস করে কাউকে টাকা ধার দিয়ে ঠকতে পারেন। পরিবারে বয়স্ক কোনও ব্যক্তির চিকিৎসার খরচ বাড়বে। কর্কট : সংসারে আপনার কোনও কাজের সমালোচনা হবে। কোমর কিংবা ঘাড়ের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। সিংহ : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। বাইরের মশালাদার খাবার এড়িয়ে চলুন। কাউকে টাকা ধার দেবেন না। কন্যা : বোনের সহযোগিতায় কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পারবেন। সন্ধের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগম। তুলা : ব্যবসায় পুরোনো শত্রুতার জেরে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। বৃশ্চিক : বাড়ি কেনাবেচার পরিকল্পনা থাকলে বাতিল করে দিন। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় মুনাফা বাড়বে। ধনু : বিদেশে কোনও বহুজাতিক কোম্পানিতে সন্তানের চাকরির যোগ। উচ্চশিক্ষায় টাকার বাধা কাটবে। মকর : বাড়ি, গাড়ি কেনার জন্য ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। কোনও কারণে ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। কুম্ভ : খুচরো ব্যবসায় আয় বাড়বে। প্রিয় বন্ধুর স্বরূপ দেখে আশ্চর্য হবেন। বিনা কারণে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। মীন : গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাড়ির বয়স্কদের সঙ্গে আলোচনা করুন। পুরোনো জিনিস কিনে লাভবান হবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ আষাঢ় ১৪৩২, ভাঃ ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৯ জুন, ২০২৫, ৪ আহার, সংবৎ ৮ আষাঢ় বদি, ২২ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২২। বৃহস্পতিবার, অষ্টমী দিবা ৮।৩৫। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৮।৩৭। সৌভাগ্যযোগ রাত্রি ১২।৪৭। কৌলবকরণ দিবা ৮।৩৫ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৭।২৯ গতে গরকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৮।৩৭ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ৮।৩৫ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৩।০ গতে ৬। ২২ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৩৯ গতে ১২।৫৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দিবা ৮।৩৫ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুভোগ দেবতাগঠন বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৪।৫৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

এখনও অধরা ‘খুনি’, অসমে পুলিশ

ফাইল চিত্র

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৮ জুন : দেখতে দেখতে দুই সপ্তাহ হয়ে গেল। তবে এখনও ময়নাগুড়ি ব্রহ্মপুর খুন কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত পরিমল রায় অধরা। খুন কাণ্ডে ইতিমধ্যে পরিমলের স্ত্রী সংগীতা রায়কে অসম থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাই ঘটনার তদন্তে ফের অসমে গিয়েছে ময়নাগুড়ি থানার একটি দল। বর্তমানে সংগীতা আদালতের নির্দেশে পুলিশ হেপাজতে রয়েছে। সংগীতাকে জেরা করে পরিমলের হদিস পেতে চাইছে পুলিশ। অসমের বেশকিছু জায়গায় পুলিশি নজরদারি চলছে।

জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, ‘ব্রহ্মপুর খুনের ঘটনায় বর্তমানে জেলা পুলিশের একটি দল অসমে রয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা যাবে বলে আশা করছি।’

গত ৪ জুন ময়নাগুড়ি ব্রহ্মপুর বাজার এলাকায় সহকর্মী পরিমলের বাড়ির কলতলার মাটি খুঁড়ে গৌতম রায়ের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিল বাড়ির মালিক পরিমল ও তার স্ত্রী সংগীতা। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর অভিযোগের ভিত্তিতে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ খুনের মামলা শুরু করে। ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অসম থেকে অভিযুক্ত সংগীতা রায়কে গ্রেপ্তার করে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। সংগীতার সঙ্গে অসমের আলফা জঙ্গি সংগঠনের ঘনিষ্ঠতা পুলিশের তদন্তে উঠে আসে। সংগীতাকে গ্রেপ্তার করলেও তার স্বামী পরিমল এখনও অধরা।

পুলিশের জেরায় সংগীতা জানিয়েছে, ঘটনার দিন অর্থাৎ ৪ জুন ময়নাগুড়ি থেকে অসম পালিয়ে যাওয়ার পর পরিমল সংগীতাকে তার বাপের বাড়িতে রেখে অন্যত্র পালিয়ে যায়। এরপর পুলিশ অসম-অরুণাচল-নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী আপার অসমের সরাইফুং থানার বড়হাট লাগলি এলাকার বাপের বাড়ি থেকে সংগীতাকে গ্রেপ্তার করে। গত ১০ তারিখে সংগীতাকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। এরপর বিচারক পুলিশ তাকে হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ হেপাজতে থাকাকালীন সংগীতাকে দফায় দফায় জেরা করা হয়। জেরায় বেশকিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। সংগীতার দেওয়া বয়ান অনুসারে, পরিমলের অসমে পালিয়ে যাবার সম্ভাব্য স্থানগুলিতে পুলিশ নজরদারি চালাচ্ছে। এছাড়াও পরিমলের অসমের কর্মক্ষেত্রেও জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ খোঁজখবর নিয়েছে।

মৃত গৌতমের বাবা দীপেন রায় বলেন, ‘প্রথম দিন থেকেই আমরা পুলিশের তদন্তে আস্থা রেখেছি। আশা করব আমার ছেলেকে খুনের অন্যতম অভিযুক্ত পরিমলকেও খুব তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার করে শাস্তির ব্যবস্থা করবে পুলিশ।’

> ব্রহ্মপুর খুনের ঘটনায় বর্তমানে জেলা পুলিশের একটি দল অসমে রয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা যাবে বলে আশা করছি।
>
> **খান্ডবাহালে উমেশ গণপত**
> *পুলিশ সুপার*

জেরার মুখে মৃতের পরিবারের পাঁচ

তরুণের মৃত্যুতে রহস্য

শুভাশিস বসাক ও আব্দুল লতিফ

আংরাভাসা, ১৮ জুন : মদ্যপ অবস্থায় রাতে এসে ঘুমিয়েছিলেন। তারপর সকালে আর কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি তরুণের। এরপরই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতাল বা পুলিশ কাউকেই কিছু না জানিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। বানারহাট ব্লকের আংরাভাসা এলাকায় ওই ঘটনায় রহস্য ক্রমশই দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে মঙ্গলবার রাতে পুলিশ সন্দেহের বশে মৃতের স্ত্রী, বাবা সহ মোট পাঁচজনকে আটক করে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। এদিন বারবার রমানাথ রায়কে প্রশ্ন করায় মেজাজ হারিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরাই মার্ডার করছি, পুলিশ এমনই ভাবছে, তাই তো।’ আর সেখানেই যেন পুলিশের সন্দেহ আরও জোরালো হয়েছে।

ধূপগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্টভাবে এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। কিন্তু পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ঘটনার তথ্য জানার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে।

ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ১১ জুন রাতে কমল রায় (৩৮) বাড়িতে মদ্যপ অবস্থায় এসে ঘুমিয়ে পড়েন। পরদিন সকালে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ঘুম থেকে ওঠেননি তিনি। অনেক ডাকাডাকির পরও তাঁর সাড়া না পেয়ে পরিবারের লোকজন বুঝে যান, কমল মারা গিয়েছেন। এরপর পরিবারের লোকেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কমলের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

কমলের বাবা রমানাথ রায় বলেন, ‘মৃত্যুর কয়েকদিন আগে থেকেই দিনেরবেলা থেকেই মদ্যপ অবস্থায় ছেলে বাড়িতে আসছিল। অনেক বারণ করা সত্ত্বেও শুনছিল না। আচমকাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটেছে।’

এই ঘটনায় নানা প্রশ্ন উঠছে। ওইদিন সকালে কমলের সাড়া না পেয়ে কেন পরিবারের লোকজন হাসপাতালে নিয়ে গেল না? পুলিশকে কিছুই জানানোর চেষ্টাই বা করল না কেন পরিবারের কেউ? এসবেরই উত্তর খুঁজছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে মৃতের স্ত্রী মাধবী রায়, বাবা রমানাথ, বৌদি ও দুই ভাইপোকে আটক করা হয়েছে। তাদের পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। কিন্তু বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিবারের সদস্যদের থেকে বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। বাকি আরও আত্মীয়দের সঙ্গেও পুলিশ যোগাযোগ করেছে। নির্দিষ্ট একটি অভিযোগ পেলেই পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

তবে পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, যখন আত্মীয়রা রয়েছেন, তাঁরা অভিযোগ জানাতেই পারেন। তাই এখনই সুয়োমোটো মামলার কথা ভাবা হচ্ছে না। তবে ওই পরিবারে কোনও ঝামেলা হয়েছিল কি না তা নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিভূতি রায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘পরিবারে বচসা বা ঝামেলা হয়েছে বলে কিছু শুনিনি। ওই পরিবারের একজনের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে শুনেছি। আর পুলিশ পাঁচজনকে কোনও সন্দেহবশত আটক করেছে বলে স্থানীয়দের থেকে শুনলাম।’

ধূপগুড়ি থানায় মৃতের পরিবারের সদস্যরা।

ধন্দ বহু

- মদ্যপ অবস্থায় ঘুমিয়ে পরের দিন আর হুঁশ ফেরেনি কমল রায়ের
- তবে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতাল বা পুলিশ কাউকে না জানিয়ে শেষকৃত্যের কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন
- বর্তমানে পুলিশ পরিবারে পাঁচজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে
- তবে এখনও ঘটনায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি

বাগানের মসজিদ লাইনের বেহাল রাস্তা।

দুই কাঁচা রাস্তা নিয়ে রাজনীতি

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৮ জুন : যে কোনও নির্বাচন এলে গ্রামের বেহাল দুটি কাঁচা রাস্তা সারাইয়ের প্রতিশ্রুতি দেয় শাসকদল। সেই প্রতিশ্রুতি নির্বাচন মিটলে নেতারা ভুলে যান। বেহাল দুটি রাস্তার একটি ৮০০ মিটার, অন্য রাস্তাটি ৩০০ মিটার দৈর্ঘ্যের। মাল ব্লকের গুরজংঝোরা চা বাগানের বাসিন্দাদের অভিযোগ, বেহাল ৮০০ মিটারের রাস্তা এলাকার অন্য বাসিন্দাদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন মসজিদে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করেন। আরেকটি রাস্তা কবরস্থানে যাওয়ার। দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে মৃতদেহ বহন করতে হচ্ছে। মালের বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস বললেন, ‘রাস্তা সারাই নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করব।’

গুরজংঝোরা চা বাগানের মসজিদ লাইনে অন্তত ৪২টি পরিবারের বসবাস। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হয়েছেন দিলভঞ্জন নায়েক। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নির্বাচনে জয়লাভের পরও মসজিদ লাইনের কাঁচা রাস্তা পাকা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। এরপরও কাঁচা রাস্তা পাকা করার কাজ হয়নি। শুধুমাত্র মসজিদ লাইনের রাস্তাই নয়, কবরস্থানে যাওয়ার রাস্তা অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ায় ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনকে। বর্ষায় ভোগান্তি আরও বাড়ে। স্থানীয় বাসিন্দা কামার আনসারি বললেন, ‘আমরা বহু আবেদন-নিবেদন করার পরও দুটি রাস্তা পাকা করার কাজে হাত দেয়নি পঞ্চায়েত।’

গুরজংঝোরা চা বাগান রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। বেহাল দুটি রাস্তা নিয়ে চলছে রাজনীতি। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক চিকবড়াইক বলেন, ‘গুরজংঝোরা চা বাগানের মসজিদ লাইনের রাস্তা সারাইয়ের জন্য আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরে আর্জি জানানো হয়েছে।’

এদিকে সম্প্রতি বাগানে এসেছিলেন ভাঙড়ের বিধায়ক তথা আইএসএফ নেতা নৌশাদ সিদ্দিকী। জলকাদা পেরিয়ে স্থানীয় মসজিদে পৌঁছে স্থানীয় পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। নৌশাদের অভিযোগ, ‘তৃণমূল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনকে কেবল ভোটের স্বার্থে ব্যবহার করে। নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করে না। মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসায় কম্পিউটার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি।’ সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্তর অভিযোগ, ‘তৃণমূলের সংস্কৃতি ভোটের রাজনীতির স্বার্থে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ব্যবহার করা।’ বিজেপির মাল বিধানসভার আহ্বায়ক রাকেশ নন্দী বললেন, ‘তৃণমূল উন্নয়নের কাজ করছে না। এ নিয়ে কার্যত ভাঁওতাবাজি চলছে।’

> গুরজংঝোরা চা বাগানের মসজিদ লাইনের রাস্তা সারাইয়ের জন্য আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরে আর্জি জানানো হয়েছে।
>
> **অশোক চিকবড়াইক,** প্রধান

কু-ঝিকঝিক

পাহাড়ের পানে।। শিলিগুড়িতে দাগাপুরে বুধবার সুশান্ত পালের তোলা ছবি।

টোটো থেকে হার ছিনতাই

বেলাকোবা, ১৮ জুন : টোটোতে বুধবার অফিসের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন বেলাকোবার শিকারপুর বাজার কলোনির বাসিন্দা নিলকা সরকার মজুমদার। এমন সময় জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি বিকল্প পূর্ত সড়কের রংধামালিতে বাইকে করে এসে দুই দুষ্কৃতী চলন্ত টোটো থেকে তাঁর গলার সোনার হার ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।

ছিনতাই প্রসঙ্গে নিলকা বলেন, ‘আমি পেশায় একজন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মী। টোটোতে চালক সহ মোট তিনজন যাত্রী ছিল। প্রায় এক ভরি ওজনের সোনার হার চুরি হয়েছে। আতঙ্কে রয়েছি।’ শান্তিনগরের বাসিন্দা ওই টোটোর চালক রিকি দাস জানিয়েছেন, দুই ছিনতাইকারীর পরনে ছিল কালো রংয়ের পোশাক। হেলমেট পরে থাকায় তাদের মুখ দেখা যায়নি।

স্কুলে আধুনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

বেলাকোবা, ১৮ জুন : রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারি হাইস্কুলে চালু হল আধুনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। বুধবার স্কুলটিতে কম্পিউটার ল্যাব, জিওগ্রাফি ল্যাব ও স্মার্ট ক্লাসরুমের উদ্বোধন করেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। তিনি বলেন, ‘এখন থেকে স্কুলে পড়ুয়াদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বনবস্তি ও প্রত্যন্ত এলাকার অসংখ্য পড়ুয়া প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক শিক্ষার সুবিধা পাবে।’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপালি দে সরকার, মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা রায় প্রমুখ।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নীলেন্দু রায় জানান, এতদিন এই এলাকার ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার জন্য শুধু বইয়ের ওপরে নির্ভর করত। পড়ুয়ারা বাড়ির থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে শহরাঞ্চলে গিয়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিত। তবে এবার থেকে তারা স্কুলে হাতেকলমে বিভিন্ন বিষয় শেখার সুযোগ পাবে। এর ফলে শিক্ষার মান উন্নত হবে বলে আশা করেছেন তিনি। স্কুলের এই উদ্যোগে খুশি পড়ুয়া ও অভিভাবকরা।

সাংগঠনিক সভা

চালসা, ১৮ জুন : আসন্ন বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে বুধবার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফে একটি সাংগঠনিক সভা হয়। সভাটি তৃণমূলের মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি ২ নম্বর অঞ্চল কার্যালয়ে হয়। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি ২ নম্বর অঞ্চল কনভেনার শান্ত রায় বলেন, ‘সভায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করার বিষয়ে আলোচনা হয়।’ উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মাটিয়ালি ব্লক সভানেত্রী স্বপ্না ওরাওঁ, তৃণমূলের ২ নম্বর অঞ্চল সভাপতি বাপন রায়, মাটিয়ালি বাতাবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফুলমণি ওরাওঁ প্রমুখ।

বাগ্রাকোটে তীব্র উত্তেজনা

খেলার মাঠ দখল করে বাড়ি

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৮ জুন : মাল ব্লকের বাগ্রাকোট এলাকার চুনাভাটি মাঠের একাংশ দখল করে বাড়ি বানানো নিয়ে গোলমাল। বুধবার এর জেরে পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ১৮০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ১৮০ ফুট প্রস্থের ওই মাঠের একাংশে রতন লাখোটিয়া নামে একজন ব্যবসায়ী বেআইনিভাবে বসতবাড়ি নির্মাণ করেছেন।

এর প্রতিবাদে কিছুদিন ধরে এলাকার বাসিন্দারা প্রতিবাদে শামিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, মাঠ দখল করে এভাবে বাড়ি বানানোয় খেলার মাঠ ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। সম্প্রতি স্থানীয় বাসিন্দারা ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে বিডিও, মহকুমা শাসক এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিককে স্মারকলিপি জমা দেন। মাঠ দখলের অভিযোগ অস্বীকার করে রতন লাখোটিয়া অবশ্য পালটা দাবি করেছেন, বেআইনিভাবে বাড়ি তৈরি করছেন না তিনি। জমির যাবতীয় বৈধ কাগজপত্র তাঁর হাতে আছে।

এদিন মাঠটি সার্ভে করতে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। উত্তেজনা বাড়তে থাকায় সার্ভের কাজ স্থগিত রেখে আধিকারিকরা ফিরে যান। অভিযোগ, এরপর লাখোটিয়ার পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রতিবাদীদের উপর চড়াও হন। শিক্ষক তথা সাংস্কৃতিক কর্মী অজয় খারকা সহ একাধিক ব্যক্তি শারীরিক হেনস্তার শিকার হয়েছেন।

পরে মাল থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এপর্যন্ত গ্রেপ্তারের খবর নেই। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের তরফে ঘটনা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ব্লক প্রশাসনের বক্তব্য, সবদিক খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাগ্রাকোট অঞ্চলে একসময় বিটুমিনাস জাতীয় কয়লা মিলত। কয়লা উত্তোলন করত যে সংস্থা তাদের ডিপোও ছিল এখানে। একারণে কয়লা কোম্পানি হিসেবে পরিচিত চুনাভাটি মাঠ সংলগ্ন এলাকা। দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে মাঠে খেলাধুলার পাশাপাশি নানা ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা রাজেশ ছেত্রীর কথায়, ‘এই মাঠ এলাকার সম্পদ। এভাবে মাঠ দখল করে বাড়ি তৈরি হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আর খেলাধুলা করতে পারবে না।’ একই অভিযোগ করলেন স্থানীয় বাসিন্দা সেলিনা ছেত্রী।

মাঠ সার্ভে করতে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা।

ঘনঘটা।। বুধবার গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

ধৃত তিন

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : কোচবিহার থেকে উত্তরপ্রদেশ পাচারের আগে ৪৫০ কেজি গাঁজা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি এসটিএফ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ট্রাকটি। ধৃতরা হল মালদার পবন মণ্ডল ও বিষ্ণু মাল এবং উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা হরষিত মিশ্র।

কুইক রেসপন্স টিম

নাগরাকাটা, ১৮ জুন : বন্যপ্রাণ উপদ্রুত বামনডাঙ্গা চা বাগানে স্থানীয়দের নিয়ে দুটি কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) গঠন করল বন দপ্তর। মানুষ ও বন্যপ্রাণের সংঘাত রুখতে বুধবার বিকেলে ওই বাগানের মডেল ভিলেজে শ্রমিকদের নিয়ে একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে খুনিয়া রেঞ্জ। সেখানেই কিউআরটি তৈরি করে দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের হাতে টর্চ লাইট ও বোম-পটকা দেওয়া হয়। লোকালয়ে বন্যপ্রাণী এলে প্রাথমিকভাবে এলাকায় নজরদারি, সবাইকে সুরক্ষিত রাখা সহ বন দপ্তরকে খবর দেওয়ার কাজ করবে এই টিম। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে, নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার, খুনিয়া স্কোয়াডের বিট অফিসার জয়দেব রায়, খুনিয়া বিটের বিট অফিসার বিকাশ তিরকি প্রমুখ। শিবিরে বন দপ্তরের তরফে মানুষ-বন্যপ্রাণের সংঘাত আটকাতে কী করণীয় তার ওপর বিশদে আলোচনা করা হয়।

রাভাবস্তিতে শোনা যায় না তাঁত বোনার শব্দ

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ১৮ জুন : একটা সময় ছিল যখন ধূপগুড়ি মহকুমার রাভাবস্তি, মেলাবস্তি, খুকলুং বনবস্তিতে ঢুকলেই তাঁত বোনার খটখট আওয়াজ শোনা যেত। দিনভর রাভা জনজাতীর ঐতিহ্যবাহী পোশাক কালাই পাকাড়, মেখলা চাদর বানাতে ব্যস্ত থাকতেন রুবিলা রাভা, বনতি রাভারা।

তবে হাল ফ্যাশনে হারিয়ে যেতে বসেছে সেসব পোশাক। চাহিদা না থাকায় সেভাবে বরাতও পান না শিল্পীরা। ফলে সংসার চালাতে বিকল্প কাজ খুঁজে নিয়েছেন তাঁরা। এই যেমন খুকলুং বস্তির তাঁত শিল্পী বনতি রাভা বর্তমানে এলাকার একটি বিউটি পার্লারে কাজ করছেন। তাঁর কথায়, ‘পুজোপার্বণ আর বিয়ে ছাড়া বাকি সময়ে রাভাদের ঐতিহ্যবাহী এই পোশাকের ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছেন অনেকে। তার ওপর বাইরে থেকে পোশাক এনে ব্যবসা করছেন এক শ্রেণির মানুষ। বছরে যে কয়েকটা পোশাক তৈরির বরাত পাই সেটা তৈরি করে দিই। তবে এতে সংসার চলে না। তাই অন্য কাজ করতে হচ্ছে।’ এক্ষেত্রে সরকারি সহযোগিতার দাবি তুলেছেন তাঁরা।

এ ব্যাপারে রাজ্য রাভা ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের রাজ্য সম্পাদক রবি রাভা বলেন, ‘এটা স্বীকার করতে কোনও আপত্তি নেই যে আধুনিকতার ছোঁয়ায় ঐতিহ্যবাহী পোশাক ব্যবহারের আগ্রহ হারাচ্ছে যুব সমাজ। কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার সহ বিভিন্ন রাভা অধ্যুষিত এলাকায় প্রশিক্ষক দিয়ে ওই ঐতিহ্যবাহী পোশাক তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি পোশাক ব্যবহারের জন্য সকলকে সচেতন করা হচ্ছে।’

পড়ে রয়েছে তাঁত বোনার যন্ত্রাংশ।

আধুনিকতার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে ঐতিহ্যবাহী এই সব পোশাকের ব্যবহার অনেকাংশে কমতে বসেছে। তার ওপর এতদিন বাইরে থেকে সুতো কিনে এনে এলাকার শিল্পীরাই ঐতিহ্যবাহী পোশাক তৈরি করতেন। কিন্তু বর্তমানে ওই পোশাকের চাহিদা কমে যাওয়ায় এবং সুতোর দাম বৃদ্ধিতে ক্ষতির মুখ পড়ছেন শিল্পীরা।

তাঁরা জানিয়েছেন, পুজোপার্বণের সময় এলাকায় ঢুকে পড়ছে অসমের তৈরি ঐতিহ্যবাহী এই পোশাক।

তুলনামূলকভাবে কম দামে মেলায় সেই পোশাক কিনছে অনেকে। যার ফলে আগেকার মতো আর চাহিদা নেই গ্রামীণ তাঁতে তৈরি ওই পোশাকের। বাধ্য হয়ে পুরোনো পেশাকে ছেড়েছেন অনেকে।

বছরের যে কয়েকটা পোশাক তৈরির বরাত পাই তাতে পোশাক তৈরির যন্ত্রাংশের রক্ষণাবেক্ষণের খরচটাই ওঠে না। তাই কাজে আর আগ্রহ পাই না বলে জানিয়েছেন রুবিলা। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা মেখলা, কালাই পাকাড় পোশাক বিক্রির স্থায়ী বাজার তৈরির দাবি তুলেছেন।

রাভা বস্তির ভূমিপুত্র তথা রবি ঠাকুরের ‘গীতাঞ্জলী’ র রাভা ভাষার অনুবাদক ভবেন্দ্র রাভা বলেন, ‘ঐতিহ্যকে ধরে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পোশাককে ধরে রাখতে গেলে প্রয়োজন নতুন প্রজন্মের আগ্রহ। এক্ষেত্রে সরকারের অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। রাভা তাঁত শিল্পীদের ভাতার ব্যবস্থা সহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে হয়তো ঐতিহ্য বাঁচবে।’

বিডিওর দ্বারস্থ

চালসা, ১৮ জুন : এলাকার জল সমস্যা ও বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে এবার বিডিওর দ্বারস্থ হল চা বাগান এলাকার বাসিন্দারা। বুধবার বাসিন্দারা মিছিল করে মাটিয়ালি বিডিও অফিসে আসেন। এরপর পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সমিতির নেতৃত্বে মাটিয়ালি ব্লকের সোনগাছি চা বাগানের জঙ্গল লাইন ও বাটাইগোল ডিভিশনের বাসিন্দারা দাবিপত্র দেন।

এলাকার বাসিন্দা হারমিনা মুন্ডা বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার একমাত্র রাস্তার বেহাল দশা। সেজন্য এলাকায় স্কুলবাস আসছে না তেমনি অ্যাম্বুল্যান্সে রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতেও সমস্যা হচ্ছে। মাঝেমধ্যে ছোটখাটো দুর্ঘটনাও ঘটছে।’ শুধু তাই নয়, এখনও এলাকার বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছায়নি। বর্তমানে এলাকার মানুষ তীব্র পানীয় জল সংকটে ভুগছে। পাশাপাশি এলাকার নালাগুলিও দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না করার ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই নালার জল বাড়িতে ঢুকছে। ফলে এলাকায় মশার উপদ্রব বাড়ছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে এলাকার নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। বিডিও যাবতীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

খুলল সার্ভার, শুরু কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া

প্রথমদিনেই ভোগান্তি

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৮ জুন : অবশেষে অপেক্ষার অবসান! বুধবার থেকে সেন্ট্রাল পোর্টালের মাধ্যমে কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হল। প্রথমদিনেই ভোগান্তিতে পড়তে হল পড়ুয়াদের। সার্ভার ডাউন থাকায় কখনও আধঘণ্টা, কখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি হয়েছে ফর্ম ফিলআপ করতে।

উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা হয়েছে মে মাসে। তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় দেড়টা মাস। এতদিন ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলার কারণে হাইকোর্টের রায়ে আটকে ছিল ভর্তি প্রক্রিয়া। অবশেষে সরকারিভাবে মঙ্গলবার এই পোর্টালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। তারপর বুধবার বিভিন্ন সাইবার ক্যাফেতে ঢল নামে পড়ুয়াদের। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও ফর্ম ফিলআপের ব্যবস্থা করেছিল।

যেমন, এসএফআই সদর আঞ্চলিক কমিটি-১-এর তরফে বিনামূল্যে অনলাইন ফর্ম ফিলআপের সহায়তা শিবির করা হয় এবিপিটিএ জলপাইগুড়ি জেলা দপ্তরে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত শিবিরটি চলেছে।

অনলাইনে ফর্ম ফিলআপে সাহায্য ছাত্র সংগঠনের।

অন্যদিকে, জেলা তৃণমূল কার্যালয় এবং আট নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কার্যালয়েও একই আয়োজন করেছিল জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। যতদিন কলেজের ভর্তির পোর্টাল খোলা থাকবে ততদিন বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীরা ফর্ম ফিলআপ করতে পারবে বলে দুই ছাত্র সংগঠনের তরফেই জানানো হয়। মাষকালাইবাড়ি কংগ্রেস অফিসেও ফর্ম ফিলআপের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানেও পড়ুয়ারা ভিড় জমায়।

কলেজে ভর্তির জন্য আবেদনকারী ডালিয়া দাস বলেন, 'ফর্ম ফিলআপ হয়েছে। কিন্তু অনেকক্ষণ সময় লেগেছে সার্ভার স্লো থাকায়।' একই কথা বলল মণ্ডলঘাট থেকে কদমতলায় এক সাইবার ক্যাফেতে ফর্ম ফিলআপ করতে আসা সৌহার্দ্য রায়। সে বলে, 'এতদূর থেকে এসেছি। লাইন বেশি নেই। কিন্তু সার্ভারে এতটাই সমস্যা হচ্ছে যে দু'বার পেজ রিলোড নিয়ে প্রথম থেকে আবার ফর্ম ফিলআপ করতে হচ্ছে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করে ফর্ম ফিলআপ করতে পেরেছি।' তার সংযোজন, 'জানি, এদিন সারা রাজ্য থেকে সকলে চেষ্টা করছে। কিন্তু সেইমতো সার্ভারের কার্যকারিতা থাকলে সকলের জন্য ভালো।'

প্রথমদিনের ছবি

- উচ্চমাধ্যমিকের ফল ঘোষণার মাস দেড়েক বাদে বুধবার থেকে চালু হল ভর্তি প্রক্রিয়া
- প্রথমদিনে সার্ভারের গতি স্লো থাকায় ফর্ম ফিলআপে সমস্যা হয়েছে পড়ুয়াদের
- ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় অবশেষে ফর্ম ফিলআপ করতে সফল হয় তারা
- সাইবার ক্যাফের পাশাপাশি বিভিন্ন দলের শিবিরেও আবেদনকারীদের ঢল নেমেছিল

শহরের সেন্ট্রাল গার্লস স্কুলের ছাত্রী রূপসা দাসেরও একই ভোগান্তি হয়েছে। সে প্রথমে বাবুপাড়ার একটি ক্যাফেতে দুপুর দুটো থেকে ফর্ম ফিলআপের চেষ্টা করেছে। বারবার 'পেজ রিলোড' হচ্ছে দেখানোয় পরে একটি রাজনৈতিক দলের শিবিরে গিয়েছিল। সেখানে থাকা দাদা-দিদিদের সহযোগিতায় বিকেল চারটে নাগাদ ফর্ম ফিলআপ করতে পেরেছে।

অন্যদিকে, মালবাজার পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে তেমন অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি কেউ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে বিভিন্ন বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাজগঞ্জ কলেজের সামনেও ব্লকের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে কলেজের সামনে শিবির করে বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের ফর্ম ফিলআপের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়। কলেজের ভর্তির আবেদনে বেলাকোবা নবদূত ক্লাব অ্যান্ড অ্যাকাডেমির তরফে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনে বিনামূল্যে ফর্ম ফিলআপের ব্যবস্থা করা হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ডাঙায় নৌকা।। হলদিবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন শুভজিৎ ভট্টাচার্য।

চুনাভাটির বিরুদ্ধে অভিযোগ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৮ জুন : বকেয়া পিএফ নিয়ে অ্যান্ড্রিউ ইউলের আওতাধীন চুনাভাটি চা বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পিএফ কমিশনারের কার্যালয়। সেখানে ২০২৩ সালের অগাস্ট থেকে চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত প্রায় ১.৭৫ কোটি টাকার পিএফ বকেয়া রয়েছে বলে অভিযোগ। সোমবার বানারহাট থানায় এ নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ, শ্রমিকদের মজুরি থেকে টাকা কেটে নিলেও তা জমা করা হয়নি।

এর আগে কেন্দ্রের ভারী শিল্পমন্ত্রকের আওতাধীন ওই কোম্পানিটির টি ডিভিশনের মাধ্যমে পরিচালিত বানারহাট, কারবালা ও নিউ ডুয়ার্স চা বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও বকেয়া পিএফ নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। প্রথম দুটি বাগানের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গতবছরের ১৪ নভেম্বর এবং তৃতীয় বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ২৬ নভেম্বর পিএফ দপ্তর অভিযোগ দায়ের করেছিল। জানা গিয়েছে, সেসময় বকেয়ার পরিমাণ যথাক্রমে ১.৬১, ২.০৯ ও ২.০১ কোটি টাকা ছিল।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার হেড অফিস থেকে ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত শ্রমিকদের অংশের বকেয়া পিএফ বাবদ ৪.২০ কোটি টাকা জমা করে দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পিএফ কমিশনার পবন বনসল বলেন, 'বকেয়া পিএফ নিয়ে আমাদের আইনি পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে। শ্রমিকরা যাতে তাঁদের প্রাপ্য টাকা সঠিক সময়ে কোনও সমস্যা ছাড়াই পেতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য।'

পরিসংখ্যান

- চুনাভাটি চা বাগানে প্রায় ১.৭৫ কোটি টাকার পিএফ বকেয়া রয়েছে
- সময়কাল ২০২৩ সালের অগাস্ট থেকে চলতি বছরের মে মাস
- ২০১৯ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন চা বাগান মিলিয়ে পুলিশের কাছে মোট ৩৫টি অভিযোগ দায়ের
- বকেয়ার পরিমাণ ২৮.৮ কোটি টাকা

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৯ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পিএফ কমিশনারের কার্যালয়ের তরফে বিভিন্ন চা বাগান মিলিয়ে পুলিশের কাছে মোট ৩৫টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বকেয়ার পরিমাণ ২৮.৮ কোটি টাকা। চলতি বছরে চুনাভাটি চা বাগানের পাশাপাশি সীতারামপুর প্রোজেক্ট টি গার্ডেনের বিরুদ্ধেও পিএফের টাকা জমা না করার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। গত একবছরে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয় পাঁচটি বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি তবারক আলি বলেন, '১৬ জুন কলকাতায় অ্যান্ড্রিউ ইউল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিক প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক হয়। সেখানে কোম্পানির তরফে চলতি বছরের অক্টোবরের মধ্যে বকেয়া পিএফের সমস্ত টাকা জমা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। আশা করছি, তাঁরা কথা রাখবেন।'

আইএনটিটিইউসি'র বানারহাট ব্লক কমিটির সভাপতি বিধান সরকার জানালেন, ২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত অ্যান্ড্রিউ ইউলের চার চা বাগান মিলিয়ে ১৬ কোটি টাকারও বেশি পিএফ বকেয়া রয়েছে বলে তাঁদের হিসেব। এনইউপিডব্লিউইউ-এর বানারহাট ব্লক কমিটির সম্পাদক আজাদ গোস্বামী বকেয়া পিএফের কিছু অংশ জমা দেওয়ার বিষয়টিতে স্বাগত জানালেও বললেন, 'এই পিএফ পাওয়াটা শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা। কোম্পানির ওপর আমরা ভরসা রাখছি।'

সচেতনতা

জলপাইগুড়ি, ১৮ জুন : জলপাইগুড়িতে পুলিশের উদ্যোগে শুরু হয়েছে মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান। বুধবার জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ে এই ধরনের অনুষ্ঠানে যুবসমাজকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব জানানোর পাশাপাশি মাদক থেকে দূরে থাকার বার্তা দেওয়া হয়।

সম্প্রতি পুলিশের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রাইমারি ও হাইস্কুলগুলোতেও শুরু হয়েছে মাদকবিরোধী সচেতনতার প্রচার। ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী ও অবৈধ পাচার প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে জুন মাসজুড়ে চলবে এই কর্মসূচি। বুধবারের অনুষ্ঠানে পড়ুয়া ও শিক্ষিকা সহ প্রায় ৩০০ জন অংশ নেন।

শুধু মাদক নিয়ে নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতারণা, বাল্যবিবাহ, মানব পাচার নিয়েও আলোচনা হয় ওই অনুষ্ঠানে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেখে কোনও লিংকে ক্লিক বা ওটিপি শেয়ার করা থেকে বিরত থাকারও পরামর্শ দেওয়া হয়।

স্মারকলিপি

মালবাজার, ১৮ জুন : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পেনশনার্স সমিতির মালবাজার শাখার পক্ষ থেকে বুধবার সকালে মহকুমা শাসকের অফিসে ট্রেজারি অফিস স্থানান্তর করার দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হল। তাঁদের দাবি, ট্রেজারি অফিস এতটাই ভিতরে যে বয়স্ক মানুষদের যেতে অসুবিধা হয়। সঙ্গে টোটোচালকরাও এসডিও অফিস প্রাঙ্গণেই বয়স্কদের নামিয়ে চলে যান। এদিকে, কয়েকদিন আগেই নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে এসডিও অফিস। সমিতির পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের কাছে আবেদন রাখা হয়, ট্রেজারি অফিস সেই নতুন ভবনে স্থানান্তরিত করা হোক। সমিতির পক্ষ থেকে সন্দীপ মৈত্র বলেন, 'আমাদের আশা তাঁরা আমাদের দাবিতে সাড়া দেবেন।' এসডিও শুভম কুন্দল বলেন, 'আমরা চাইছি নতুন ভবনেই ট্রেজারি দপ্তরকে নিয়ে আসতে। সেজন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে ডাইরেক্টর অফ ট্রেজারির কাছে।'

নালিশ

মেটেলি, ১৮ জুন : ইনডং মাটিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ বিডিওকে জানাল বিজেপি। অভিযোগ, কোনও টেন্ডার প্রক্রিয়া ছাড়াই বেছে বেছে বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা-কর্মীর নামে ভাওচার বানিয়ে সরকারি টাকা পাইয়ে দিচ্ছে ওই গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রতিবাদে গত ৫ জুন ইনডং মাটিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। মাটিয়ালির বিডিও অভিনন্দন ঘোষ বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা হবে।' বুধবার অভিযোগ জানাতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মেটেলি সমতল মণ্ডল সভাপতি মুন্না আলম, প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি মজনুল হক, বিজেপির জেলা নেত্রী এনি ওরাওঁ প্রমুখ।

পরিদর্শন

চালসা, ১৮ জুন : একঝাঁক ঘুঘু পাখির মৃত্যুর পর এলাকা পরিদর্শন করলেন মাটিয়ালি ব্লক কৃষি বিভাগের আধিকারিকরা। বুধবার মাটিয়ালি ব্লক কৃষি বিভাগের আধিকারিক ও কর্মীরা দক্ষিণ ধূপঝোরা এলাকার ওই কৃষিজমিতে যান। মঙ্গলবার ওই এলাকায় ২০-২৫টি ঘুঘু পাখিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা। এদিন কৃষি আধিকারিকদের সঙ্গে ওই এলাকায় যান পরিবেশপ্রেমী সুমন চৌধুরীও। ব্লক কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল, তার তদন্ত করা হচ্ছে।

আরওবি'র জায়গা দখল করে দোকান

এভাবেই জায়গা দখল করে তৈরি হচ্ছে দোকানঘর। -সংবাদচিত্র

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৮ জুন : একদিকে মৌলানিতে রেলওয়ে ওভারব্রিজের ফুটব্রিজের নীচের অংশ দখল করে গড়ে উঠেছে একের পর এক দোকান। তেমনই দখল হতে বসেছে লাটাগুড়িতে রেলওয়ে ওভারব্রিজ (আরওবি) কর্তৃপক্ষের জায়গা। এই দুই আরওবি তৈরির সময় দখল হওয়া জায়গা উদ্ধার করতে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়েছিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। দখলদারি সরিয়ে আরওবি নির্মাণের পর চালু করা হয়েছে। কিন্তু চালু হওয়ার পরই ফের খানিক পাশে থাকা সার্ভিস রোড ও আরওবির জায়গা একের পর এক দখল হচ্ছে বলে অভিযোগ। যদিও এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর এখনও অবগত নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে আরওবি কর্তৃপক্ষ।

এনজেপি থেকে চ্যাংরাবান্ধা রেলপথের লাটাগুড়ির বিচাভাঙ্গা রেল ক্রসিং ও মৌলানি রেলগেটে লাটাগুড়ি-চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে যানজট কমাবার জন্য ওভারব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। ওভারব্রিজের কাজ শুরুর সময় লাটাগুড়ি নেওড়া মোড় ও মৌলানি রেলগেটে জাতীয় সড়কের পাশে থাকা প্রায় ১০০ দোকানদারকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। নিজেদের পুনর্বাসনের দাবিতে এইসমস্ত দোকানদার প্রথমে প্রশাসনের কাছে আবেদন এবং পরবর্তীতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেন। কিন্তু সরকারি বাধায় শেষমেশ তাঁদের জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। তারপরেই শুরু হয় ওভারব্রিজ তৈরির কাজ। নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর ওই ওভারব্রিজ দিয়ে যান চলাচল শুরু হতেই, লটাগুড়িতে নেওড়া মোড়ের দিক থেকে আরওবি দপ্তরের সার্ভিস রোডের পাশের জায়গা ফের দখল হওয়া শুরু হয়েছে। একটি, দুটি করে হলেও ফের দোকান গড়ে উঠতে শুরু করেছে। প্রথমে বাঁশ গেড়ে জায়গা দখল ও তারপরে অল্প অল্প করে নির্মাণকাজ শুরু করে দোকানঘর গড়ে উঠছে একের পর এক। প্রশ্ন উঠছে প্রকাশ্যে এভাবে জায়গা দখল হয়ে গেলেও প্রশাসন কেন নির্বিকার তা নিয়েও।

দখলদারি

- ওভারব্রিজ দিয়ে চলাচল শুরু হতে সার্ভিস রোডের পাশের জায়গা দখল
- প্রথমে বাঁশ গেড়ে জায়গা দখল ও পরে অল্প অল্প করে নির্মাণকাজ চলে
- প্রকাশ্যে এভাবে জায়গা দখল হয়ে গেলেও প্রশাসনের উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে

এবিষয়ে মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিত রায় জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই তিনি সমস্ত দোকানদারকে বলে দিয়েছেন যাতে স্থায়ীভাবে কেউ ওই এলাকায় দোকানদারি না করেন। কেবলমাত্র অস্থায়ীভাবেই ওখানে দোকানদারি চলছে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে, লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণা রায় বর্মন জানান, নেওড়া মোড়ের যে সমস্ত দোকানদার জায়গা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা পরবর্তীতে কিছুদূর এগিয়ে এসে নতুন করে দোকানঘর তৈরি করে ব্যবসা শুরু করেছেন। তবে তিনি জানিয়েছেন, যে সমস্ত দোকানদার ওখানে ব্যবসার জন্য দোকানঘর তৈরি করছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলে নতুন করে দোকানঘর তৈরি করতে না করবেন।

আরওবির পাশে যতটুক জায়গা রয়েছে সেখানে প্রয়োজনে নর্দমাও তৈরি করতে পারে জলনিকাশির জন্য আরওবি কর্তৃপক্ষ। তবে এভাবে একের পর এক দোকানপাট গড়ে উঠলে, ফের তা নিয়ে সমস্যা তৈরি হবে। আরওবি বিভাগের নর্থ জোনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কল্যাণ রায় জানিয়েছেন, তাঁর বিষয়টি জানা নেই। বিষয়টি খতিয়ে দেখে যদি কেউ জায়গা দখল করে থাকে তাহলে তাদেরকে প্রথমে সরকারি নোটিশ তারপরে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যদিও ব্যবসায়ীরা কেউ মুখ খুলতে চাননি।

টুকরো খবর

মশারি বিলি

নাগরাকাটা ও বেলাকোবা, ১৮ জুন : ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়া আটকাতে মশারি বিতরণ করল তৃণমূল যুব কংগ্রেস। বুধবার নাগরাকাটা বাজারের ৩টি স্থানে সংগঠনের পক্ষ থেকে ওই কর্মসূচি পালন করা হয়। পাশাপাশি এলাকার কোথাও যাতে কেউ জল জমিয়ে না রাখে সেব্যাপারেও সচেতনতার বার্তা দেন শাসকদলের যুব নেতারা।

অন্যদিকে, মান্তাদারি অঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বুধবার ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করতে মশারি বিতরণ করা হয়। এলাকার প্রায় দেড়শোজনকে মেডিকেটেড মশারি দেওয়া হয়েছে বলে জানান মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা রায়। মশারিগুলি কমপক্ষে তিন বছর ভালো থাকে বলে জানান তিনি।

পুলিশের দ্বারস্থ

রাজগঞ্জ, ১৮ জুন : বর্গাচাষিদের মাঠ থেকে তিল কেটে নেওয়ার অভিযোগ জানাল কৃষকসভা। সারা ভারত কৃষকসভার রাজগঞ্জ থানা কমিটির পক্ষ থেকে বুধবার সন্ধ্যায় ভোরের আলো থানায় এই মর্মে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। কৃষকসভার রাজগঞ্জ থানা কমিটির সম্পাদক খরেন রায় জানিয়েছেন, বলরাম এলাকার সালমদ্দিন মোহাম্মদ, আলম মোহাম্মদ, শুক্র মুহাম্মদ এবং শ্যামল মোহম্মদ তিল চাষ করেছিলেন। এলাকার কয়েকজন দুষ্কৃতী তাদের ভয় দেখিয়ে জোর করে তিল গাছ কেটে নিয়ে যায়।

সংবর্ধনা

মানিকগঞ্জ, ১৮ জুন : জলপাইগুড়ি জেলার খারিজা বেরুবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষাবন্ধু গৌতম রায়ের বিদায়ি সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হল। গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪টি প্রাথমিক স্কুলের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। এর জন্য বোনাপাড়া স্পেশাল ক্যাডার প্রাইমারি স্কুলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিক্ষোভ ব্যাংকে

গয়েরকাটা, ১৮ জুন : গ্রাহকদের হয়রান করার অভিযোগে ব্যাংক ম্যানেজার সহ কর্মীদের দীর্ঘক্ষণ তালাবন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা। বুধবার দুপুরে এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় একটি ব্যাংকের বানারহাট ব্লকের আংরাভাসা শাখায়। পরবর্তীতে ধূপগুড়ি পুলিশের হস্তক্ষেপে মুক্ত হন ব্যাংককর্মীরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এই ব্যাংকের কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে গ্রাহকদের নানাভাবে হয়রানি করে আসছিলেন। ব্যাংকে পাসবই আপডেট করার যন্ত্র খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। স্থানীয় এক বৃদ্ধা বলেন, 'দীর্ঘ ১১ মাস ধরে বার্ধক্য ভাতার টাকা তোলার জন্য ব্যাংকে এসে ঘুরপাক খাচ্ছি। টাকা না দেওয়ার নির্দিষ্ট কোনও কারণ জানানো হচ্ছে না। এর আগে আমার ভাতার টাকা থেকে ছেলের ব্যাংক লোন বাবদ ৭৫০০ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছিল।' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সহ ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। যদিও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ম্যানেজার বিশেষ কিছু বলতে রাজি হননি। তিনি বলেন, 'গ্রাহকদের বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

গোচিমারির বেহাল কালভার্ট। ছবি : কৌশিক দাস

কালভার্ট আছে, রাস্তাই হয়নি

ক্রান্তি, ১৮ জুন : কালভার্ট নির্মাণ হয়ে গিয়েছে প্রায় ৭ বছর আগে, কিন্তু তৈরি হয়নি কালভার্টের সংযোগকারী রাস্তা। ফলে কালভার্ট তৈরি হলেও যাতায়াত করার উপায় নেই। এতে ক্ষুব্ধ ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোচিমারির বাসিন্দারা অবিলম্বে সংযোগকারী রাস্তা বানিয়ে চলাচলের ব্যবস্থা করার দাবি তুলেছেন।

স্থানীয় একটি ঝোরার উপর প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কালভার্টটি নির্মিত হয়েছিল। রাস্তাটি হয়ে গেলে গোচিমারি এলাকার প্রায় ৩ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। কালভার্টে ওঠার রাস্তা নির্মাণ করেনি ঠিকাদার সংস্থা। এদিকে, কালভার্টটি অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থেকে নষ্ট হতে শুরু করেছে। পলেস্তারা খসে পড়ছে।

চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আবদুল সামাদ বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দে কালভার্টটি তৈরি হয়েছিল। ঠিকাদার সংস্থা কাজ শেষ করেনি। সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণে উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

ক্রান্তি পঞ্চায়েতে সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। গ্রামবাসী নগেন রায়ের অভিযোগ, 'কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে কালভার্ট বানানো হলেও আমাদের কাজে আসছে না। আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেখানেই আছি। বর্ষার দিনে জলকাদা মাড়িয়ে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে।' কালভার্টটি পড়ে থাকলেও সংযোগকারী রাস্তা না থাকায় পড়ুয়াদের স্কুল, টিউশনে যেতেও হয়রান হতে হচ্ছে।

বাবা-মায়ের ঝগড়ায় ঘর ছাড়ছে ছোটরা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জুন : বড়দের ঝগড়ার প্রভাব পড়ছে ছোটদের মনের ওপর। মা-বাবার দাম্পত্যকলহ যে সন্তানদের শিশুমনকে কতখানি প্রভাবিত করছে, তা স্পষ্ট হয়েছে মঙ্গলবারের একটি ঘটনায়। নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে উদ্ধার করা এক খুদে জানিয়েছে, বাবা-মায়ের ঝগড়া আর সহ্য করতে না পেরেই ঘর ছেড়েছিল সে। এমন উদাহরণ আরও আছে। স্টেশন সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে একাধিক খুদেকে উদ্ধার করার পর জিজ্ঞাসাবাদ ও কাউন্সেলিংয়ে বাড়িতে অশান্তির পরিবেশই তাদের ঘরছাড়ার কারণ হিসেবে উঠে এসেছে।

মঙ্গলবার সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রী ট্রেনে চেপে শিলিগুড়ি থেকে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে পৌঁছায়। আরপিএফ ও চাইল্ড হেল্পলাইনের কর্মীদের নজরে আসতেই তাঁরা ওই ছাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ঘর ছাড়ার কারণ জানতে চাইলে সে তখন মা-বাবার দাম্পত্য কলহের কথা বলে।

এবিষয়ে চাইল্ড হেল্পলাইনের জেলা কোঅর্ডিনেটর রিয়া ছেত্রী বলেন, 'ওই কিশোরীকে ট্রেনে একা যাত্রা করতে দেখা যায়। সন্দেহ হওয়ায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তারপর উদ্ধার করা হয়েছে। সব কথা তার পরিবারের লোকজনকে জানানো হয়েছে।'

ওই কিশোরীর কথা থেকে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিনের অশান্তির জেরে তার মা-বাবা সম্প্রতি আলাদা থাকছেন। তারা তিন ভাই-বোন। তিনজনের মধ্যে বাবার কাছে দুজন থাকে। আর মায়ের কাছে থাকে সে নিজে। এদিকে, সংসার চালাতে মাকে এখন হিমসিম খেতে হচ্ছে। ফলে দিন-দিন তাদের পারিবারিক অশান্তি আরও বড় আকার নিচ্ছে। পড়াশোনা করা সম্ভব হচ্ছে না। অভিযোগ সেই কিশোরীর। তাই বিরক্তি ও অভিমানে সে ট্রেনে চড়ে বসে। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে অভিভাবকহীন ওই কিশোরীকে দেখে সন্দেহ হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই একা ঘর ছাড়ার বিষয়টি বলে।

তারপরেই ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে চাইল্ড হেল্পলাইনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কাউন্সেলিং করা হয়েছে তার।

যা ঘটেছে

- কলহের জেরে বাবা-মা আলাদা থাকেন
- মা সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন
- ফলে পরিবারে অশান্তি আরও বাড়ছে
- সেজন্য নাবালিকা বাড়ি ছেড়েছে বলে দাবি
- নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে তাকে দেখে সন্দেহ হয়

এদিকে, মেয়েটির বাড়ির লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেছিল। চাইল্ড হেল্পলাইনের কাছ থেকে তার খোঁজ পাওয়া গিয়েছে বলে জানতে পেরে বাবা-মা দুজনই আলিপুরদুয়ারে আসেন। তবে ওই কিশোরীর নামঠিকানা সব কিছু যাচাই করার পর তাকে অভিভাবকদের হাতে তুলে দিতে চাইছেন চাইল্ড হেল্পলাইনের কর্তারা।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নীলাদ্রি নাথ বলেন, 'বাবা-মায়ের মধ্যে দাম্পত্যকলহ দেখা দিলে শিশুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। তাদের মনমেজাজের উপর প্রভাব পড়ে। মনঃসংযোগ বিঘ্নিত হয়। বয়স কম হলে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের প্রতি ঝোঁক তৈরি হয়। বাবা-মায়ের অশান্তি এড়াতে অনেকেই আজকাল আবেগের বশে ঘর ছাড়ছে।'

যৌন নিগ্রহের দায়ে সশ্রম কারাদণ্ড

জলপাইগুড়ি, ১৮ জুন : নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের দায়ে এক তরুণকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিল আদালত। জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর বুধবার এই সাজা ঘোষণা করেছেন। সরকারপক্ষের আইনজীবী দেবাশিস দত্ত জানান, এই মামলায় ৭ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে।

২০২৪ সালের সরস্বতীপুজোর দিন ওই নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন স্কুলে গিয়ে আর ফেরেনি ওই নাবালিকা। ভোরের আলো থানা এলাকা থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় পনেরো বছরের ওই কিশোরী। ঘটনার পরদিন নাবালিকার বাবা নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করেন।

তবে ঘটনার প্রায় ১০ দিন বাদে অপরিচিত একটি নম্বর থেকে ফোনে ওই নাবালিকা তার বাবাকে জানায়, অভিযুক্ত জোর করে দিল্লি নিয়ে গিয়ে একটি বাড়িতে আটকে রেখে তার ওপর যৌন নির্যাতন চালাচ্ছে। যে নম্বর থেকে ফোন এসেছিল, সেই নম্বর নিয়ে রাজ্য পুলিশের টিম দিল্লি গিয়ে নাবালিকাকে উদ্ধার করে ও অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ এরপর পকসো মামলা রুজু করেছিল, বুধবার তারই রায় হল।

গুজরাট কেন

বাংলার সংস্থাগুলিকে বঞ্চিত করে কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে সামগ্রীর বরাত গুজরাটের সংস্থাকে কেন দেওয়া হল, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার প্রশ্ন তুললেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। কমিশনে চিঠি দিচ্ছেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

সংকটেই অভিজিৎ

বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা এখনও সংকটজনক। তাঁকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। শনিবার গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

থিমে আপত্তি

সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের দুর্গাপুজোর থিম 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে আপত্তি তুলল পুলিশ। পুজোর উদ্যোক্তা বিজেপি নেতা সজল ঘোষকে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ শুভেন্দু অধিকারীর।

সুকান্তর অভিযোগ

ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি সোমা ঘোষ সহ জেলা নেতৃত্বের ওপর তৃণমূলি হামলার ঘটনায় কমিশনে অভিযোগ জানালেন সুকান্ত মজুমদার।

কালীগঞ্জে ভোট আজ

কলকাতা, ১৮ জুন : কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে ১০০ শতাংশ বুথে ওয়েবকাস্টিং করার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। ভোট চলাকালীন ওয়েবকাস্টিংয়ের মাধ্যমে সব বুথে নজরদারি চালাবে কমিশন। বৃহস্পতিবার কালীগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচন। সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যেই একজন পুলিশ পর্যবেক্ষক ও একজন সাধারণ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে কমিশন। মোট ভোটার ২ লাখ ৫৪ হাজার ৮৯৪ জন। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৬০৮ জন পুরুষ ভোটার। আর মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৩ হাজার ২৮২। মোট বুথের সংখ্যা ৩০৯। ভোটগণনা ২৩ জুন। সম্প্রতি ওই কেন্দ্রের বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদ (লাল)-এর মৃত্যুতে এই আসনটি শূন্য হয়।

মেধাতালিকায় আরও ৯ কৃতী

কলকাতা, ১৮ জুন : রিভিউ ও স্ক্রুটিনির ফলাফল প্রকাশের পর এক ধাক্কায় মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় জুড়ল ৯ জন কৃতীর নাম। উত্তরবঙ্গের পড়ুয়ারা নজর কেড়েছে তালিকায়। টেক্কা দিয়ে নম্বর বেড়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের পরীক্ষার্থীদেরও। সেখানের কাঁথি মডেল ইনস্টিটিউশনের ছাত্র সুপ্রতীক মান্না আগের মেধাতালিকায় ছিল চতুর্থ স্থানে। পুনর্মূল্যায়নের ফলে ৬৯৪ নম্বর নিয়ে সে উঠে এসেছে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে। বুধবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, মোট ১২৪৬৮ জন পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর বদলেছে। প্রথম দশের শীর্ষ স্থানাধিকারীর সংখ্যা ৬৬ থেকে পরিবর্তিত হয়ে ৭৫ হয়েছে।

আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদল দিনে ...

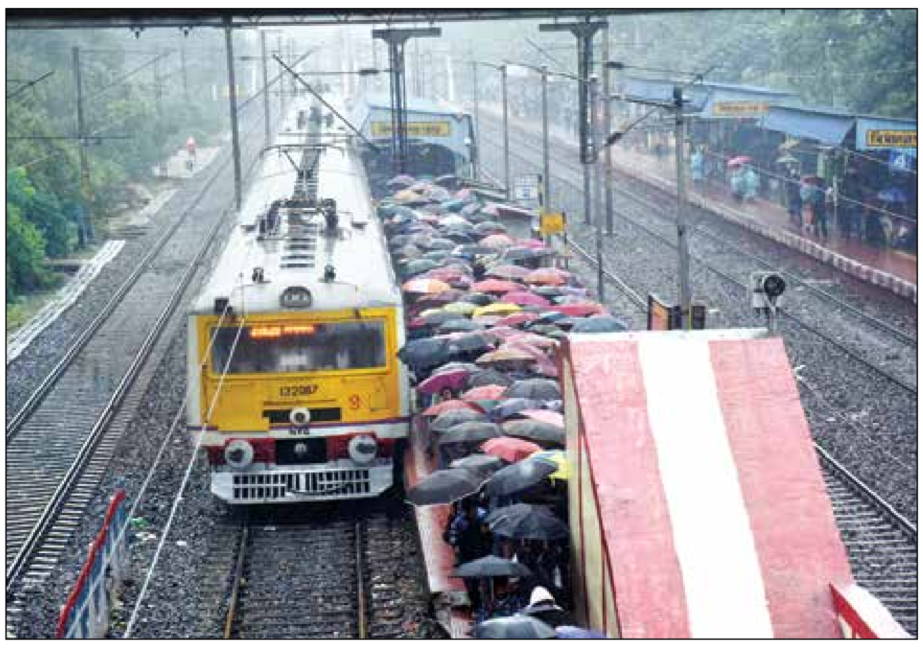

বুধবার কলকাতায় বৃষ্টির দুই মুহূর্ত আবির চৌধুরী এবং রাজীব মণ্ডলের ক্যামেরায়।

৪ হাজার কোটি ঋণ

ডিএ মেটাতে রাজ্যের পদক্ষেপ বলে জল্পনা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ জুন : ১৫ জুনের মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালত। নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বকেয়া ডিএ নিয়ে রাজ্য এখনও কী সিদ্ধান্ত নেবে, তা জানায়নি।

এরই মধ্যে স্টেট গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজের (এসজিএস) মাধ্যমে ৪ হাজার কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ঋণ নিল রাজ্য। মঙ্গলবারই ২২ বছরের জন্য ৭.১০৯৬ শতাংশ সুদের হারে ২ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে রাজ্য। এর আগে ৩ জুন দীর্ঘমেয়াদি বন্ডের মাধ্যমে আরও ২ হাজার কোটি টাকা ঋণ তুলেছে রাজ্য সরকার। ফলে এই মুহূর্তে রাজ্য সরকার ঋণ ও ঋণপত্র মিলিয়ে ৪ হাজার কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে নিয়েছে।

নবান্নের কিছু অফিসারের ধারণা, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ-র সংস্থান করতেই এই টাকা তোলা হয়েছে। এই মুহূর্তে রাজ্য সরকার যে বকেয়া ডিএ মেটাতে টাকার জোগাড়ে ব্যস্ত, তা অর্থ দপ্তরের কর্তাদের ব্যস্ততা দেখলেই স্পষ্ট।

বুধবার নবান্নে অর্থ দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বৈঠকের পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বাকি টাকাও দ্রুত জোগাড় করে তা মিটিয়ে দেওয়া হবে। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিকিউরিটিজের মাধ্যমে মঙ্গলবার যে ২ হাজার কোটি টাকা ঋণ রাজ্য তুলেছে, তা ঠিক কী কারণে তা স্পষ্ট করা হয়নি। তবে আদালতের নির্দেশে বকেয়া ডিএ দিতে গেলে রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে আরও ৬ হাজার কোটি টাকা জোগাড় করতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পুরো বকেয়া ডিএ মেটাতে গেলে রাজ্য সরকারকে ৪০ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট জুন মাসের মধ্যে ২৫ শতাংশ ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই হিসেবে চলতি মাসের মধ্যেই রাজ্য সরকারকে ১০ হাজার কোটি টাকা এই বাবদ খরচ করতে হবে। কিন্তু সামাজিক প্রকল্প চালাতে গিয়ে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো নয়। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বকেয়া অর্থও আটকে রয়েছে। একশো দিনের কাজের প্রকল্প, আবাস যোজনার টাকা ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে পাওনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। এই পরিস্থিতিতে রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে ঋণ ও ঋণপত্র নিয়ে ৪ হাজার কোটি টাকা আপাতত জোগাড় করতে পেরেছে রাজ্য সরকার। বাকি টাকা এই সময়সীমার মধ্যে কীভাবে জোগাড় হবে, তা নিয়ে এখনও সংশয়ে রয়েছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

রাজ্য সরকার সাধারণত এই ধরনের ঋণ তোলে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের খরচ মেটাতে। কিন্তু এই ঋণ তোলার ফলে রাজ্যকে ভবিষ্যতে বিরাট বোঝা বইতে হয়। প্রতি বছর সুদও মেটাতে হয় রাজ্য সরকারকে। কিন্তু সরকারের আর্থিক অবস্থা বর্তমানে এতটাই খারাপ হয়ে আছে যে ঋণ ছাড়া বকেয়া ডিএ মেটানো সম্ভব নয়। সেই কারণেই রাজ্য ঋণের পথে হাঁটল বলে মনে করা হচ্ছে।

হিসেবনিকেশ

- ২২ বছরের জন্য ৭.১০৯৬ শতাংশ সুদের হারে ২ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে রাজ্য।
- এর আগে ৩ জুন দীর্ঘমেয়াদি বন্ডের মাধ্যমে আরও ২ হাজার কোটি টাকা ঋণ তুলেছে রাজ্য সরকার
- এই মুহূর্তে রাজ্য সরকার ঋণ ও ঋণপত্র মিলিয়ে ৪ হাজার কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে নিয়েছে

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পোড়ালেন চাকরিহারারা

কলকাতা, ১৮ জুন : দফায় দফায় বিধানসভার দ্বারস্থ হওয়ার পরেও সমাধান সূত্র মেলেনি চাকরিহারাদের। বুধবার সুমন বিশ্বাস সহ 'যোগ্য' চাকরিহারাদের দুইজনের প্রতিনিধি দল বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন জানিয়ে চিঠি দেন। স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিকে পুড়িয়ে 'নোটিফিকেশন দহন' কর্মসূচিও পালন করেছে 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'।

এদিন সেন্ট্রাল পার্কের অবস্থান মঞ্চে প্রায় ৩০০ জন যোগ্য চাকরিহারা একসঙ্গে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি পুড়িয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, 'আমরা এই অসাংবিধানিক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি মানি না। তাই এই বিজ্ঞপ্তি পুড়িয়েছি। আজ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারকে আবারও চিঠি পাঠিয়েছি।'

পদ্মের বয়কট

কলকাতা, ১৮ জুন : দেরিতে বিল পাঠানোর প্রতিবাদে বিধানসভায় সেলস ট্যাক্স সংক্রান্ত বিল নিয়ে আলোচনা বয়কট করল বিজেপি। বুধবার বিধানসভায় দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস ট্যাক্স (সেটেলমেন্ট অফ ডিসপিউট) সংশোধিত বিল ২০২৫ পেশ হয়। তবে এদিন আলোচনা বয়কট করলেও বৃহস্পতিবার এই বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নেবে তারা। যদিও বিলের ওপর মন্ত্রীর জবাবি ভাষণ বয়কট করবে বিজেপি।

সংবিধান হত্যার কথায় আপত্তি মমতার

কলকাতা, ১৮ জুন : দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নাকি অমিত শা, সেই প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। ওই দিনটি 'সংবিধান হত্যা দিবস' হিসেবে পালন করতে বুধবারই রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ওই চিঠি হাতে পাওয়ার পরই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে কোনওভাবেই মেনে নেবে না রাজ্য সরকার। বরং বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার এই দেশে প্রতিদিন গণতন্ত্র ও সংবিধান হত্যা করছে বলে পালটা অভিযোগ তোলেন মমতা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কীসের সংবিধান হত্যা দিবস? সারা দেশে বিজেপি যা করছে তাতে তো প্রতিদিনই গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করতে হয়। তাছাড়া এই তারিখটা কে ঠিক করল? কীসের ভিত্তিতেই বা তৈরি করা হয়েছে? জরুরি অবস্থার ৫০ বছর তো গত বছরই চলে গিয়েছে। তাহলে এবছর সেই দিবস কেন পালন করা হচ্ছে?'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র নিশানায় ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। মমতা বলেন, 'আমি জানি না দেশটা কে চালাচ্ছেন? প্রধানমন্ত্রী তো বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো দেখছি অঘোষিত প্রধানমন্ত্রী। ওরা বলছে সংবিধান হত্যা দিবস পালন করা হবে। কিন্তু এই সংবিধান হত্যা শব্দটিতে আমার তীব্র আপত্তি আছে। কারণ, গণতন্ত্রের স্তম্ভগুলিকে ওরা প্রতিদিন হত্যা করছে। ওরা গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করুক। আমরা

> কীসের সংবিধান হত্যা দিবস? সারা দেশে বিজেপি যা করছে তাতে তো প্রতিদিনই গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করতে হয়। তাছাড়া এই তারিখটা কে ঠিক করল? কীসের ভিত্তিতেই বা তৈরি করা হয়েছে?
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

পালন করব না। এই দিন পালন করতে হলে প্রতিদিনই করতে হয়।'

মমতা বলেন, '২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর নোটবন্দি হয়েছিল। সেইদিন তো ব্ল্যাক মানি ডে পালন করা উচিত। কত মানুষকে নোট বদলানোর জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়েছিল। ১৪০ জন মারা গিয়েছেন। পহলগাম থেকে পুলওয়ামা, কী হয়েছিল? সংসদে হামলা আপনাদের সময় হয়েছিল। পহলগামের পর এখনও সর্বদল বৈঠক ডাকা হল না। সংসদের বিশেষ অধিবেশন করা হল না। বিজেপি যা বলছে, তাই হবে? আমাদের ৫টা প্রশ্নের উত্তরও ওরা দিতে পারে না।'

গণতন্ত্র হত্যা দিবসে নেতাজির ছবি দেখানোর নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই প্রসঙ্গ তুলেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, 'ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি বলেছিল, তারা নাকি নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য উদ্ঘাটন করবে। আজ অবধি করেছে? আসলে এই সরকারটা জুমলা সরকার। নেতাজির তৈরি করা প্ল্যানিং কমিশন ওরা বাতিল করে নীতি আয়োগ করেছে। যাদের না আছে নীতি, না আছে আয়োগ।'

২০ জুন দেশের রাজভবনগুলিতে বাংলা দিবস পালন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে মমতা বলেন, 'বাংলা দিবস পালনের দিন ঠিক করার অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে? পয়লা বৈশাখ বাংলা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত রাজ্য বিধানসভায় হয়েছে। আপনারা দিন ঠিক করার কে? আমরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করি। বাংলার মানুষকে অপমান করার অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে? বাংলার মানুষ পয়লা বৈশাখ বাংলা দিবস পালন করে। দু'বছর ধরে হচ্ছে। আপনাদের এই মনোভাব আমরা মেনে নেব না।'

ওবিসি নির্দেশ নিয়ে চাপানউতোর

ওবিসি মামলার রায় উদযাপনে লাড্ডু বিলি শুভেন্দু অধিকারীর। বুধবার।

সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানাবে রাজ্য

কলকাতা, ১৮ জুন : ওবিসির নতুন তালিকা নিয়ে হাইকোর্টে ধাক্কা খেয়েছে রাজ্য। বুধবার এই ইস্যুতে মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, বিষয়টি বিচারাধীন। এটা অন্তর্বর্তী নির্দেশ। চূড়ান্ত রায় নয়। তবে এর নেপথ্যে বিরোধীদের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের চক্রান্তকে দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে রাজ্য।

এদিনই হাইকোর্টের নির্দেশের কপি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ওবিসির নতুন

> এটা চূড়ান্ত নির্দেশ নয়। অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা বিচারপতির বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারি না। কিন্তু রায়ের সমালোচনা করতে পারি। আমরা আদালতের নির্দেশ মেনে কাজ করেছি।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

বিজ্ঞপ্তি সহ রাজ্যের জারি করা সমস্ত বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের নির্দেশ দেওয়ার কারণ জানিয়েছে আদালত। তবে এদিনই ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল রায়ের পরও কীভাবে কলকাতা পুরসভা ১৭ শতাংশ সংরক্ষণে নিয়োগ করছে তা নিয়ে একটি মামলায় প্রশ্ন তুলেছে কলকাতা হাইকোর্ট।

বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরসভার কমিশনার ও পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। পুরসভায় সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশন। এই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের হয়েছিল।

আদালতের এই নির্দেশের পরেই চাকরি ও ভর্তির ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে বলে সংশয় তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আদালতের প্রকাশিত রায়ে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ২০১০ সালের আগে মোট ৬৬টি জনগোষ্ঠীকে ওবিসি বলে ঘোষণা করা হয়। আদালতের রায়ে এই ৬৬টি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করা হয়নি। এতে নিয়োগ প্রক্রিয়া ও ভর্তিতে কোনওরকম বাধা নেই। ২০১২-এর আইন অনুযায়ী তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য ১৯৯৩ সালের আইন অনুযায়ী তালিকা তৈরি করেছে। নতুন জনগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত করা হলে বিধানসভায় তা সংশোধনী বিল হিসেবে আনতে হবে ২০১২ সালের আইন অনুযায়ী। এক্ষেত্রে রাজ্যের এই প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তিকে আদালতের রায়ের সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বমূলক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে রায়ে। তবে এদিন আদালতের এই রায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা চূড়ান্ত নির্দেশ নয়। অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা বিচারপতির বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারি না। কিন্তু রায়ের সমালোচনা করতে পারি। আমরা আদালতের নির্দেশ মেনে কাজ করেছি।' বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'সিপিএম ও বিজেপি কখনই চায় না ওবিসি সংরক্ষণ হোক। এটা তো গরিব মানুষের জন্য যাঁরা সামাজিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে তাদের জন্য। কথায় কথায় পিল করে। সাধারণ মানুষের অধিকার আমরা কী করে কাড়ব। সংখ্যালঘু বলে কি তাদের থাকা, খাওয়া, পরার অধিকার কেড়ে নেব?'

তবে আদালতের নির্দেশ সামনে আসার পরই ডিভিশন বেঞ্চের সদস্য বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কুণাল ঘোষ।

জেলায় যাত্রার ভাবনা পদ্মের

কলকাতা, ১৮ জুন : ওবিসি মামলার অন্তর্বর্তী রায়ে উজ্জীবিত বিজেপি এবার ওবিসি যাত্রার পরিকল্পনা করছে। ওবিসি মোর্চার এক রাজ্য নেতা বলেন, 'এটাই উপযুক্ত সময়। রাজ্যের ওবিসি অধ্যুষিত হিন্দু এলাকায় এই যাত্রার রূপরেখা তৈরিতে খুব শীঘ্রই আমরা বিরোধী দলনেতার সঙ্গে আলোচনায় বসব।'

মঙ্গলবার ওবিসি সংক্রান্ত আদালতের রায় পাওয়ার পরই তাকে 'ঐতিহাসিক রায়' বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন শুভেন্দু। রায়ের উদযাপনে এদিন বিধানসভায় লাড্ডু বিলি করেন শুভেন্দু সহ বিজেপি বিধায়করা। রীতিমতো খোল-করতাল বাজিয়ে লাড্ডুর প্যাকেট হাতে নিয়ে বিধানসভা চত্বর থেকে মিছিল করে বিধানসভার গেটে রীতিমতো হইচই ফেলে দেয় বিজেপি। পরে সল্টলেকে ওবিসি কমিশনের দপ্তরের সামনে বিজেপি মোর্চার ধর্না মঞ্চে যান শুভেন্দু।

সেখানে আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, '৭৬টি মুসলিম সম্প্রদায়কে সংরক্ষণের সুবিধা পাইয়ে দিতে ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আদালত মমতার কান মুলে দিয়েছে।'

তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোষণের অভিযোগ তুলে শুভেন্দু বলেন, জাতীয় ওবিসি কমিশনের অনুমতি ছাড়াই রাজ্যের ওবিসি তালিকায় ৯৮ শতাংশ মুসলিমদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতেই এই তালিকা তৈরি করেছিল রাজ্য সরকার। যদিও ওবিসি ইস্যুতে বিজেপির ভূমিকার সমালোচনা করে এদিন তৃণমূলের কুণাল ঘোষ বলেন, 'হাইকোর্টের রায়ে ন্যায়বিচার পায়নি ওবিসিরা। আইনি জটিলতা তৈরি করে ওবিসিদের ক্ষতি করা ও রাজ্যজুড়ে অস্থিরতা তৈরি করার চেষ্টা করছে বিজেপি।' বিজেপি মনে করছে, আদালতের রায়ে বেকায়দায় পড়েছে তৃণমূল। এদিন শুভেন্দুর দাবি, আদালতের রায়ে ১৭ শতাংশ হিন্দু ওবিসিরা তৃণমূলের ঝুলি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে সংরক্ষণের সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ২ কোটি মুসলিমকে বিভ্রান্ত করার জন্য '২৬-এর বিধানসভা ভোটে খেসারত দিতে হবে তৃণমূলকে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে কটাক্ষ করে বলেন, 'গ্রামবাংলায় একটা প্রবাদ আছে, জালও গেল গামছাও গেল। তাঁর হয়েছে এখন সেই অবস্থা।'

এদিন আদালতের রায়কে হাতিয়ার করে মহেশতলার রবীন্দ্রনগরে সাম্প্রতিক গণ্ডগোলে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে সেখানে যান তিনি। শুভেন্দুর অভিযোগ বিএনএসএস ১৬৩ জারি থাকার অজুহাতে এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করতে বাধা দিয়েছে পুলিশ। শুভেন্দুর দাবি, পুলিশের উদ্দেশ্য ছিল বিরোধী দলনেতার সফরকে ভন্ডুল করা। সেই কারণেই আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সফর চলাকালীন পুলিশের উপস্থিতিতেই নানাভাবে গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করেছে তৃণমূল।

তাঁর মতে, এটা স্পষ্টতই আদালত অবমাননা। নির্দেশ অমান্য করার জন্য ডায়মন্ড হারবারের এসপি রাহুল গোস্বামী ঘটনাস্থলে উপস্থিত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিঠুন দে এবং এসডিপিও রেজাউল করিমের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারিও দেন শুভেন্দু। এদিন শুভেন্দুর সফরের সময় নেচার পার্কে তাঁর কনভয়কে উদ্দেশ্য করে কালো পতাকা দেখায় তৃণমূল। শুভেন্দুর উদ্দেশে চোর চোর স্লোগানও উঠেছে বলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ। যদিও অভিযোগ মানেননি তৃণমূল নেতৃত্ব।

মন্ত্রীর কটাক্ষে অস্বস্তিতে বিধায়ক

শংকরকে জার্সি বদলের খোঁচা অরূপের

কলকাতা, ১৮ জুন : বিধানসভা ভোটের মুখে বুধবার ভরা বিধানসভায় জার্সি বদল নিয়ে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ককে খোঁচা দিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তৃণমূলের আমলে খেলায় এরাজ্যের বাঙালিরা কতটা সফল হতে পারল, এই নিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রীকে খোঁচা দেন বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ। তারই জবাবে শংকরের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, 'এত উন্নয়ন হয়েছে শুনলে হয়তো আপনিও জার্সি বদল করবেন।'

এদিন বিধানসভায় বিভাগীয় প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য হাজির ছিলেন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সেখানেই মন্ত্রীর উদ্দেশে শংকর বলেন, 'এই সরকার এগিয়ে বাংলার স্লোগান দেয়। বারবারই বলে খেলা হবে, খেলা হবে। কিন্তু গত ১৪ বছরে ভারতীয় ক্রিকেট ও ফুটবল দলে কতজন বাঙালি খেলোয়াড় জায়গা করে নিতে পেরেছে?' শংকরের মতে, একসময় পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়, চুনি গোস্বামী, অমল দত্ত থেকে শুরু করে সুব্রত, মনোরঞ্জনরা জাতীয় পর্যায়ে খেলেছেন। ক্রিকেটে নাইট রাইডার্সকে আপনারা সোনার চেন উপহার দেন। মোহনবাগানের আইএসএল লিগ, শিল্ড জেতা নিয়ে

গলা ফাটাচ্ছেন, কিন্তু তাতে বাঙালি কোথায়? শংকরের এই খোঁচাতেই তেতে উঠে অরূপ পালটা বলেন, 'খেলা হচ্ছে, খেলা হবে, ২৬-এও খেলা হবে। এত উন্নয়ন হয়েছে শুনলে আপনিও হয়তো জার্সি বদল করে ফেলবেন।' মন্ত্রীর এই কটাক্ষে হাসির রোল পড়ে যায় বিধানসভায়। ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে টেবিল চাপড়ে শংকরের উদ্দেশে তৃণমূলের বিধায়কদের কেউ কেউ বলতে থাকেন, এদিকে চলে আয়, এদিকে চলে আয়। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়ে যান শংকর। পরে এই প্রসঙ্গে শংকর বলেন, 'তৃণমূল দলটার দৈন্যদশা দেখে দুঃখ হচ্ছে। উনি ভালো রিক্রুটার জানতাম। নানা ভাবে চাপ দিয়েও যখন সম্ভব হল না, তখন হতাশা থেকেই হয়তো এসব বলছেন।'

২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে দলবদল নিয়ে মন্ত্রীর কটাক্ষে অস্বস্তিতে পড়েন শংকর। একুশের বিধানসভার আগে সিপিএম থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শংকর। সেই সিদ্ধান্তে যে এখনও কোনও টোল পড়েনি, ঠারেঠোরে সেটাই এদিন বোঝালেন শংকর।

শুভেন্দুর তোপের মুখে পুলিশ

কলকাতা, ১৮ জুন : বিধানসভায় নিরাপত্তার কড়াকড়ি নিয়ে এবার পুলিশকে চোখ পাকালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

২ নম্বর গেট থেকে হেঁটে বিধানসভায় ঢোকা, এটাই রেওয়াজ বিরোধী দলনেতার। সেই সূত্রেই এদিন বিধানসভার গেটে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে ভিতরে ঢুকছিলেন শুভেন্দু। ঠিক তখনই বিধায়কদের গাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন নিরাপত্তা কর্মীরা। তা দেখে আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে উপস্থিত এক পুলিশ কর্তার উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'চেকিং কি শুধু বিজেপির জন্যই। বিধানসভায় নিরাপত্তার জন্য চেকিং হলে তা শুধু এই গেটে করা হবে কেন?' বিধানসভার ৩ নম্বর গেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'বাকি গেটগুলি তাহলে মমতা গেট বলে লিখে দিন।'

প্রথা অনুযায়ী ৩ নম্বর গেট দিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করার কথা রাজ্যপালের। রীতি অনুযায়ী হাইকোর্ট টাউন হলের দিকের গেট দিয়ে প্রবেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী। কিন্তু সম্প্রতি ৩ নম্বর গেট দিয়ে বিধানসভায় আসা-যাওয়া করছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির দাবি, বিধানসভার নিরাপত্তাই যদি কারণ হয়, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িও পরীক্ষা করতে হবে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৪ আষাঢ় ১৪৩২

উড়ানে নজর জরুরি

এক সপ্তাহ কেটে গেলেও আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার এখনও কিনারা হল না। চোখের নিমেষে ঠিক কী কারণে বিমানের যাত্রী, পাইলট, ক্রু সদস্যদের পাশাপাশি মেডিকেল কলেজের হস্টেলের পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষ সহ ২৭৯ জনের প্রাণ গেল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মৃত সকলের দেহ শনাক্তও হয়নি এখনও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। দুঃখপ্রকাশ করেছেন। এয়ার ইন্ডিয়া এবং টাটা গোষ্ঠী শোকপ্রকাশের পাশাপাশি মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে।

কিন্তু দুর্ঘটনার কারণ জানা বাকিই রইল। প্রথমে বলা হচ্ছিল, বিমানের ব্ল্যাকবক্স উদ্ধার হলেই প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে। সেটি উদ্ধার হলেও তা থেকে কী জানা গেল, তা এখনও সাধারণ মানুষের অজানা। সরকার গঠিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবের নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটিকে কারণ অনুসন্ধানে তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছে। যাঁরা প্রাণ হারালেন, শুকনো আশ্বাস ছাড়া তাঁদের পরিবারকে সরকার আর কিছু দিতে পারেনি।

উলটে আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার পর প্রায় প্রতিদিন এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে সমস্যা ধরা পড়ছে। কখনও যান্ত্রিক ত্রুটি, আবার কখনও বিমানের অভাব। ফলে চূড়ান্ত হয়রানি হচ্ছেন মোটা টাকা দিয়ে টিকিট কাটা যাত্রীরা। আহমেদাবাদে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি বোয়িং সংস্থার ড্রিমলাইনার। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে অন্যতম সেরা বিমান সন্দেহ নেই। অথচ এখন সেই ড্রিমলাইনারের নানা ত্রুটিবিচ্যুতি একের পর এক সামনে আসছে।

একদিনে সাতটি রুটে এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ান বাতিল করার মতো পরিস্থিতিও হয়েছে। বাতিল সেই উড়ানগুলির মধ্যে ৬টিই ড্রিমলাইনার। টাটা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন এয়ার ইন্ডিয়ার এমন বেহাল অবস্থা বিশ্লেষণের তাই এখন জরুরি প্রয়োজন। অন্যদিকে, দুর্ঘটনার পর ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ) এয়ার ইন্ডিয়ার হাতে থাকা ৩৪টি ড্রিমলাইনারের হালহকিকত খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেও সেই কাজ চলছে ঢিমেতালে।

দেশের অসামরিক বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ডিজিসিএ সহ একাধিক নজরদারি সংস্থার কাজে ফাঁক থাকছে কি না, সেটাও দেখা দরকার। গত মার্চ মাসে সংসদের পরিবহণ, পর্যটন ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির রিপোর্টে অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রকের বার্ষিক বরাদ্দ যাচাই করে বলা হয়েছিল, বিমানের নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলির ভিতই নড়বড়ে হয়ে পড়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী ডিজিসিএ-তে অনুমোদিত পদের ৫৩ শতাংশের বেশি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। অপরদিকে ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটিতে (বিসিএএস) শূন্যপদ প্রায় ৩৫ শতাংশ। বিমানবন্দরগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব এদের। একইভাবে এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় ৩,২০০-রও বেশি পদ খালি। দেশের ১৩৭টি বড় ও মাঝারি বিমানবন্দরের পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে এত শূন্যপদ থাকায় নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ, পুরোনোগুলির সম্প্রসারণ ও মেরামত ইত্যাদির গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে।

এতে স্পষ্ট যে, উড়ান ও বিমানের স্বাস্থ্য, যাত্রী নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তিগত মানদণ্ড নিয়মিত খতিয়ে দেখার কথা যাদের, তারাই চূড়ান্ত অব্যবস্থার শিকার। এমন অবস্থায় গাফিলতির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দেশে প্রতিদিন বিমানযাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। ঘরোয়া হোক বা আন্তর্জাতিক উড়ান, সবেতেই যাত্রীসংখ্যার আধিক্য দেখা যাচ্ছে। অথচ বিমানবন্দরে ম্যানুয়াল চেকিং, সীমিত নিরাপত্তা স্ক্যানার, কম সংখ্যক এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার এবং প্রশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার ও পর্যবেক্ষকের অভাবে ভুগছে দেশের বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা।

এইসব অব্যবস্থার মাশুল আহমেদাবাদের দুর্ঘটনায় দিতে হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। যাত্রী সুরক্ষা, উন্নত ও উৎকৃষ্ট পরিষেবা, স্বচ্ছন্দে সফর নিশ্চিত করতে বিমান পরিবহণ সংস্থা এবং অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রকের দায় সমান। এয়ার ইন্ডিয়ার ড্রিমলাইনারে কী কী অসুবিধা আছে, ইতিমধ্যে সেই খোঁজখবর নিয়েছে ডিজিসিএ। কিন্তু ডিজিসিএ-র অন্দরের ফাঁকফোকর যেন নজর এড়িয়ে না যায়। দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি আটকাতে সব পক্ষের সমান তৎপরতা প্রয়োজন।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

– শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

খেলা যখন দৈবপ্রহার, বিক্রয়মঙ্গলকাব্য

ক্রিকেট নিয়ে যুক্তিহীন আবেগ, দেশপ্রেম ছিল না অতীতে। অনেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তানেরও সমর্থক ছিলেন।

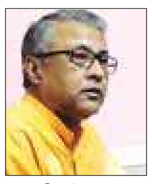

বিপুল দাস

গাভাসকার-বিশ্বনাথদের আমলে ক্রিকেট আজকের মতো শুধুই বাণিজ্য হয়ে ওঠেনি।

গ্যালারি থেকেই 'ঠাস' শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পায় অনেকে। পরে যখন পাড়ার চায়ের দোকানে ফলাও করে দৃশ্যটা বাখান করে তারা, অনেকের মনে হয় কিছুটা বোধহয় বানিয়ে বলছে। নইলে গ্যালারির যে প্রান্তে তাদের বসার কথা, সেখান থেকে মাঝমাঠে ওই সংঘর্ষের আওয়াজ ততটা স্পষ্ট শুনতে পাওয়ার কথা নয়। হয়তো ব্যাটারের ব্যাট তোলা, বলের বাউন্ডারির দিকে যাওয়া এবং দু'-একজন ফিল্ডারের ছুটে যাওয়া সে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু ব্যাট তোলা এবং বলের তীব্রগতিতে যাওয়ার মাঝে এক দৈবপ্রহারের মুহূর্ত থাকে। মাঝে সংঘর্ষের ক্ষণিক মুহূর্তে ওই শব্দ প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের স্মৃতিতে সঞ্চিত থাকে। এই ঠাস ঠাস মার মার ধ্বনি গ্রহণ করার জন্য তার সমস্ত ইন্দ্রিয় তৈরি হয়েই থাকে। নইলে তো বেঁচে থাকাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। মার-খাওয়া মানুষ সবসময় একজন নায়কের হাতের অস্ত্র থেকে ওই শব্দ শুনতে চায়।

পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়েই অরণ্যচর মানুষ অনেক আক্রমণের মোকাবিলা করে বেঁচে আছে। এখানে কোনও ইন্টেরাম রিলিফ নেই। সতর্ক থাকো। প্রতিটি পত্রমর্মরের আড়ালে, পাখির অস্বাভাবিক ডাকের পেছনে, হঠাৎ ময়ূরের ডাক – প্রতিটি ঘটনার পেছনে কারণ থাকে। এই কারণ মানুষ খুঁজে নেয় বেঁচে থাকার আর্তিতে। মানুষ আদিকাল থেকেই বুঝে নিয়েছিল মারো, নইলে মরো। ওই 'ঠাস' শব্দ প্রোথিত থাকে আদিম রক্তে। ওই শব্দ নিশ্চিত করে আমার অথবা আমার দলের জয়। ওই শব্দ আসলে মধ্যবিত্তের রক্তে ঘোরাফেরা করে। ওই শব্দ আমাদের স্বপ্নে আসে। ঠাস ঠাস ঠাস আমাদের হাতে স্টেনগান। মনে পড়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পের কথা। আব্বাস পাগলার চাঁদ অধিগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। ওই রকম একটা স্টেনগান আমাদের স্বপ্নে আসে। কখনও রামা কৈবর্ত সেই বন্দুক তুলে ধরে র‍্যাশন দোকানের মালিক রাধেশ্যাম কুণ্ডুর দিকে। কখনও কিং কোহলি বা হিটম্যান শর্মার হাতে ওঠে উইলো কাঠের রাইফেল। স্বপ্নেও আমরা টের পাই শরীর গরম হয়ে উঠেছে। আমাদের মতো চিলেকোঠার সেপাইদের অপূর্ণ মনোবাসনা পূর্ণ করে হিটম্যান, কিং কোহলি, তেন্ডুলকার, ধোনি, কপিল দেব, সৌরভ। চায়ের দোকানে বসে কাঙাল মালসাট মারে নিধিরাম। প্রতিটি বলে চার কিংবা ছয় চাই। গ্যালারিজুড়ে আমিষ গন্ধ। ছাতু করে দাও প্রতিটি বল। সীমানা পার করা চাই। চার কিংবা ছয় মারলে তাই যেন যুদ্ধজয়ের হুংকার ওঠে মাঠজুড়ে। শূন্যে উড়ে যাওয়া ওই বল আমারই, আমাদেরই মনোবাসনার ছবি। আমার স্বপ্নের খাতায় চার কিংবা ছয় যোগ হয়েছে। আপাত শান্তিকল্যাণ হয়ে বাজে বুকের গোপন তন্ত্রী।

মানুষের এই প্রবৃত্তি চিরকালের। আসলে মানুষ তো মূলত মাংসাশী। অরণ্যজীবন থেকেই। পরবর্তী সময়ে কোথাও কোথাও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের ফলে সামনের শ্বদন্তের কিছুটা পরিবর্তন ঘটলেও কোথাও সেই শ্বদন্ত হয়তো স্মৃতিতে রয়ে গিয়েছে। সেই তীক্ষ্ণ দাঁত এখনও দেখতে পাই প্রশাসনের প্রতিবাদ দমনে, ক্ষমতাশীলদের ক্ষমতার আস্ফালনে, প্রতিবাদীর আর্তনাদের আড়ালে। মাংসভোজী গুহামানব ফিরে আসে, ফিরে ফিরে আসে। অসহায় মার-খাওয়া মানুষের হয়ে বল গুঁড়িয়ে ছাতু করে দেয় গিল, পান্ডিয়া, জয়সওয়াল।

কনজিউমারিজম বিজনেস ওয়ার্ল্ডে একটি প্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। মানবমনের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে এই শব্দের গাঁটছড়া অনিবার্য। গড়পড়তা মানুষের এই বাসনা পূর্ণ করার উৎসব একদিবসীয় ক্রিকেট, পরবর্তীকালে আরও গতিময় করে তোলার জন্য টি টোয়েন্টি। টেস্ট খেলায় ভারত কোনও কালেই বিশ্বক্রিকেটে সমীহ আদায় করতে পারেনি। বেঁটেদের দেশে আরও বেঁটে একজন দীর্ঘদিন তাঁর কাঁধে বয়ে নিয়ে গিয়েছে আমাদের ক্রিকেটকে। তার আগে এবং পরে বিচ্ছিন্নভাবে একটি-দুটি স্ফুলিঙ্গের ক্বচিৎ তড়িৎ মোক্ষণ আলোর কণা ছড়িয়েছে। এই উপমহাদেশ যে ক্রিকেট-বাণিজ্যের এক বিশাল বাজার, তখনও সেই সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। কোটি কোটি মানুষের আবেগ স্বাধীনতার লড়াই, চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের পর আরও একবার উন্মত্ত ভালোবাসার চেহারা নিল উনিশশো তিরাশির পঁচিশে জুন। লর্ডসের মাঠে বিশ্বকাপের ফাইনালে কপিল দেবের নেতৃত্বে তেতাল্লিশ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছিল ভারত। যাঁরা রাত জেগে সেদিন খেলা দেখেছিলেন, তাঁরা জানেন কতবার উদ্বেগে প্রাণ মনে হয়েছিল হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছে। সে রাতেই সমস্ত ভারতজুড়ে অকাল দীপাবলি, বাদ্যভাণ্ড নিয়ে পথে নেমে পড়েছে ছয় থেকে ষাট বছরের ভারতীয়। এ দেশের খেলাধুলোর প্রবণতা আগামীদিনে কোন পথে হাঁটবে, সেদিনই ঠিক করে দিয়েছিলেন ক্রিকেটদেবতা। আমরা বিশ্বক্রিকেটের চ্যাম্পিয়ন– এই বোধ অবিশ্বাস্য এক উচ্চতা থেকে আমাদের ধুলোমাটির পৃথিবীতে, আমাদের নাগালে। কখনো-কখনো বামনের চন্দ্রস্পর্শাভিলাষ প্রবাদের কাগুজে সত্য থেকে ক্যাপ্টেনের হাতে উঠে আসে প্রুডেনশিয়াল কাপ। দীনহীন বিশ্বক্রিকেটে প্রান্তিক শক্তি পেরেছে সকল দেশের সেরা হতে– এই ঘটনার অভিঘাত পরবর্তীকালে কেমন হয়েছিল, আপনারা জানেন। ভারতের ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই বিজয় ছিল সব অর্থেই দিকনির্দেশিকা, অনুপ্রেরণা এবং প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে অসম্ভব উচ্চতাকে লঙ্ঘন করার এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

তখন বাজার খুলিয়া গেল। কোটি কোটি ভোক্তার জন্য রচিত হতে শুরু হল নতুন মঙ্গলকাব্য। বিক্রয়মঙ্গল। দেবতার নাম ক্রিকেট, বহু অবতারে তিনি অবতীর্ণ হলেন। বহু বিলিয়ন ডলারের ব্যবসার দ্বার উন্মুক্ত হতে চলেছে, দূরদর্শী ব্যবসায়ীর বুঝতে বাকি রইল না। উপমহাদেশের বাজার এক বিশাল বাজার। এবার সেখানে মৃগয়া হবে। মাল্টি বিলিয়ন ডলারের সম্ভাবনা শুরু হল ক্রিকেট ইন্ডাস্ট্রিতে। ক্রিকেট নিয়ে মানুষের যুক্তিহীন আবেগ, দেশপ্রেম– শুধু যে দেশপ্রেম তা নয়, অনেককে দেখেছি পাগলের মতো ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাপোর্টার ছিল, এমনকি দু'-চারজন পাকিস্তানের সাপোর্টারও ছিল, যেমন অনেক 'বাঙাল মোহনবাগানি' আশ্চর্য বস্তু নয়, দেখা যায়- তেমন শুধু খেলা ভালোলাগার গুণেই অন্য দেশকে সমর্থন করতেন অনেকেই। এগিয়ে এল স্টেকহোল্ডার, পুঁজি নিয়োগকারী, বহুজাতিক বিখ্যাত কোম্পানি, ব্যক্তিগত উদ্যোগীপুরুষ, ক্রীড়াসরঞ্জাম প্রস্তুতকারী, ক্রিকেটসম্পর্কিত যে কোনও উৎপাদন, সে সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনের বিশাল বাজার নড়েচড়ে বসল। কখনও আঞ্চলিক, কখনও বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারস্বত্ব দখলের লড়াই শুরু হল বড় মিডিয়া হাউসগুলোর মধ্যে। নিজেদের স্বার্থেই এরা মানুষের বীরপূজার প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় বীর তৈরির কাজে খুব সহজেই সফল হল। ক্রিকেট আমাদের দিয়েছে বিশ্ব মাঝারে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। দুয়োরানি হয়ে রইল খেলাধুলোর বাকি জগৎ। হকির সোনা ধুলোয় পড়ে রইল। এমনকি মহিলা ক্রিকেটও অনেকটাই ব্রাত্য রইল। ক্রিকেটের ধারাবাহিক আসর, এর পরিকাঠামোর বিশ্বমানের আধুনিকীকরণ, খেলায় সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে বিজ্ঞানের প্রয়োগ, সর্বোপরি সফল খেলোয়াড়দের রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার সুখস্বপ্ন তরুণদের, তাদের অভিভাবককুলকে ক্রিকেট কোচিং-ক্যাম্পের দিকে তাড়িত করল।

এই খেলার দিকে আরও বেশি মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য সুচতুরভাবে খেলার আভিজাত্যকে কার্পেটের তলায় ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে ক্রিকেটের সরণ ঘটল টেস্ট থেকে একদিবসীয়, সেখান থেকে আরও উত্তেজনা তৈরির জন্য টি টোয়েন্টি। পুঁজি নিশ্চিত জানে মানুষের প্রবৃত্তি। পাঁচদিন ধরে টেস্ট খেলা দেখার ধৈর্য নেই এই সময়ে, সারাদিনে মাত্র দশটি বাউন্ডারি, আর ওই কপিবুক কভার ড্রাইভ দেখলে সুখ হয় না। প্রহার চাই। একটু ছোট মাঠ চাই। সহজেই চার হবে, ছয় হবে। নিয়মকানুন পালটে দাও। ব্যাটারদের সুবিধা দাও, বোলারদের বধ্যভূমি বানাও পিচ। আরও উত্তেজনা তৈরি করো। স্বল্পবসনা সুন্দরীরা নৃত্য পরিবেশন করুক। আলোর রোশনাই ছড়িয়ে দাও আমাদের দৈনন্দিন না-পাওয়াগুলোর দিকে। যতদিন পারা যায়, এই খেলা চালিয়ে যেতে হবে। রোজ চাই সন্ধের পর জিভের নীচে একদানা সর্ষের মতো আফিম। চূড়ান্ত সম্পৃক্ত অবস্থায় যাওয়ার আগে লুটে নাও যা পাওয়া যায়। হয়তো কোনও দিন অন্য কোনও মাঠ থেকে অন্য কোনও যোদ্ধা উঠে আসবে অন্য খেলা নিয়ে।

রক্তের গন্ধ পাবে বলে স্টেডিয়ামজুড়ে বসে আছে আদিম মানুষ। ঠাস ঠাস শব্দে ও দৃশ্যে প্রাচীন কথা মনে পড়ে হয়তো। আমাদের স্বর্গ নেই, স্যর ডন আছেন।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। সাহিত্যিক।)

আজ

১৯৭০

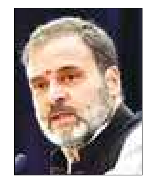

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির জন্ম আজকের দিনে।

১৯১৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার বড়াল।

আলোচিত

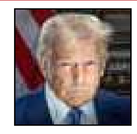

ইরানের উপর আক্রমণে ইজরায়েলের সঙ্গে আমরা যোগ দিতেও পারি, নাও দিতে পারি। কেউ জানে না, আমি কী করব। তবে এটুকু বলছি, ইরান তীব্র সমস্যার মধ্যে আছে। চাইছে মিটিয়ে নিতে।
- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ইরান আত্মসমর্পণ করবে না। আমেরিকা যদি আমাদের ওপর আক্রমণ করে, তাহলে কিন্তু ওদের মারাত্মক ক্ষতি হবে। **- আলি খামেনেই**

ভাইরাল/১

উত্তরপ্রদেশের বাগপতে এক হোটেলের ছাদ থেকে মহিলার ঝাঁপ। ওই মহিলা পরপুরুষের সঙ্গে হোটেলে ছিলেন। জানতে পেরে তাঁর স্বামী পুলিশ নিয়ে সেখানে হাজির হন। ভয়ে হোটেলের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যান মহিলা।

ভাইরাল/২

লাড্ডুর জন্য ভক্তদের হাতে মার খেলেন পুরোহিত। উত্তরপ্রদেশের ফতেপুরে পুজো করতে গিয়েছিলেন তিনি। পুজোর পর প্রসাদ থেকে দুটি লাড্ডু বেশি নিয়েছিলেন। চটে যান ভক্তরা। পুরোহিতের টিকি ধরে চলে লাথি, ঘুসি। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন জনমত

মন ভালো করা ভিডিও

সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এআইয়ের তৈরি বাঘ-সিংহের লড়াইয়ের ভিডিও বেশ মন জয় করেছে। ভিডিওটিতে দেখা গিয়েছে, একটিতে বাঘ জড়িয়ে ধরছে অনুব্রত মণ্ডলকে, আরেকটিতে সিংহ জড়িয়ে ধরছে কাজল শেখকে। অনেকেই একে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ বলে মন্তব্য করেছেন। কারও মতে, 'বীরভূমে একজনই বাঘ, তিনি অনুব্রত মণ্ডল'। কারও বা মতে, 'ওদের বাঘ থাকলে আমাদের ভাইজান সিংহ'।

তবে যে যাই বলুক, ভিডিওটি বেশ মজাদার। কাজের মাঝে এমন ভিডিও দেখলে মন যেন হালকা হয়ে যায়। তবে একইসঙ্গে বেশ শিহরণও জাগায়। সত্যিই যদি এমনভাবে ওই দুই পশু দুই হেভিওয়েট নেতাকে জড়িয়ে ধরত তাহলে কেমন হত!
সুস্মিতা মিত্র, শিলিগুড়ি।

বিপদ যখন পুকুরপাড়ে

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের ২ (১৬) ধারা মোতাবেক বন্যপ্রাণীদের যে কোনওভাবে আহত করা, মেরে ফেলা বা মেরে ফেলার চেষ্টা করা বন্যপ্রাণী শিকার করারই সমতুল্য এবং কঠোর দণ্ডনীয় অপরাধ। সম্প্রতি মালদার রতুয়ার গাইনটোলায় কোনও এক পুকুরের মালিক তাঁর পুকুরের চারপাশের বেড়ার সঙ্গে হাই ভোল্টেজের বিদ্যুতের তার জড়িয়ে রাখেন, যাতে ওই ব্যক্তির পুকুর লাগোয়া আম বাগানে কোনও শিয়াল ঢুকলেই মারা যায়। অনেক জায়গাতেই বন্যপ্রাণীদের মারতে এধরনের ফন্দিফিকির করা হচ্ছে।

সেদিন অবশ্য কোনও শিয়াল ঢোকেনি। ৪৫ বছর বয়সি ফাতেমা খাতুন নামে এক মাঝবয়সি মহিলা পুকুরপাড়ে পড়ে থাকা দু'চারটে আম কুড়োতে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন। যে ব্যক্তি আইন ভেঙে তাঁর পুকুরপাড়ের বেড়ায় হাই ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক তার জড়িয়ে রেখেছিলেন তাঁর কঠোর শাস্তি হোক।
ভীমনারায়ণ মিত্র
দেবীনগর, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শতবর্ষের মুখে সুকান্ত কেন ব্রাত্য সিলেবাসে

শতবর্ষে পা রাখতে চলেছেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। শুধু ক্লাস সেভেনে তাঁর কবিতা পড়ানো হয়। এত উপেক্ষা কেন?

সুমন্ত বাগচী

বাংলার শিক্ষক আসেননি। 'স্টপগ্যাপে' পড়াতে যেতে হল ক্লাস টেনে। ছাত্রছাত্রীরা বাংলা বই এগিয়ে দিল। 'অসুখী একজন' কবিতাটি পড়াতে হবে। মূল লেখক পাবলো নেরুদা, অনুবাদ করেছেন নবারুণ ভট্টাচার্য। পাবলো নেরুদার মতো সুদূর চিলির বামপন্থী কবির কবিতা ক্লাস টেনের পাঠ্য জেনে অবাকই হলাম। ভালো লাগল। পরের দিন বাংলা শিক্ষকের কাছে শুনলাম, শুধু ক্লাস টেন নয়, টুয়েলভেও নেরুদার কবিতার অনুবাদ পাঠ্য।

রাজ্যে দক্ষিণপন্থী দল প্রবলভাবে ক্ষমতায় আসীন। এদের উদ্যোগেই পুরোনো পাঠক্রমের খোলনলচে পালটে বছর দশেক নতুন পাঠক্রম চালু করা হয়েছে।

নেরুদার উপস্থিতি ভালো, কিন্তু প্রশ্ন হল, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা সিলেবাস থেকে উঠে গেল কেন? বাংলায় শুধু ক্লাস সেভেনে পড়ানো হয় সুকান্তের কবিতা। ১৯২৬ সালে জন্মেছিলেন কবি সুকান্ত। জন্মশতবর্ষ সামনেই। সেজন্য প্রশ্নটা আরও প্রবল। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং সুকান্ত- এই তিনজনের মধ্যে শুধুমাত্র সুকান্তই বাদের তালিকায়।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাকা সুকান্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কিন্তু বামপন্থী কবি হিসাবে নজরুলের চেয়ে অনেক বেশি পরিচিত। অন্যদিকে, নজরুল বামপন্থী আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ মুজাফফর আহমেদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। এক্ষেত্রে নজরুলের সংখ্যালঘু পরিচয় এবং বাংলাদেশে জাতীয় কবির শিরোপা সম্ভবত বামপন্থী পরিচয়কে ঢেকে দিয়েছে।

আমাদের ছাত্রজীবনে "একাদশ-দ্বাদশ" স্তরে সুকান্তের "আঠারো বছর বয়স" কবিতাটি পাঠ্য ছিল। মোটামুটি আঠারো বছর বয়সের আশপাশেই ছাত্রছাত্রীরা এই কবিতাটি পড়ার সুযোগ পেত। কবিকে নিয়ে তৃণমূল সরকারের অস্বস্তির আর একটা কারণ বোধহয় বুদ্ধের সঙ্গে আত্মীয়তা। এই সবেরই ফসল সম্ভবত স্বদেশি বামপন্থী কবির বিদেশি বামপন্থী কবি দ্বারা পরিবর্তন। নেরুদা অবশ্য সাহিত্যে নোবেলজয়ী। কেউ কিছু বলতে পারবে না।

আরও দুটো কথা। বাঙালিদের কাছে সুকান্তের বামপন্থী সাহিত্যের আবেদন নেরুদার চেয়ে অনেক বেশি। নেরুদার কথা শহুরে এলিট শ্রেণির বাইরে তেমন কেউ জানে বলে মনে হয় না। তাই বামপন্থী সাহিত্যিক হলেও তাঁর প্রভাব নিয়ে ভাবনা অনেক কম।

প্রশ্ন, তা হলে ক্লাস সেভেনের সিলেবাসে সুকান্তের কবিতা রাখা হল কেন? ওখানে যে কবিতা পড়ানো হয়, কবিতার নাম 'চিরদিনের'। সুকান্তের কবিতার মধ্যে যে বিদ্রোহের সুর আছে, তা ক্লাস সেভেনের বারো-তেরো বছরের পড়ুয়াকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই এই সময়ে পাঠ্য করা অনেক নিরাপদ। এদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার অধিকার অর্জন করতে অনেক দেরি। তত দিনে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে যাবে।

সুকান্তের নিজের হাতে তৈরি "কিশোর বাহিনী" এখনও আছে। এরা সুকান্ত জন্মশতবার্ষিকী পালনের দায়িত্ব নিয়ে মানুষের সামনে সরকারি উদাসীনতাকে নগ্ন করে দিতেই পারে। কিছু কিছু সাংস্কৃতিক সংস্থা তাদের সীমিত ক্ষমতা নিয়ে সুকান্তকে স্মরণ করার উদ্যোগ নিলেও তা যথেষ্ট নয়। এই জুন মাসেই চে গেভারার জন্মদিন। বাঙালি যেভাবে উৎসাহ নিয়ে চে-র প্রতিকৃতি আঁকা টি শার্ট পরে বা সমাজমাধ্যমে সারা বছর চে-র যে উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, সেই তুলনায় সুকান্ত প্রায় বিস্মৃতির দ্বারপ্রান্তে।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭০

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। গরমের দিনের পান্তাভাত ৩। প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিমা বরণ ৪। স্তন্যপায়ী প্রাণী, কিন্তু ডানা আছে ৫। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ঘেমে যাওয়া ৭। লজ্জা বা শরম, ধানের খইও হতে পারে ১০। বন্যপ্রাণী, গায়ে ছিট ছিট দাগ আছে ১২। যাঁর মনে কোনও ঘোরপ্যাঁচ নেই ১৪। মেয়েদের ঘেরওয়ালা পোশাক ১৫। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, তাড়াতাড়ি ১৬। একদম নড়ছে না।

উপর-নীচ : ১। মন্দির স্থাপত্যের শৈলী ২। যেখানে বাতাস নেই ৩। যে কানে শোনে না ৬। গরমে গায়ে ওঠা ফুসকুড়ি ৮। নিশাচর ধূর্ত বন্যপ্রাণী ৯। বিচারবিবেচনা করে এগোনো ১১। গণ্যমান্য ব্যক্তি ১৩। নদীর ওপারে যাওয়ার ভাড়া।

সমাধান ■ ৪১৬৯

পাশাপাশি : ২। হুকুমত ৫। কুহক ৬। দলমাদল ৮। লোল ৯। ভাসা ১১। ছন্দপতন ১৩। অলক ১৪। জরাসন্ধ।

উপর-নীচ : ১। অকুস্থল ২। হুক ৩। মরাল ৪। কুশল ৬। দল ৭। মালসা ৮। লোলুপ ৯। ভান ১০। মানকলি ১১। ছলনা ১২। তম্বুরা ১৩। অন্ধ।

বিন্দুবিসর্গ

আবার পিছোল শুভাংশুর যাত্রা

ফ্লোরিডা, ১৮ জুন : গেরো খুলছে না অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের। কারিগরি কারণে এই মহাকাশ মিশন ফের পিছিয়ে গিয়েছে। মূলত আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে কিছু মেরামতির কাজের জন্যই অ্যাক্সিয়ম-৪ অভিযান পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব ঠিক থাকলে ২২ জুন মহাকাশ অভিযান হবে বলে যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে নাসা এবং অ্যাক্সিয়ম স্পেস।

এই মিশনে যাচ্ছেন ভারতের শুভাংশু শুক্লা সহ মোট চার নভশ্চর। এর আগেও পাঁচবার বিভিন্ন কারণে পিছিয়ে গিয়েছে শুভাংশুদের অভিযান। শেষমেশ স্থির হয়েছিল, সব ঠিকঠাক থাকলে বৃহস্পতিবার ওই অভিযান হতে পারে। কিন্তু তার আগের দিন নাসা জানাল, বৃহস্পতিবারও অভিযান হচ্ছে না।

অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের নেতৃত্বে রয়েছেন প্রাক্তন নাসা মহাকাশচারী পেগি হুইটসন। শুভাংশু এই মিশনের পাইলট। আর মিশন স্পেশালিস্ট হিসাবে রয়েছেন পোল্যান্ডের স্লাভোস উজনানস্কি এবং হাঙ্গেরির তিবোর কাপু।

কেদারনাথে ধসে মৃত ২

দেরাদুন, ১৮ জুন : কেদারনাথে ধসের জেরে মৃত্যু হল দুই পুণ্যার্থীর। বুধবার ওই ঘটনায় আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। বাকি পুণ্যার্থীদের ওই এলাকা থেকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আহতদের ভর্তি করা হয়েছে গৌরীকুণ্ডের কাছে এক হাসপাতালে।

বুধবার বেলা ১১টা ২০ মিনিট নাগাদ রুদ্রপ্রয়াগ জেলার জঙ্গলচট্টি ঘাটের কাছে পাহাড়ি পথে আচমকা ধস নামে। বড় বড় পাথর গড়িয়ে পড়তে থাকে উঁচু থেকে। তাতেই আহত হন পুণ্যার্থীরা। ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। এক মহিলা সহ আরও তিনজন জখম হন। রুদ্রপ্রয়াগের পুলিশ সুপার অক্ষয়প্রহ্লাদ কোন্ডে জানিয়েছেন, খবর পেয়েই পুলিশ এবং জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (ডিডিআরএফ) গিয়ে তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকাজে নেমেছে। আহতদের দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। রবিবারও কেদারনাথ যাত্রার সময়ে ধসে এক তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়।

আজ উপনির্বাচন

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন : বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ সহ চার রাজ্যের পাঁচটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে। আসনগুলি হল পশ্চিমবঙ্গের কালিগঞ্জ, কেরলের নীলাম্বুর, পঞ্জাবের লুধিয়ানা পশ্চিম এবং গুজরাটের কাডি এবং ভিসাভাদার। নীলাম্বুর ও ভিসাভাদার আসন দুটি ছাড়া বাকি তিনটি আসনের বিধায়কদের আকস্মিক মৃত্যুর কারণেই উপনির্বাচন হচ্ছে। ২৩ জুন উপনির্বাচনের ফল প্রকাশ।

শীর্ষনেতা সহ ৩ মাওবাদী হত

বিশাখাপত্তনম, ১৮ জুন : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মাওবাদী মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে তীব্র গতিতে। এবার সাফল্য এল অন্ধ্রপ্রদেশে। বুধবার অল্লুরি সীতারামা রাজু জেলায় মারেদুমিল্লি জঙ্গলে নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে মৃত্যু হয়েছে তিন মাওবাদীর। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও অন্ধ্র-ওড়িশা বর্ডার স্পেশাল জোনাল কমিটির সচিব গজরলা রবি ওরফে উদয়। বাকি দু'জন হলেন সংগঠনের দক্ষিণাঞ্চলীয় বিভাগের সচিব ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রয়াত চলপতির স্ত্রী বরি ভেঙ্কা চৈতন্য ওরফে অরুণা এবং মাওবাদী নেত্রী অঞ্জু। একে ৪৭ রাইফেল সহ প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। নিরাপত্তাবাহিনীর কেউ হতাহত হননি।

ফাস্টট্যাগ এবার বাৎসরিক

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন : একবার রিচার্জ করলেই সারা বছর ব্যবহার করা যাবে ফাস্টট্যাগ। বুধবার একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি। তিনি জানান, আগামী ১৫ অগাস্ট থেকে দেশজুড়ে চালু হচ্ছে নয়া ফাস্টট্যাগ পরিষেবা। এর মাধ্যমে গ্রাহকরা একবারে ৩ হাজার টাকা দিয়ে ফাস্টট্যাগ কেনার সুযোগ পারেন। এর মেয়াদ হবে এক বছর। এই ফাস্টট্যাগ ব্যবহার করে টোলপ্লাজা দিয়ে সর্বোচ্চ ২০০ বার যাতায়াত করা যাবে। তবে বছর শেষ হওয়ার আগেই ২০০ বারের কোটা পূরণ হয়ে গেলে নতুন ফাস্টট্যাগ কিনতে হবে। আপাতত ব্যক্তিগত গাড়ির ক্ষেত্রেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

বন্ধুত্ব অটুট... জি ৭ মঞ্চে প্রথম সাক্ষাতে হাসিমুখে মোদি-মেলোনি।

'আপনি সেরা, আপনার মতো হতে চাইছি'

অটোয়া, ১৮ জুন : জি৭ এর গুরুগম্ভীর বৈঠকের ফাঁকে দুটি চমৎকার ভিডিও পেলেন বিশ্ববাসী। দুটিতেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রয়েছেন। একটিতে তাঁর সঙ্গে ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি। অন্যটিতে মোদির সঙ্গে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ।

প্রধানমন্ত্রী মোদিকে দেখে উচ্ছ্বসিত ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির মুখ থেকে ঝরে পড়ছে মুক্তোর মতো হাসি। শুধু করমর্দনের সৌজন্যে শুভেচ্ছা বিনিময় নয়, মঙ্গলবার কানানাস্কিসে মোদিকে দেখে খুশিতে উচ্ছ্বল মেলোনি বলেন, 'আপনিই সেরা। আমি আপনার মতো হতে চাইছি।' বাস্তবিক মেলোনির কথায় মোদি আপ্লুত। হাসতে হাসতে মেলোনিকে দেখালেন 'থাম্বস আপ।' মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল ভিডিও। দুই বন্ধু-নেতার দৌলতে উত্তরেও বইল এক ঝলক দখিনা বাতাস। মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ইতালির সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব আরও গভীর হবে। উপকৃত হবেন ভারতের মানুষ।' ২০২৩-এ দুবাইয়ে জলবায়ু সম্মেলনের ছবিতে মোদিকে 'ভালো বন্ধু' বলেছিলেন মেলোনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৌতুকেও কম যান না। তিনি ইজরায়েল-ইরান কূটনীতি নিয়ে ট্রাম্প-ম্যাক্রোঁ ডিজিটাল বিবাদ সম্পর্কেও মজা করে ম্যাক্রোঁকে বলেছেন, 'আজকাল আপনি তো টুইটারে দারুণ ঝগড়া করছেন।' মোদির কথা শুনে হেসে কুটি কুটি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট। তাঁদের সেই হাস্যরসও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল।

নমো-মুনিরকে এক বন্ধনীতে রাখলেন ট্রাম্প

মধ্যস্থতা নিয়ে মোদি, ট্রাম্পের উলটো সুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ জুন : নরেন্দ্র মোদির ব্যাখ্যা উড়িয়েই দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মঙ্গলবার দুজনের মধ্যে ৩৫ মিনিটের যে ফোনালাপ হয়েছিল, তাতে স্পষ্ট ভাষায় ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতার দাবি মোদি খারিজ করেছিলেন বলে বুধবার জানান বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ উলটো সুর শোনা গেল ট্রাম্পের গলায়।

হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'যুদ্ধটা আমিই থামিয়েছি। আমি পাকিস্তানকে ভালোবাসি। মোদিও একজন দুর্দান্ত মানুষ। আমরা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে চলেছি।' এরপর ফের তিনি উচ্চারণ করেন, 'কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ আমিই থামিয়েছি।'

অথচ বিদেশ সচিবের কথা অনুযায়ী ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হোয়াইট হাউসকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতির নেপথ্যে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কথা বা মার্কিন মধ্যস্থতা কোনওটাই ছিল না। ভারত কখনও কোনও মধ্যস্থতা মানেনি, মানবেও না।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ট্রাম্প শুধু মোদির কথাকে খারিজ করেননি, বরং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আসিম মুনিরকে এক বন্ধনীতে রেখেছেন। ট্রাম্পের ভাষায়, 'পাকিস্তানের দিক থেকে যুদ্ধ বন্ধে অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা নিয়েছিলেন আসিম মুনির। ভারতের তরফে মোদি ও আরও কয়েকজন ছিলেন। মোদি অত্যন্ত চমৎকার মানুষ। আমি পরমাণু শক্তিধর দুটো বড় দেশের মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছি।'

একই দিনে পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেখানেও মুনিরের প্রশংসা করেন তিনি। পরে হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করে যে, দুটি পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে ট্রাম্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করায় মুনিরের সম্মানে বৈঠকটি হয়েছে। শান্তির জন্য ট্রাম্পের নোবেল পাওয়া উচিত বলেও পাকিস্তানের সেনাপ্রধান মন্তব্য করেন।

মোদি অবশ্য তার আগে ট্রাম্পকে সাফ জানিয়েছেন, ভারতের অপারেশন সিঁদুর এখনও থামেনি।

কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়, তৃতীয়পক্ষের কোনও ভূমিকা চলবে না।

নরেন্দ্র মোদি

......

যিনি (আসিম মুনির) পহলগাম হামলার মূল উসকানিদাতা, তাঁকেই হোয়াইট হাউসে মধ্যাহ্নভোজে ডাকছে আমেরিকা! মোদির কূটনীতির এ কেমন সাফল্য?

জয়রাম রমেশ

তবে ট্রাম্পের সঙ্গে ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আসিম মুনির একান্ত বৈঠককে ভারতের বিদেশনীতি ও কূটনীতির ব্যর্থতা বলে কংগ্রেস তোপ দেগেছে।

যদিও মুনিরের সঙ্গে বৈঠকের আগে ট্রাম্প-মোদি কথাকে কূটনৈতিক জয় হিসেবেই দেখছে কেন্দ্র। সেই ফোনালাপে মোদিকে আমেরিকায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সেটা হবে না বলে ট্রাম্পকে জানিয়ে দেন মোদি। উলটে ট্রাম্পকে কোয়াড শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান মোদি।

মঙ্গলবার কানাডায় জি৭ বৈঠকে দুই নেতার সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ট্রাম্প আগেভাগে বৈঠক ছেড়ে ওয়াশিংটন ফিরে আসায় সেই সাক্ষাৎ অধরা থেকে যায়।

পরে জি৭ বৈঠক চলাকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মোদি। সেই ফোনালাপের কথা এক ভিডিওবার্তায় জানিয়ে দেন কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। আলোচনার কেন্দ্রে ছিল ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক, কাশ্মীর পরিস্থিতি এবং সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযান।'

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের তোপ, 'যিনি (আসিম মুনির) পহলগাম হামলার মূল উসকানিদাতা, তাঁকেই হোয়াইট হাউসে মধ্যাহ্নভোজে ডাকছে আমেরিকা! মোদির কূটনীতির এ কেমন সাফল্য?' রমেশ দাবি করেন, সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে ফোনালাপের সবটা ব্যাখ্যা দিতে হবে মোদিকে। মিস্রি অবশ্য দাবি করেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টকে মোদি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ভারত কখনও তৃতীয়পক্ষের মধ্যস্থতা চায়নি এবং ভবিষ্যতেও চাইবে না।

নিজ্জর অতীত, নজর বাণিজ্যে

রাষ্ট্রদূত পুনর্বহালে রাজি মোদি-কার্নি

টরন্টো, ১৮ জুন : জি-৭ শিখর সম্মেলনের ফাঁকে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই আলোচনাতেই গলল বরফ। প্রায় ২০ মাসের কূটনৈতিক টানাপোড়েনে ইতি টেনে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে ফের ট্রুডো-পূর্ব জমানায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন দুই নেতা। মঙ্গলবারের বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে দুই দেশে রাষ্ট্রদূতদের পুনর্বহাল এবং বাণিজ্য বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন মোদি-কার্নি।

মোদি বলেন, 'আমাদের মধ্যে খুব ভালো আলোচনা হয়েছে। কূটনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করতে আমরা একমত হয়েছি। ভারত ও কানাডা দু-দেশই আন্তর্দেশীয় সন্ত্রাসবাদ নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমাদের বন্ধুত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে মুখিয়ে রয়েছি।' প্রধানমন্ত্রী জানান, বাণিজ্য, জ্বালানি, মহাকাশ গবেষণা, অপ্রচলিত শক্তিসম্পদের ব্যবহার, খনিজ, সার সহ বহু ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক আদানপ্রদানের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর কথার রেশ ধরে কার্নি বলেছেন, 'পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বকে মর্যাদা দিয়ে একে অপরের সহযোগীর ভূমিকা পালন করবে ভারত ও কানাডা।'

গতবছর কানাডায় খুন হয়েছিলেন খালিস্তানপন্থী জঙ্গিনেতা হরদীপ সিং নিজ্জর। ওই ঘটনার জন্য ভারতের দিকে আঙুল তুলেছিলেন কানাডার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। ভারত যদিও শুরু থেকে নিজ্জর হত্যায় যুক্ত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তারপরেও খালিস্তানপন্থীদের ভোট পেতে ভারত-বিরোধিতার রাজনীতি থেকে সরেননি ট্রুডো। যার জেরে দুই দেশের সম্পর্ক খাদের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিল। দুই দেশই একে অন্যের দেশ থেকে রাষ্ট্রদূতদের প্রত্যাহার করে নেয়। পরস্পরের বেশ কয়েকজন কূটনীতিককে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়। ধাক্কা খায় বাণিজ্য এবং ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়া।

চলতি বছর কানাডায় জনপ্রিয়তা হারিয়ে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ট্রুডো। ক্ষমতায় আসেন মার্ক কার্নি। সেই পালাবদলের পর থেকে ফের ভারত-কানাডা সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার ইঙ্গিত মিলছিল। জি-৭ উপলক্ষ্যে কানাডায় মোদির সাম্প্রতিক সফর যাতে অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। নিজ্জর হত্যা নিয়েও এদিন ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছে কার্নির গলায়। কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এটি একটি বিচারাধীন বিষয়। এ ব্যাপারে মন্তব্য করার আগে সতর্ক থাকা জরুরি।'

একনজরে

- প্রায় ২০ মাসের কূটনৈতিক টানাপোড়েনে ইতি টেনে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতিতে জোর মোদি-কার্নির
- দুই দেশে রাষ্ট্রদূতদের পুনর্বহাল এবং বাণিজ্য বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে
- নিজ্জর হত্যা নিয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এটি একটি বিচারাধীন বিষয়। এ ব্যাপারে মন্তব্য করার আগে সতর্ক থাকা জরুরি।

ছাড়া পেয়েই ভাইয়ের শেষকৃত্যে মৃত্যুঞ্জয়ী

আহমেদাবাদ, ১৮ জুন : হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই নিহত ভাইয়ের শেষকৃত্যে যোগ দিলেন অভিশপ্ত এআই-১৭১ ড্রিমলাইনারের একমাত্র জীবিত যাত্রী বিশ্বাস কুমার রমেশ। বুধবার তাঁকে আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তার কিছুক্ষণ পরেই ওই বিমান দুর্ঘটনায় নিহত রমেশের ভাই অজয়ের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আহমেদাবাদ থেকে দিউয়ে গিয়ে চোখের জলে ভাইকে শেষবিদায় জানান রমেশ। গত সপ্তাহে আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় এআই-১৭১-এর বাকি যাত্রী ও পাইলটের মৃত্যু হলেও বরাতজোরে বেঁচে যান রমেশ। তিনি ছিলেন এমার্জেন্সি দরজার পাশে ১১-এ আসনে।

ব্রিটিশ নাগরিক রমেশ ও তাঁর ভাই অজয় আদতে দিউয়ের বাসিন্দা। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে তাঁরা দিউয়ে এসেছিলেন। অভিশপ্ত ড্রিমলাইনারে চেপে তাঁরা লন্ডনে ফিরছিলেন। কিন্তু অজয়ের ভাগ্য রমেশের মতো সুপ্রসন্ন ছিল না। এদিকে বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে ১৯০ জনের মৃতদেহ ডিএনএ পরীক্ষার পর শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ১৫৯টি দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ড. রাকেশ যোশি এই কথা জানিয়েছেন।

এদিকে বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে আহমেদাবাদ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড স্টাফদের জিজ্ঞাসাবাদ করল কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা। তাঁদের মোবাইল ফোনগুলিও ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিশপ্ত বিমানটি ওড়ার আগে যাঁরা সেটির দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিমানবন্দরের বিভিন্ন দিকে মোতায়েন সিসিটিভির ফুটেজও পরীক্ষা করে দেখা হয়। নিরাপত্তা আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বিমান দুর্ঘটনার ৩৬০ ডিগ্রি তদন্ত করা হচ্ছে। সমস্ত সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ককপিট ভয়েস রেকর্ডার এবং দ্বিতীয় ব্ল্যাকবক্সটিও পরীক্ষা করছে এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)।

ভাইয়ের শেষযাত্রায় রমেশ। বুধবার দিউতে।

আর্মেনিয়া থেকে দেশের পথে ইন্ডিগো বিমানে উঠছেন ভারতীয় পড়ুয়ারা। বুধবার ইয়েরেভেন বিমানবন্দরে।

ইরান থেকে ভারতীয়দের ফেরানো শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ জুন : ইরানে ভারতীয় নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। 'অপারেশন সিন্ধু' নামের অভিযানের মাধ্যমে ইরানে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করল মোদি সরকার। 'অপারেশন গঙ্গা', 'অপারেশন কাবুল' এবং 'অপারেশন অজয়'-এর ধাঁচে কেন্দ্রের আরও এক কৌশলগত

অপারেশন সিন্ধু

পদক্ষেপ এটি। বিদেশমন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে এবং ভারতীয় বায়ু ও নৌসেনার যৌথ উদ্যোগে চালানো হচ্ছে অপারেশন সিন্ধু।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, তেহরান ও ইস্পাহান সহ বিভিন্ন শহর থেকে শতাধিক ভারতীয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাঁদের দ্রুত সরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। একাধিক বিশেষ বিমান এবং নৌপথে উদ্ধার পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হচ্ছে। তেহরানের উর্মিয়া মেডিকেল ইউনিভার্সিটির ১১০ জন ভারতীয়কে মঙ্গলবারই ইরান থেকে আর্মেনিয়ায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বুধবার সেখান থেকে দোহায় পৌঁছেছেন তাঁরা। এদিনই ওই পড়ুয়াদের দোহা থেকে বিমানে দিল্লি নিয়ে আসা হচ্ছে। বুধবার মাঝরাতে পড়ুয়াদের বিমানটি দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। প্রথম ধাপে যাঁদের দেশে ফেরানো হচ্ছে তাঁদের মধ্যে ৯০ জন কাশ্মীরের বাসিন্দা।

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, 'প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের সুরক্ষা আমাদের অগ্রাধিকার। আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছি।' ইরান সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ভারতীয় দূতাবাসও পরামর্শ ও সাহায্য দিচ্ছে ভারতীয়দের। ইরানের সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল থেকে ১১০ জন ভারতীয় ছাত্রকে সড়কপথে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আর্মেনিয়ায়। বুধবার বিশেষ বিমানে তাঁরা ভারতের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

কম্পিউটার বিজ্ঞানে নোবেল বাঙালির

প্রাগ, ১৮ জুন : আরও একটি বড় আন্তর্জাতিক সম্মান এল বাঙালির ঝুলিতে। কম্পিউটার বিজ্ঞানের 'নোবেল' বলে পরিচিত গোডেল পুরস্কার পেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ঈশান চট্টোপাধ্যায়। তাত্ত্বিক কম্পিউটার বিজ্ঞানের অন্যতম সেরা সম্মান বলে মনে করা হয় এই পুরস্কারকে। তবে কানপুর আইআইটির প্রাক্তনী ঈশান একা এই পুরস্কার পাচ্ছেন না। ২০২৫ সালের গোডেল পুরস্কার যুগ্মভাবে দেওয়া হচ্ছে 'ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস অ্যাট অস্টিন'-এর অধ্যাপক ডেভিড জুকারম্যানকেও।

এই দুই গবেষকের পুরস্কারপ্রাপ্ত গবেষণাপত্রের শিরোনাম 'এক্সপ্লিসিট টু-সোর্স এক্সট্র্যাক্টর্স অ্যান্ড রেসিলিয়েন্ট ফাংশনস'। এই গবেষণা প্রথম উপস্থাপিত হয় ২০১৬ সালে। এরপর ২০১৯ সালে অ্যানালস অফ ম্যাথাম্যাটিক্স পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গবেষণায় ঈশানরা এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যা দুটি দুর্বল 'যথেচ্ছ ও অনির্দিষ্ট (র‍্যান্ডম) উৎস' থেকেও শক্তিশালী র‍্যান্ডম তথ্য তৈরি করতে পারে। প্রায় ৩০ বছর ধরে এই সমস্যার কোনও কার্যকর সমাধান ছিল না। এর সমাধান দিয়ে কম্পিউটার চর্চার জগৎকে চমকে দিয়েছেন ঈশানরা।

কম্পিউটার সিস্টেমে নিরাপদ যোগাযোগ, ক্রিপ্টোগ্রাফি এবং অ্যালগরিদম নির্মাণে এই ধরনের র‍্যান্ডম তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে দুই বিজ্ঞানীর গবেষণা ভবিষ্যতে আরও উন্নত ও নিরাপদ প্রযুক্তি নির্মাণের পথ সুগম করতে পারে।

দুটি সংস্থা--ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর থিওরিটিক্যাল কম্পিউটার সায়েন্স এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্পিউটিং মেশিনারি স্পেশাল ইন্টারেস্ট গ্রুপ অন অ্যালগরিদম অ্যান্ড কম্পিউটেশনাল থিওরি এই পুরস্কার দেয়। উচ্ছ্বসিত ঈশান বলেন, 'খুশি তো বটেই। এই পুরস্কার আমার কাছে এক অবিশ্বাস্য সম্মানও বটে। আমাদের গবেষণাপত্র এত বড় সম্মান পাওয়ায় একইসঙ্গে আনন্দিত ও বিস্মিত। নিজের গবেষণা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, 'এই কাজ র‍্যান্ডমনেস নিয়ে। এটা বলা যায় কম্পিউটার বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। এটা এনক্রিপশন সিস্টেমকে আরও নিরাপদ করতে এবং জটিল অ্যালগরিদম তৈরিতে সাহায্য করে। এই ধরনের গবেষণা না হলে আধুনিক সাইবার নিরাপত্তা বা ক্রিপ্টোগ্রাফি অনেক পিছিয়ে থাকত।'

ধ্বংসস্তূপে টাকা, সোনা পেয়েও ফেরালেন ব্যবসায়ী

আহমেদাবাদ, ১৮ জুন : ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যেও সততা ও মানবতার বেনজির দৃষ্টান্ত রাখলেন সামান্য একজন ব্যবসায়ী। তাঁর নাম রাজু প্যাটেল। গত সপ্তাহে আহমেদাবাদে একটি আবাসিক হস্টেলের ওপর ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী ফ্লাইট (এআই-১৭১)। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান বিমানে থাকা ২৪১ জন যাত্রী ও ক্রু সদস্য সহ মোট ২৭৯ জন।

এই ভয়াবহ ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রথম সাড়া দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ৫৬ বছর বয়সি স্থানীয় ব্যবসায়ী রাজু প্যাটেল। ১২ জুন দুর্ঘটনার মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে তিনি পৌঁছে যান ঘটনাস্থলের কাছে বিজে মেডিকেল কলেজে। আগুন ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন এলাকায় রাজু ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরা আহতদের কাপড় ও চাটাইয়ে করে তুলে নিয়ে যেতে থাকেন অ্যাম্বুল্যান্সে।

রাজু বলেন, 'চারপাশে ধোঁয়া, আগুন আর আর্তনাদের মাঝে আমরা নিথর দেহগুলি উদ্ধার করতে থাকি। অনেক দেহ এতটাই পুড়ে গিয়েছিল যে চিনে ওঠা সম্ভব ছিল না।'

এরপর যখন দমকলকর্মীরা আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনেন, রাজু শুরু করেন ধ্বংসস্তূপে অনুসন্ধান। প্রায় তিন ঘণ্টা পর, যেখানে বিমানের ইঞ্জিনটি পড়েছিল সেই অতুল্যম বিল্ডিংয়ের কাছে কিছু ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে কয়েকটি ব্যাগ উদ্ধার করেন রাজু। সেই ব্যাগ খুলতেই তাঁর হাতে আসে মোটা নগদ টাকা, গয়না ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি। তাঁর কথায়, 'গুনে দেখলাম প্রায় ৬০,০০০ নগদ টাকা রয়েছে একটি ব্যাগে। এছাড়া বিদেশি মুদ্রা, গয়না যেমন হার, বালা, মঙ্গলসূত্র, আংটি ও রুপোর জিনিস, ল্যাপটপ ও অন্যান্য কাগজত্র।' বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে তিনি সেগুলি সোজা তুলে দেন পুলিশের হাতে।

গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংভি জানান, 'উদ্ধার হওয়া সমস্ত জিনিসপত্র নথিভুক্ত করা হচ্ছে। পরে তা নিহতদের পরিবারকে ফেরত দেওয়া হবে।'

জাফর এক্সপ্রেসে ফের হামলা

কোয়েটা, ১৮ জুন : বালোচিস্তানের কাছে জাফর এক্সপ্রেসে আবার নাশকতার চেষ্টা হল! বিস্ফোরণে লাইনচ্যুত হয়েছে ট্রেনের ছ'টি বগি। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এখনও কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। পুলিশ জানিয়েছে, জ্যাকোবাবাদের পশুহাটের কাছাকাছি রেললাইনের পাশে বিস্ফোরণটি ঘটে। এরপর নিরাপত্তার স্বার্থে এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রেললাইনের পাশে একটি গোরুর বাজারে তীব্র বিস্ফোরণ হয়। তার অভিঘাতেই লাইনচ্যুত হয় ট্রেনটি। কী কারণে বিস্ফোরণ, নেপথ্যে কার বা কাদের হাত, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। গত মার্চ মাসেও হামলা হয়েছিল জাফর এক্সপ্রেসে। পুরো ট্রেন কবজা করে নিয়েছিল বালোচ বিদ্রোহীরা।

বালোচিস্তানের রাজধানী কোয়েটা থেকে খাইবারপাখতুনখোয়া প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ার রেলপথে প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে দিয়ে জাফর এক্সপ্রেস প্রতিদিনই যাতায়াত করে।

গোয়ায় বিয়ের টোপ, খুন তরুণী

পানাজি, ১৮ জুন : সোনম-রাজা-রাজের ত্রিকোণ সম্পর্কের নৃশংস পরিণতির সাক্ষী গোটা দেশ। এবার আরও একটি সম্পর্কের করুণ পরিণতি ঘটল। বিয়ের অছিলায় প্রেমিকাকে গোয়ায় নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে প্রেমিকের বিরুদ্ধে। মৃতার নাম রোশনি মোজেস। কর্ণাটকের বাসিন্দা রোশনি প্রেমিক সঞ্জয় কেভিন এমের সঙ্গে গোয়ায় এসেছিলেন। দক্ষিণ গোয়ার প্রতাপনগরের জঙ্গল থেকে তাঁর গলাকাটা দেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মৃতার পরিচয় জানতে পুলিশকে বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু পরিচয় জানা যেতেই খোঁজ মেলে সঞ্জয়ের। বেঙ্গালুরু থেকে ২২ বছরের তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে জেরা করা হচ্ছে।

দক্ষিণ গোয়ার পুলিশ সুপার টিকম সিং ভার্মা জানান, কোনও কারণে হবু দম্পতির মধ্যে অশান্তি হয়েছিল। চলতি সপ্তাহের শুরুতে রোশনিকে খুন করে দেহটি জঙ্গলে ফেলে আসেন সঞ্জয়। তারপর বেঙ্গালুরু পালিয়ে যান। এদিকে সোনম-রাজার হানিমুন মার্ডার মিস্ট্রিতে নয়া মোড়। তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রেমিক রাজ কুশওয়াহার জন্য স্বামী রাজা রঘুবংশীকে ভাড়াটে খুনিদের দিয়ে খুন করিয়েছিলেন সোনম। পুলিশ জানতে পেরেছে, ১ থেকে ১৫ মার্চের মধ্যে একজনের সঙ্গে ১১৯ বার কথা বলেছিলেন সোনম। নম্বরটি 'সঞ্জয় ভার্মা হোটেল' নামে সেভ করা। তার খোঁজে পুলিশ।

প্রশ্নোত্তরে বারিমণ্ডল

সজল মজুমদার, *শিক্ষক*
বালাপুর উচ্চবিদ্যালয়
তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর

মাধ্যমিক
ভূগোল

১) সমুদ্রস্রোত কাকে বলে?

উত্তর : পৃথিবীর আবর্তন গতি, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রজলের লবণাক্ততা, উষ্ণতা, ঘনত্বের তারতম্য, সমুদ্রজলের গভীরতার পার্থক্য, তটরেখার প্রকৃতি প্রভৃতি কারণে সমুদ্রের জলরাশি নিয়মিত নিরবচ্ছিন্নভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। একে সমুদ্রস্রোত বলে।

২) মগ্নচড়া বলতে কী বোঝো?

উত্তর : উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থলে শীতল স্রোতের সঙ্গে বয়ে আসা হিমশৈলগুলি উষ্ণ স্রোতের সংস্পর্শে গলে যায়। এর ফলে হিমশৈলের মধ্যে থাকা নুড়ি, বালি, পলি, কাঁকর জমা হয়ে যে নিম্ন ভূভাগ গঠন করে তাকে মগ্ন চড়া বলে। উদাহরণ - গ্র্যান্ড ব্যাংক।

৩) বান ডাকা বলতে কী বোঝো?

উত্তর : ভরা জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল স্ফীত হয়ে নদী প্রবাহের বিপরীত দিকে প্রবল ঢেউ ও জলোচ্ছ্বাস নদীর মধ্যে দিয়ে বয়ে যায়। ঢেউ ও জলোচ্ছ্বাস সহ জোয়ারের কারণে নদীর এই বিপরীত প্রবাহকে বান ডাকা বলে।

৪) হিম প্রাচীর কাকে বলে?

উত্তর : উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল দিয়ে পাশাপাশি প্রবাহিত উত্তরমুখী উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের ঘন নীল জল এবং দক্ষিণমুখী শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের সবুজ জলের মাঝে এক বিভাজনরেখা বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। এই বিভাজনরেখাকে হিম প্রাচীর বলা হয়।

৫) সৌর জোয়ার কাকে বলে?

উত্তর : সূর্যের আকর্ষণে সমুদ্রে যে জলস্ফীতি ঘটে তাকে সৌরজোয়ার বলে। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে, যে বস্তুর ভর যত বেশি তার আকর্ষণ বল তত বেশি। চন্দ্র অপেক্ষা সূর্যের দূরত্ব বেশি হওয়ায় পৃথিবীর ওপর সূর্যের আকর্ষণ বল কম, তাই সৌর জোয়ারের প্রাবল্য তুলনামূলক কম।

৬) বেলোর্মি কী?

উত্তর : পৃথিবী পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে। এজন্য ভূপৃষ্ঠে জোয়ারের জল আবর্তনের বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে স্রোতের মতো এগিয়ে যায়। জোয়ারের জলের এই স্রোত বা ঢেউয়ের মতো এগিয়ে যাওয়াই বেলোর্মি নামে পরিচিত।

৭) শৈবাল সাগর কাকে বলে?

উত্তর : পশ্চিমে উপসাগরীয় স্রোত, উত্তরে আটলান্টিক স্রোত, পূর্বে ক্যানারি স্রোত এবং দক্ষিণে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের মধ্যবর্তী অংশে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের একটি বিশাল আয়তাকার এলাকাজুড়ে জলাবর্ত বা ঘূর্ণস্রোতের সৃষ্টি হয়েছে। স্রোতবিহীন এই অংশে নানারকম আগাছা, শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদ জন্মায়। এজন্যই ওই অংশের নাম শৈবাল সাগর।

৮) ল্যাব্রাডর স্রোত কী?

উত্তর : সুমেরু অঞ্চল থেকে আগত সমুদ্রস্রোত যেটি আটলান্টিক মহাসাগরের নিউফাউন্ডল্যান্ড দ্বীপের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয় তা হল ল্যাব্রাডর স্রোত। এটি একটি অত্যন্ত শীতল সমুদ্রস্রোত।

৯) জিওস্ট্রপিক স্রোত কী?

উত্তর : উষ্ণ শীতল স্রোতের চক্রাকার জলাবর্ত অঞ্চলে জলতলের উচ্চতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অপেক্ষা বেশি হয়। ফলে জলসমতা ফেরাতে হলে মৃদু স্রোত পাশের অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। একেই বলে জিওস্ট্রপিক স্রোত।

১০) মুখ্য জোয়ার কাকে বলে?

উত্তর : আবর্তনের সময় পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের সামনে আসে সেই অংশের সমুদ্রের জলরাশি চাঁদের আকর্ষণে সবচেয়ে বেশি স্ফীত হয়ে যে জোয়ারের সৃষ্টি হয় তাকে মুখ্য জোয়ার বলে।

১১) সিজিগি কী?

উত্তর : নিজ নিজ কক্ষপথে পরিক্রমণের সময় চাঁদ, পৃথিবী, সূর্যের অবস্থান যখন সরলরৈখিক হয় তাকে বলে সিজিগি অবস্থান। এই অবস্থানের দুটি উপবিভাগ আছে, প্রতিযোগ ও সংযোগ।

১২) গঙ্গা নদীতে বান ডাকে কেন?

উত্তর : বর্ষাকালে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার ভরা জোয়ারের সময় বঙ্গোপসাগরের জল যখন ফুলেফেঁপে ওঠে তখন গঙ্গা নদীর (হুগলি নদীর) সংকীর্ণ ফানেল আকার মোহনা দিয়ে সশব্দে বিপরীত দিকে প্রবেশ করতে থাকে। জলস্তর ৫-৭ মিটার উঁচু হয়ে গর্জন করে নদীখাতে প্রবেশ করায় গঙ্গার জলস্তর বাড়ে ও বান ডাকে।

১৩) ভরা কোটাল কী?

উত্তর : অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য একই সরলরেখায় অবস্থান করে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সূর্য ও চন্দ্রের মিলিত আকর্ষণী বলের প্রবল টানে যে তীব্র জোয়ারের সৃষ্টি হয় তাকেই ভরা কোটাল বা তেজ কোটাল বলে।

১৪) প্ল্যাংটন কী?

উত্তর : সমুদ্রজলে ভাসমান অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীবকে বলে প্লাংকটন। এটি দু'প্রকারের হয়। উদ্ভিদ প্লাংকটন, প্রাণী প্লাংকটন। অগভীর মহিসোপান অঞ্চলে ও মগ্নচড়াগুলিতে প্ল্যাংটন বেশি জন্মায়। এগুলো মাছের প্রিয় খাদ্য।

১৫) গায়র বা কুণ্ডলী কাকে বলে?

উত্তর : উপক্রান্তীয় অঞ্চলে উষ্ণ ও শীতল স্রোতে কোরিওলিস বলের প্রভাবে বেঁকে যে চক্রাকার জলাবর্ত সৃষ্টি করে তাকে বলে কুণ্ডলী বা গায়র।

১৬) হিমশৈল কী?

উত্তর : সমুদ্রে ভাসমান বিশালাকার বরফের চাঁই হল হিমশৈল। হিমশৈলের নয় ভাগের এক ভাগ জলের ওপর এবং নয় ভাগের আট ভাগ জলের ভেতর থাকে। উচ্চ অক্ষাংশে শীতল সমুদ্রস্রোতের সঙ্গে দুই মেরু অঞ্চল থেকে হিমশৈল ভেসে আসে।

১৭) নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত কী?

উত্তর : উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এবং দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের মধ্যভাগ দিয়ে একটি ক্ষীণ স্রোত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। এই স্রোতকে নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত বলা হয়।

১৮) অ্যাপোজি ও পেরিজি কী?

উত্তর : চন্দ্রের কেন্দ্র যখন পৃথিবীর কেন্দ্রের থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করে (৪,০৭,০০০ কিমি) তখন তাকে অ্যাপোজি অবস্থান বলে, পাশাপাশি চন্দ্রের কেন্দ্র যখন পৃথিবীর কেন্দ্রের সবচেয়ে কাছে অবস্থান করে, (৩,৫৬,০০০ কিমি) তখন তাকে পেরিজি অবস্থান বলে।

১৯) অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের দুটি উষ্ণ ও দুটি শীতল স্রোতের নাম কী?

উত্তর : উষ্ণ স্রোত দুটি হল- ক্যানারি স্রোত ও ব্রাজিল স্রোত। শীতল স্রোত দুটি হল - ল্যাব্রাডর স্রোত ও বেঙ্গুয়েলা স্রোত।

২০) ভারত মহাসাগরের দুটি উষ্ণ ও দুটি শীতল স্রোতের নাম কী?

উত্তর : উষ্ণ স্রোত দুটি হল- মোজাম্বিক স্রোত ও মাদাগাস্কার স্রোত। শীতল স্রোত দুটি হল- কুমেরু স্রোত ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোত।

জানার বিষয়

- সমুদ্রস্রোতকে মহাসাগরের 'থার্মাল রেগুলেটর' বলে।
- ২০১৬ সালের ১৪ নভেম্বর সর্বশেষ 'সুপার মুন' বা বিশাল আকৃতির চাঁদ দেখা গিয়েছিল।
- পৃথিবীর ওপর চাঁদের আকর্ষণ বল সূর্য অপেক্ষা ২.২ গুণ বেশি।
- বিশ্বের বৃহত্তম মগ্নচড়া গ্র্যান্ড ব্যাংক।
- একটি জোয়ার ও একটি ভাটার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ৬ ঘণ্টা ১২ মিনিট ১১ সেকেন্ড।
- পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের দুর্গাদোয়ানী খাঁড়িতে জোয়ার ভাটা বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।
- মিয়ামি, বারমুডা ও পুয়েতোরিকো নিয়ে গঠিত বারমুডা ট্রায়াংগল অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত।
- বিজ্ঞানীদের মতে, অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের গভীরে আমেরিকার নিকট বিশাল পরিমাণে হাঙর মাছের বসবাস।
- ফার্দিনান্দ ম্যাগেল্যান প্রশান্ত মহাসাগরের নাম দেন 'Mar Pacifico'। পর্তুগাল ভাষায় যার অর্থ শান্তিপূর্ণ সমুদ্র।
- পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী সমুদ্রস্রোত হল উপসাগরীয় স্রোত।
- সমুদ্রের জলের গভীরে যে স্তরের নীচে সমুদ্রের লবণাক্ততা ও ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় তাকে বলে পিকনোক্লাইন স্তর।
- সমুদ্রজলের লবণাক্ততা অনুসারে সমুদ্রজলের ঘনত্বের তারতম্যে যে স্রোত সৃষ্টি হয় তাকে বলে থার্মোহ্যালাইন স্রোত।
- সেভেয়ার ড্রপ বা ভাড্রুপ একক দ্বারা সমুদ্রস্রোতের জলের আয়তন পরিমাপ করা হয়।
- মোজাম্বিক ও মাদাগাস্কার স্রোতের মিলিত প্রবাহ হল আগুলহাস স্রোত।
- কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মরা কোটাল ঘটে।

বংশগতি ও জিনগত রোগসমূহ

সুবীর সরকার, *শিক্ষক*
সরিয়াম যশোধর উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

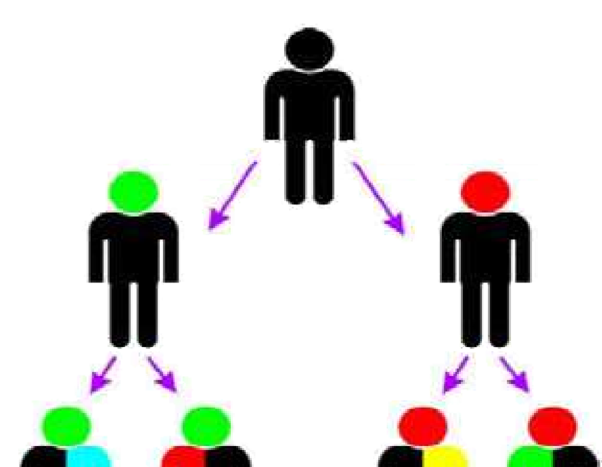

মাধ্যমিক
জীবনবিজ্ঞান

১) বংশগতি কাকে বলে?

উঃ- যে প্রক্রিয়ায় জনিতৃ জীবের (পিতা-মাতার) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি অপত্য জীবে (সন্তান-সন্ততিতে) সঞ্চারিত হয়, তাকে বংশগতি বলে।

২) বংশগতির জনক কাকে বলা হয়?

উঃ- অস্ট্রিয়া নিবাসী ধর্মযাজক ও গণিতজ্ঞ গ্রেগর জোহান মেন্ডেলকে বংশগতির জনক বলা হয়।

৩) সুপ্রজনন বিদ্যা বা জেনেটিক্স কাকে বলে?

উঃ- বিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ পদ্ধতি ও প্রকরণ (উৎপত্তি, কারণ) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে জেনেটিক্স বা সুপ্রজনন বিদ্যা বলে।

৪) জেনেটিক্স শব্দটি প্রথম কে প্রবর্তন করেন?

উঃ- বিজ্ঞানী বেটসন প্রথম জেনেটিক্স শব্দটি প্রবর্তন করেন।

৫) প্রকরণ বা ভ্যারিয়েশন কাকে বলে?

উঃ- একই প্রজাতিভুক্ত জীবের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে সমস্ত পার্থক্য দেখা যায়, তাকে প্রকরণ বা ভেদ বা ভ্যারিয়েশন বলে।

জিনের পরিবর্তন, জিনের পুনঃসংযুক্তি, ক্রোমোজোমের সংখ্যার পরিবর্তন ও পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে জীবদেহে প্রকরণ সৃষ্টি হয়।

৬) একটি অটোজোমে অবস্থিত প্রকট জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রকরণ বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দাও?

উঃ- 'মানুষের রোলার জিভ' এই বৈশিষ্ট্যটি অটোজোমে অবস্থিত প্রকট জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জিভ রোল করতে না পারা বৈশিষ্ট্যটি (স্বাভাবিক) প্রচ্ছন্ন জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৭) বংশগতির একক কী?

উঃ- মেন্ডেলের তত্ত্ব অনুযায়ী কোনও জীবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নির্ধারিক হল – 'ফ্যাক্টর' পরবর্তীকালে (১৯০০ খ্রিস্টাব্দে) বিজ্ঞানী জোহানসেন যার নামকরণ করেন 'জিন'। সাধারণ অর্থে জিন হল বংশগতির একক যা DNA দ্বারা গঠিত এবং ক্রোমোজোমের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে (লোকাস) অবস্থান করে ও একটি প্রোটিন অণু সৃষ্টির মাধ্যমে জীবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য (ফিনোটাইপ) প্রকাশ করে।

৮) বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ বলতে কী বোঝো?

উঃ- জীবের আকার, আকৃতি, দৈর্ঘ্য, বর্ণ প্রভৃতি অঙ্গসংস্থানগত ও শারীরবৃত্তীয় লক্ষণ যার দ্বারা কোনও জীবকে অপর কোনও জীব থেকে আলাদা করা যায়, তাকে বৈশিষ্ট্য বা প্রলক্ষণ বলে।

যেমন- মটর গাছের লম্বা বা খর্ব লক্ষণ।

৯) অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ কাকে বলে?

উঃ- সমসংস্থ ক্রোমোজোমের একই লোকাসে অবস্থিত সাদৃশ্যমূলক বা বৈসাদৃশ্যমূলক জিন যুগ্মকে বলে অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ।

১০) লোকাস কাকে বলে?

উঃ- ক্রোমোজোমের যে নির্দিষ্ট স্থানে একটি নির্দিষ্ট জিন অবস্থান করে, সেই স্থানটিকে ওই জিনটির লোকাস বলে।

১১) সংকরায়ণ কাকে বলে?

উঃ- এক বা একাধিক চরিত্রের বিকল্প বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি জীবের মধ্যে যে যৌন জননের ফলে অপত্য জীবের সৃষ্টি হয়, তাকে সংকরায়ণ বলে। যেমন- বিশুদ্ধ লম্বা মটর গাছের (TT) সঙ্গে খর্ব মটর গাছের (tt) যৌন জনন।

১২) হোমোজাইগাস জীব বলতে কী বোঝো?

উঃ- সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড়ার একই লোকাসে যদি একই বৈশিষ্ট্য বহনকারী দুটি একই রকম অ্যালিল থাকে, তবে ওই বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জীবটিকে হোমোজাইগাস জীব ও জীবটি যে জাইগোট থেকে সৃষ্টি হয় তাকে হোমোজাইগোট বলে। উদাহরণ বিশুদ্ধ লম্বা (TT), বিশুদ্ধ খর্ব (tt)।

১৩) হেটারোজাইগাস জীব কাকে বলে?

উঃ- সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড়ার একই লোকাসে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন থাকলে ওই বৈশিষ্ট্যটির জন্য দায়ী জীবটিকে হেটারোজাইগাস জীব ও জীবটি যে জাইগোট থেকে সৃষ্টি হয় তাকে হেটারোজাইগোট বলে। উদাহরণ- সংকর লম্বা (Tt)

১৪) জনিতৃ জনু কাকে বলে?

উঃ- বংশগতি ক্রসে প্রথমে যে দুটি জীবের মধ্যে জনন ঘটানো হয় তাদের জনিতৃ জনু বলে।

উদাহরণ, মেন্ডেল মটর গাছের ক্রসে প্রথমে বিশুদ্ধ লম্বা গাছের সঙ্গে বিশুদ্ধ খর্ব গাছের ক্রস ঘটান। এই দুটি উদ্ভিদ হল জনিতৃ জনু (Parental জনু বা P জনু)।

১৫) অপত্য জনু কাকে বলে?

উঃ জনিতৃ জনুর ক্রসের ফলে সৃষ্ট জীবগুলিকে অপত্য জনু (Filial generation বা F জনু) বলে।

১৬) প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলতে কী বোঝো?

উঃ- দুটি বিপরীতধর্মী বিশুদ্ধ জীবের ক্রস ঘটানোর ফলে পরবর্তী প্রজন্মে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং অন্য কোনও বৈশিষ্ট্যের প্রকাশে বাধা দেয় তাকে বলে প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং যে বৈশিষ্ট্যটি সুপ্ত অবস্থায় থাকে তাকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলে।

যেমন- বিশুদ্ধ লম্বা ও বিশুদ্ধ খর্ব মটর গাছের ক্রসের ফলে উৎপন্ন সব অপত্য গাছ লম্বা হয়। অর্থাৎ লম্বা বৈশিষ্ট্যটি প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং খর্ব বৈশিষ্ট্যটি প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য।

১৭) মানুষের কয়েকটি প্রকট বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দাও?

উঃ- মানুষের কয়েকটি প্রকট বৈশিষ্ট্য হল কালো বর্ণের চুল, কোঁকড়ানো চুল, রোলার জিভ, মুক্ত কানের লতি ইত্যাদি।

১৮) ফিনোটাইপ ও জেনোটাইপ বলতে কী বোঝো?

উঃ- জীবের কোনও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বাহ্যিক প্রকাশকে ফিনোটাইপ বলে।

যেমন মটর গাছের 'উচ্চতা'- এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটির ফিনোটাইপ লম্বা অথবা খর্বাকার হতে পারে।

কোনও জীবের চরিত্রের জিনগত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশকে জিনোটাইপ বলে।

যেমন- লম্বা মটর গাছের জন্য নির্ধারিত জিনোটাইপ Tt (সংকর লম্বা) বা TT (বিশুদ্ধ লম্বা)

১৯) প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য সর্বদা বিশুদ্ধ প্রকৃতির হয় কেন?

উঃ- প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিল কখনোই প্রকট অ্যালিলের উপস্থিতিতে প্রকাশিত হতে পারে না অর্থাৎ হেটারোজাইগাস অবস্থাতে প্রচ্ছন্ন অ্যালিল কখনোই প্রকাশিত হয় না। কোনও জীবের দেহে দুটি প্রচ্ছন্ন অ্যালিল উপস্থিত থাকলে অর্থাৎ হোমোজাইগাস বা বিশুদ্ধ অবস্থাতেই প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়।

উদাহরণ, দীর্ঘ মটর উদ্ভিদের জেনোটাইপ TT বা Tt হতে পারে কিন্তু খর্ব মটর উদ্ভিদের জিনোটাইপ সর্বদা tt হয়।

২০) মেন্ডেল তাঁর বংশগতি পরীক্ষার জন্য কতগুলি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য নির্বাচিত করেছিলেন কী কী?

উঃ- মেন্ডেল মোট সাতজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য তাঁর বংশগতি সংক্রান্ত পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করেছিলেন।

যথা-

i) কাণ্ডের দৈর্ঘ্য(লম্বা /খর্ব),

ii)ফুলের অবস্থান(কাক্ষিক/ শীর্ষ),

iii)বীজের আকৃতি (গোল/ কুঞ্চিত),

iv) বীজপত্রের বর্ণ (হলুদ/ সবুজ),

v) ফুলের বর্ণ (বেগুনি/ সাদা),

vi)ফলের আকৃতি (স্ফীত/ খাঁজবিশিষ্ট),

vii)ফলের বর্ণ (সবুজ/ হলুদ)

২১) একসংকর জনন কাকে বলে?

উঃ- একজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য নিয়ে একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটানোর পদ্ধতিকে একসংকর জনন বলে।

২২) একসংকর জননে প্রাপ্ত ফিনোটাইপ অনুপাত ও জিনোটাইপ অনুপাত লেখো।

উঃ-একসংকর জননে প্রাপ্ত ফিনোটাইপ অনুপাত হল- ৩:১ এবং জিনোটাইপ অনুপাত হল ১:২:১।

২৩) একসংকর জননে ফিনোটিপিকালি কত প্রকারের এবং জিনোটিপিকালি কত প্রকারের জীব F2 জনুতে পাওয়া যায়?

উঃ-একসংকর জননে F2 জনুতে ফিনোটিপিকালি দুই প্রকারের এবং জিনোটিপিকালি তিন প্রকারের জীব পাওয়া যায়।

২৪) একসংকর জননের পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত মেন্ডেলের বংশগতি সংক্রান্ত সূত্রটি লেখো?

উঃ- একসংকর জননের পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত বংশগতি সংক্রান্ত মেন্ডেলের প্রথম সূত্র (পৃথকীভবনের সূত্র)-

একজোড়া পরস্পর বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে প্রথম অপত্য জনুতে সৃষ্ট সংকর জীবে ফ্যাক্টর দুটি একত্রিত হলেও তারা কখনও মিশ্রিত হয় না, পরবর্তী ক্ষেত্রে গ্যামেট গঠনকালে ফ্যাক্টর দুটি পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়।

২৫) মেন্ডেলের একসংকর জননের পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত উপসূত্রটি লেখো?

উঃ- মেন্ডেলের এক সংকর জননের পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত উপসূত্র (প্রকট -প্রচ্ছন্নতার সূত্র)-

একসংকর জননে প্রথম অপত্য জনুতে সৃষ্ট সংকর জীবে দুটি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকলেও ফিনোটাইপে কেবলমাত্র প্রকট বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয় এবং প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি অপ্রকাশিত থাকে।

স্বাধীনোত্তর ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা

মোনালিসা চৌধুরী, *সহকারী অধ্যাপক, এনবিএস কলেজ অফ এডুকেশন, জলপাইগুড়ি*

উচ্চমাধ্যমিক
শিক্ষাবিজ্ঞান

প্রশ্ন ১ : স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন কোনটি?

ক) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন
খ) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন
গ) কোঠারি কমিশন
ঘ) জাতীয় জ্ঞান কমিশন

সঠিক উত্তর : খ) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন।

প্রশ্ন ২ : 'Learning without Burden' রিপোর্টের সঙ্গে কোন নীতির সংযোগ রয়েছে?

ক) জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬
খ) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন
গ) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন
ঘ) জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০

সঠিক উত্তর : ক) জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬।

প্রশ্ন ৩ : মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন স্কুলকে কোন দিক থেকে সংস্কার করতে চেয়েছিল?

ক) উচ্চশিক্ষা প্রসার
খ) কর্মমুখী শিক্ষা
গ) নৈতিক শিক্ষাবাদ
ঘ) শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চা

সঠিক উত্তর : খ) কর্মমুখী শিক্ষা।

প্রশ্ন ৪ : জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬-তে কোন নতুন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ করা হয়?

ক) NIOS
খ) SCERT
গ) DIET
ঘ) NCERT

সঠিক উত্তর : গ) DIET.

প্রশ্ন ৫ : কোঠারি কমিশন কোন স্লোগান ব্যবহার করেছিল?

ক) 'Education for All'
খ) 'Education and National Development'
গ) 'Padhe Bharat, Badhe Bharat'
ঘ) 'Sabko Shiksha, Achhi Shiksha'

সঠিক উত্তর : খ) 'Education and National Development'.

প্রশ্ন ৬ : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী কোন ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা হয়েছে?

ক) বার্ষিক পরীক্ষা
খ) ধারাবাহিক মূল্যায়ন
গ) মুখস্থনির্ভর পরীক্ষা
ঘ) শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষা

সঠিক উত্তর : খ) ধারাবাহিক মূল্যায়ন।

প্রশ্ন ৭ : নারীশিক্ষার অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা কী?

ক) অতিরিক্ত স্কুল ফি
খ) সামাজিক কুসংস্কার
গ) কম শিক্ষক সংখ্যা
ঘ) ভাষাগত সমস্যা

সঠিক উত্তর : খ) সামাজিক কুসংস্কার।

প্রশ্ন ৮ : কোঠারি কমিশন কত বছর মেয়াদি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছিল?

ক) ৬-১২
খ) ৬-১৪
গ) ৫-১৫
ঘ) ৭-১৬

সঠিক উত্তর : খ) ৬-১৪।

প্রশ্ন ৯ : NEP 2020 অনুযায়ী কোন স্তরে কোডিং শেখানো শুরু হবে?

ক) প্রাথমিক স্তর
খ) মাধ্যমিক স্তর
গ) মধ্যপ্রাথমিক স্তর
ঘ) উচ্চমাধ্যমিক স্তর

সঠিক উত্তর : গ) মধ্যপ্রাথমিক স্তর (Middle stage)।

প্রশ্ন ১০ : EWS গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য কোনটি প্রদান করা হয়?

ক) বিনামূল্যে খাবার
খ) বিশেষ কোচিং
গ) আর্থিক সহায়তা ও সংরক্ষণ
ঘ) হস্টেল সুবিধা

সঠিক উত্তর : গ) আর্থিক সহায়তা ও সংরক্ষণ।

সানগ্লাসে থাকুক সুরক্ষা

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফ্যাশন সচেতন এখন বড় থেকে ছোটরাও। বাহারি পোশাক কিংবা রংবেরংয়ের স্কুলব্যাগ, টিফিন বক্স, পেনসিল বক্স সবকিছুই এখন ঠিক হয় তাদের মর্জিমাফিক, তাদের পছন্দ অনুযায়ী। নতুন সংযোজন বিভিন্ন ধরনের সানগ্লাস। কিন্তু এই সানগ্লাসের ব্যবহার শিশুদের পাশাপাশি বড়দেরও চোখের ক্ষতি করে দিচ্ছে না তো? বিশেষজ্ঞদের মতে, সার্টিফায়েড সানগ্লাস ছাড়া রঙিন কাচ ব্যবহার করা উচিত নয়। ইউভি ৪০০ বা ইউভি প্রোটেকশনযুক্ত সানগ্লাস ব্যবহার করাই অতি উত্তম। কী বলছেন চিকিৎসকরা, অভিভাবকরাই বা কী ভাবছেন খোঁজ নিলেন **অনসূয়া চৌধুরী ও অনীক চৌধুরী**।

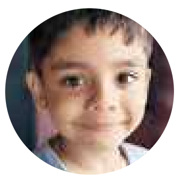

মামাই-বাবা-মা সবাই বাইরে সানগ্লাস পরে বের হয়। আমিও বাবাকে বলেছিলাম আমার জন্য একটি সানগ্লাস এনে দিতে। বাবা আমাকে স্পাইডার ম্যান সানগ্লাস এনে দিয়েছে, এখন বাইরে বের হলে ওটাই পরি।

- **অত্রি ঘটক** *বয়স ৬ বছর*

অভিভাবকদের কথা

রোদে আমার সমস্যা হয় বলে সানগ্লাস আমি বরাবরই ব্যবহার করি। ডাক্তারও আমাকে তেমনই পরামর্শ দিয়েছেন। তবে, আমার ছেলে আমার দেখাদেখি সানগ্লাস পরতে চায়। ওকে নামি ব্র্যান্ডের সানগ্লাস কিনে দিলেও দু'দিনের মধ্যে ও ভেঙে ফেলে। তাই এখন আর দামি সানগ্লাস কিনে দেওয়া হয় না। তবে প্লাস্টিকের সানগ্লাস নয়, একটু কম দামি নন ব্র্যান্ডেড সানগ্লাস কিনে দিয়েছি।

- **শতরূপা নাগ পাল**

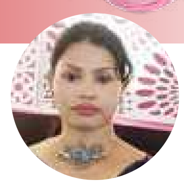

আমার ছেলেমেয়েদের ফোটোসেশনের জন্য দু'-চারটি সানগ্লাস কিনে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেগুলো কোনও নামীদামি কোম্পানির নয়। এখন অবশ্য রোদে বের হলে ওগুলোই পরে। মেলায় গেলে অনেকসময় জেদ করে সানগ্লাস কিনে দেওয়ার। বিভিন্ন ধরনের রংবেরংয়ের সানগ্লাস কিনে দিয়ে থাকি ৫০-১০০ টাকায়। তবে, জানা নেই এগুলো ওদের চোখের জন্য ভালো নাকি খারাপ।

- **শম্পা রায়**

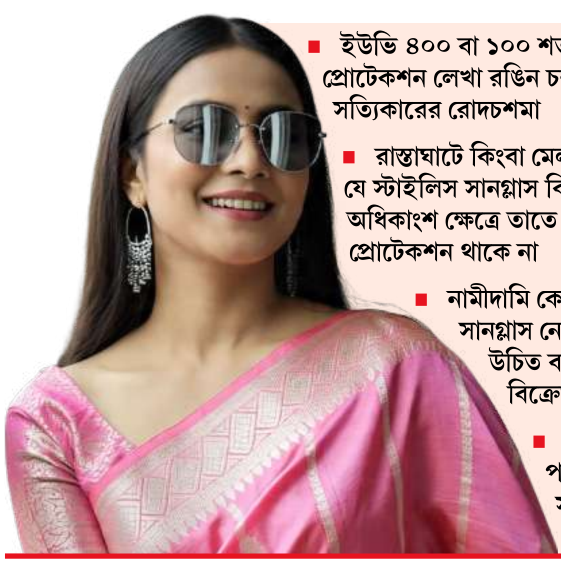

- ইউভি ৪০০ বা ১০০ শতাংশ ইউভি প্রোটেকশন লেখা রঙিন চশমা সত্যিকারের রোদচশমা
- রাস্তাঘাটে কিংবা মেলায় স্বল্পমূল্যের যে স্টাইলিশ সানগ্লাস বিক্রি হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতে ইউভি প্রোটেকশন থাকে না
- নামীদামি কোম্পানির সানগ্লাস নেওয়া উচিত বলে মত বিক্রেতাদের
- চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়ে সানগ্লাস ব্যবহার করা ভালো

সবসময় চেষ্টা করি ক্রেতাদের নামীদামি কোম্পানির সানগ্লাস দেওয়ার। অনেকেই এসে বলেন বাইরে ৫০-১০০ টাকায় মিলছে, আপনাদের এখানে এত দাম কেন। তখন তাদের ইউভি প্রোটেকশন, ইউভি ৪০০, ফোকাল লেন্স এগুলো সম্পর্কে জানাই। কারণ, বাইরে যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি প্লাস্টিক কেটে দুটো কাচ বানানো হয়। এতে অনেকসময় ঝাপসা দেখায়। নামীদামি কোম্পানির সানগ্লাসে নিজস্ব ফোকাল পয়েন্ট থাকে।

- **গোপাল ঝা**
সানগ্লাস দোকানের কর্ণধার

এখন যে রোদের তাপ ও গরম, সঙ্গে ইউভি রেডিয়েশনের প্রকোপ তাতে সানগ্লাস পরা চোখের পক্ষে ভালো। কিন্তু সানগ্লাস যদি পরতেই হয় তবে ভালো কোয়ালিটির নামীদামি কোম্পানির সানগ্লাস পরা উচিত। বাজারে যত্রতত্র বিক্রি হওয়া সস্তা দামের সানগ্লাস বড়-ছোট সকলেরই না পরা ভালো। এতে চোখের উপর প্রভাব পড়তে পারে।

- **ডাঃ অনিরুদ্ধ ঘোষ**
বিশিষ্ট চক্ষু রোগবিশেষজ্ঞ

ঘোলা জল রাস্তায় ঢেলে বিক্ষোভ

সকাল থেকেই জল নেই গোবিন্দনগরে

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৮ জুন : ময়নাগুড়ি পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের গোবিন্দনগরে বুধবার সকাল থেকেই অমিল পানীয় জল। সবমিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিনশো পরিবার বঞ্চিত পানীয় জল পরিষেবা থেকে। স্বভাবতই সকালে স্ট্যান্ডপোস্টে জল না পাওয়ায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের কল বসানো হয়েছে। তাতেও এদিন জল মেলেনি।

স্থানীয় বাসিন্দা স্বপ্না চক্রবর্তীর কথায়, 'আগাগোড়াই জলের সমস্যা তীব্র। দু'মাস আগে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের কল বসানো হয়। ঘোলা জল বের হয়। খাওয়া তো দূর, ব্যবহারের অযোগ্য। পাড়ার স্ট্যান্ডপোস্টের অধিকাংশগুলোতে জল সুতোর মতো বের হয়। এদিন সেগুলোতেও জল মেলেনি।'

বাসিন্দাদের অভিযোগ, কয়েক মাস আগে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের কল বসানো হয়। কিন্তু তা খাওয়ার অযোগ্য। একেবারেই ঘোলা নোংরা জল বেরিয়ে আসে। ভরসা ছিল পুর এলাকার স্ট্যান্ডপোস্ট। কিন্তু এদিন সেই স্ট্যান্ডপোস্ট থেকেও জল মেলেনি। এই অবস্থায় পার্শ্ববর্তী জরদা নদী থেকে জল বয়ে এনে বাড়ির কাজকর্ম সারছেন বলে জানালেন বাসিন্দা অঞ্জলি সাহা।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে বলে জানালেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়। অন্যদিকে, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পঙ্কজকুমার রায় বলেন, 'সমস্যা খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

এদিন জল না পেয়ে শূন্য বালতি নিয়ে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। কেউ বা মঙ্গলবার বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের কল থেকে সংগ্রহ করা ঘোলা জল এনে রাস্তার উপর ঢেলে দেন। বাসিন্দা বিনোদ আগরওয়ালের কথায়, 'নিয়মিত কর দিচ্ছি, কিন্তু নাগরিক পরিষেবা অমিল। বারবার জনস্বাস্থ্য দপ্তরে গিয়ে সমস্যার কথা জানিয়েছেন বলে জানালেন বাসিন্দা গীতা বিশ্বাস। তিনি বললেন, 'সমস্যা মিটল না। সকাল থেকে জলের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় মাঝেমধ্যেই।'

পিএইচই সূত্রে খবর, গোবিন্দনগরে পানীয় জল পরিষেবা সরবরাহ করা হয় বিডিও অফিস সংলগ্ন খাগড়াবাড়ি পানীয় জলপ্রকল্প থেকে। বিভিন্ন জায়গায় জলের পাইপের জোড়া খুলে গিয়েছে। তার জন্যই বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের কল থেকে ঘোলা জল বের হচ্ছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুপ্রিয় দাস বলেন, 'মেরামতির কাজও শুরু হয়েছে। আজও জল মেলেনি।' তবে অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্যা মিটবে বলে তিনি আশাবাদী।

জল অমিলে বিক্ষোভ ময়নাগুড়ির গোবিন্দনগরে। বুধবার।

অভিযোগ

- কয়েক মাস আগে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের কল বসানো হয়
- কিন্তু সেইসব কল থেকে ঘোলা নোংরা জল বের হয়, যা খাওয়ার অযোগ্য
- ভরসা বলতে পুর এলাকার স্ট্যান্ডপোস্ট
- এদিন সেই স্ট্যান্ডপোস্ট থেকেও জল মেলেনি
- অনেকেই পার্শ্ববর্তী জরদা নদী থেকে জল বয়ে এনে কাজকর্ম সেরেছেন

তারে ঝুলছে হোর্ডিংয়ের অংশ

জলপাইগুড়ি, ১৮ জুন : জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং, ব্যানার ও পোস্টারের দেখা মেলে। অনেক সময় সেগুলির কিছু অংশ ছিঁড়ে বিদ্যুতের তারের ওপর ঝুলতে দেখা যায়। এমন ছবি ধরা পড়ল জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিপাড়া মোড়ে। হোর্ডিংয়ের একাংশ ছিঁড়ে বিদ্যুতের তারের ওপর ঝুলছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া চললে বিদ্যুতের তারের সঙ্গে ওই ছেঁড়া অংশটিও দুলছে।

স্থানীয় বাসিন্দা রাজু রায় বলেন, 'প্রায় তিনদিন ধরে এভাবে বিদ্যুতের তারের ওপর হোর্ডিংয়ের ছেঁড়া অংশটি ঝুলছে। যে কোনও সময় এর থেকে বিপদ ঘটতে পারে। প্রশাসনের উচিত দ্রুত একটা ব্যবস্থা করা।' জোরে হাওয়া দিলে ছেঁড়া হোর্ডিংয়ের ভার সহ্য করতে না পেরে বিদ্যুতের তারটি ছিঁড়ে বিপদ ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।

এবিষয়ে ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পৌষালি দাস বলেন, 'আমার বিষয়টি নজরে পড়েনি।' তবে দ্রুত বিদ্যুৎ বিভাগের সাহায্যে বিদ্যুতের তারের ওপর থেকে হোর্ডিংয়ের ছেঁড়া অংশ সরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

নজির জলপাইগুড়ি মেডিকেলের

মেরুদণ্ডে গেঁথে যাওয়া বাঁশ বের হল অস্ত্রোপচারে

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৮ জুন : ছাদ থেকে বাড়ির সীমানার বেড়ার উপর আচমকা পড়ে মেরুদণ্ডের পাশে গেঁথে গিয়েছিল বাঁশ। ছিঁড়ে যায় ফুসফুসের পর্দা। এমন পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে আসা হলে অস্ত্রোপচার করা হয় রাতভর। বর্তমানে ওই রোগী স্থিতিশীল বলে মেডিকেল সূত্রে খবর।

এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'আমরা পরিষেবা দিতে প্রস্তুত। রোগীর পরিবারের আমাদের উপর আস্থা রাখাটা অনেকটা বড় বিষয়। সবার চেষ্টায় এই ধরনের ক্রিটিক্যাল অপারেশন করা সম্ভব হয়েছে।'

মঙ্গলবার রাতে খাবার খেয়ে প্রতিদিনের মতো বাড়ির ছাদে পায়চারি করছিলেন শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ৫৫ বছর বয়সি স্বপন মুস্তাফি। ছাদে কোনওরকম রেলিং না থাকায় আচমকা তিনি ছাদ থেকে পড়ে যান বাড়ির সীমানায় থাকা বেড়ার মধ্যে। এতেই ঘটে বিপত্তি। বেড়ার উপরের অনেকটা অংশ মেরুদণ্ডের পাশে ঢুকে যায়। পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। রোগীর অবস্থা এতটাই গুরুতর ছিল যে, সেই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করাও সম্ভব ছিল না। পরিবারের মতামত নিয়ে ৯ জনের টিম তৈরি করে রাত প্রায় পৌনে তিনটে নাগাদ অস্ত্রোপচার শুরু হয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা অস্ত্রোপচারের পর জ্ঞান ফিরে আসে ওই রোগীর।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শল্যচিকিৎসক ডাঃ রজত ভট্টাচার্য বলেন, 'আমার একার কাজ নয়। পুরোটাই টিম ওয়ার্ক। রাতে সিনিয়ার রেসিডেন্ট ডাক্তারের তরফে আমার কাছে কল এলে পৌঁছে যাই হাসপাতালে। গিয়ে দেখি মেরুদণ্ডের ডানদিকে বাঁশের অংশটি ঢুকে আছে, যা ফুসফুসের পর্দা ফুটো করে দিয়েছে। ওখানে রক্তের নালি, ডান কিডনি, লিভার ও ফুসফুস রয়েছে। ৪ জন চিকিৎসক, ৩ জন অ্যানাস্থেটিস্ট ও ২ জন নার্সের সাহায্যে এই অপারেশন সাকসেস হয়েছে। কোলন ও ফুসফুসের মধ্যে আটকে ছিল ওই টুকরোটি। বর্তমানে রোগী স্থিতিশীল।'

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অ্যানাস্থেটিস্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ শংকর রায়ের কথায়, 'যেহেতু মেরুদণ্ডের পাশে হয়েছে, তাই রোগীকে শোওয়ানো যাচ্ছিল না, খুবই সমস্যা হচ্ছিল। অনেক কষ্টে মুখ দিয়ে পাইপ ঢুকিয়ে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে অ্যানাস্থিশিয়া দেওয়া হয়।'

মেডিকেল কলেজের এমন সাফল্যে খুশি রোগীর পরিবারের সদস্যরা। রোগীর পরিবারের তরফে নিরুপম মুস্তাফি বলেন, 'মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের প্রতি আস্থা রেখেছিলাম। তাঁরা সেই আস্থা রেখেছেন। খুবই ঝুঁকি ছিল আমরাও বুঝেছিলাম।' কিন্তু সেই মুহূর্তে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার কথা মাথাতেও আসেনি বলে জানালেন তিনি।

যে অংশটি ঢুকে গিয়েছিল।

> রোগীর মেরুদণ্ডের ডানদিকে বাঁশের অংশটি ঢুকে ছিল, যা ফুসফুসের পর্দা ফুটো করে দিয়েছে। ওখানে রক্তের নালি, ডান কিডনি, লিভার ও ফুসফুস রয়েছে। বর্তমানে রোগী স্থিতিশীল।
>
> **ডাঃ রজত ভট্টাচার্য**
> *শল্যচিকিৎসক*

পাড়ায় পাড়ায়

ময়নাগুড়ি

রাস্তায় গর্তে বিপদের শঙ্কা

ময়নাগুড়ি, ১৮ জুন : ময়নাগুড়ি পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের গোবিন্দনগরে কালভার্ট সংলগ্ন রাস্তা ভেঙে গর্ত হয়েছে। ফলে ওই রাস্তায় যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম সরকার বলেন, 'রাস্তার এই অবস্থার কথা বহুবার কাউন্সিলারকে জানানো হয়েছে, তারপর কাউন্সিলার এসে জায়গাটি দেখে গিয়েছিলেন।' এবিষয়ে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুপ্রিয় দাস জানান, বিষয়টি পুরসভায় জানানো হয়েছে।

এই কালভার্টে তিন দিক থেকে তিনটি বড় নিকাশিনালা এসে যুক্ত হয়েছে। এখান থেকে মূল একটি নিকাশিনালা গিয়ে মিশেছে জরদা নদীতে। নদী ভাঙনও শুরু হয়েছে। এলাকাবাসী এই বিষয়টিও স্থানীয় প্রশাসনের কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছেন।

পুকুরের জলে আবর্জনা

জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি, ১৮ জুন : জলপাইগুড়ি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পানপাড়ায় রয়েছে একটি পুকুর। পুকুরটির চারপাশে পাড় বাঁধানোর পাশাপাশি বসার জায়গাও করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে পুকুরের মধ্যে থাকা জল। একে তো সেই জল পরিশোধনের কোনও ব্যাপার নেই, তার ওপর রাতে কেউ বা কারা প্লাস্টিকে আবর্জনা ভরে পুকুরে ফেলে দেন, যা ভাসতে ভাসতে সিঁড়ির কাছে চলে আসে।

বাসিন্দা বাবলু রায়ের কথায়, 'এলাকার মধ্যে এমন পুকুর, সঙ্গে বসার জায়গা সত্যি বেশ লাগে। কিন্তু সমস্যা হল পুকুরের বদ্ধ জল। পুর কর্তৃপক্ষ যদি জল পরিষ্কারের ব্যবস্থা করত তাহলে ভালো হত। বদ্ধ জলে মশার উপদ্রব বেশি।' এ ব্যাপারে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দ্রুত আম্রুত প্রকল্পের মাধ্যমে পুকুরের জল পরিষ্কার করার পাশাপাশি পুকুরের চারপাশে সৌন্দর্যায়নও হবে।'

তথ্য : বাণীব্রত চক্রবর্তী এবং অনসূয়া চৌধুরী

স্কুল থেকে ফেরার পথে। বুধবার জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

রবির বেতের রথের চাহিদা মেলায়

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৮ জুন : সামনেই রথযাত্রা। আর সেই উপলক্ষ্যে ছোট-বড় অনেক মেলা বসে শহরজুড়ে। তাই দু'পয়সা লাভের আশায় ৫২ বছর বয়সি রবি দাস বেতের রথ বানাতে শুরু করেছেন।

পেশায় ঢাক, তাসাবাদক হলেও প্রতি বছর রথের আগে থেকেই বেতের রথ বানাতে শুরু করেন তিনি। শত দারিদ্র্য সত্ত্বেও বেত কিনে ছুলে, জলে ভিজিয়ে, রোদে শুকিয়ে বানিয়ে চলছেন একের পর এক রথ। কেননা এরপরই রং করে রোদে শুকোতে হবে। তবে লাগাতার বৃষ্টিতে কীভাবে রথগুলি শুকোবেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন তিনি।

রথ তৈরিতে ব্যস্ত শিরীষতলার রবি।

> খরচের থেকেও পরিশ্রম অনেকটা বেশি। এক-একটি রথ বানাতে প্রায় ১৫০-২০০ টাকা খরচ হয়। বিক্রি করে ২০-৫০ টাকা লাভ হয়।
>
> **রবি দাস**

শিরীষতলার বাসিন্দা রবির হাতে তৈরি রথের বেশ চাহিদা। এদিন রবি দাস বলেন, 'খরচের থেকেও পরিশ্রম অনেকটা বেশি। নিজের থেকেই শিখেছি। হাতের কাজের নেশা ছিল, ছোট থেকে রথ বানাতাম। পরে আস্তে আস্তে হাতের কাজটা মানুষের সামনে তুলে ধরি। সেখানে বাহবা পেয়েই যোগমায়া কালী মন্দিরের সামনে রথের মেলায় বসি। এক-একটি রথ বানাতে প্রায় ১৫০-২০০ টাকা খরচ হয়। বিক্রি করে ২০-৫০ টাকা লাভ হয়।'

রবি জানান, একেকটি ১৮, ১৫ ইঞ্চির রথ বানাতে একদিন লেগে যায়। সংসারের কাজ সেরে মাঝেমধ্যে রং করতে সাহায্য করেন স্ত্রী সবিতাও। এই দুজনের চেষ্টায় গড়ে ওঠে জগন্নাথের রথ। তবে এখন বাইরে থেকে আসা ব্যবসায়ীদের কাঠের রথ তাঁদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। তা-ও নিজের কাজের দক্ষতায় আজও মেলায় বিকোচ্ছে রবির হাতের বেতের রথ।

বেতগুলো শিলিগুড়ি থেকে কিনে এনে জলে ভিজিয়ে রাখেন রবি। তারপর বেত ছুলে, রোদে শুকিয়ে, আগুনের তাপ দিয়ে আকার দিতেই প্রায় ১৫-২০ দিন চলে যায়। তারপর রং করে শুকোতে আরও দু'একদিন। গত বছর প্রায় ৪৬-৫০ পিস রথ বানিয়েছিলেন। হাতে বেশি সময় না থাকায় এ বছর ৩৫ পিসের মতো বানিয়েছেন। তাই এবারে বাড়তি উপার্জনের ব্যাপারে কিছুটা হলেও অনিশ্চিত রবি।

উত্তরবঙ্গে কর্মসূচি নিচ্ছে স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল

জীবনকে 'কামতারত্ন'

পূর্ণেন্দু সরকার ও
নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

জলপাইগুড়ি ও কুমারগ্রাম, ১৮ জুন : কেএলও চিফ জীবন সিংহকে 'কামতারত্ন' সম্মান জানাল উত্তরবঙ্গের কামতাপুরি শীর্ষ নেতৃত্ব। গত ১৫ জুন অসমের বঙ্গাইগাঁওয়ে বীরজোড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে এক অনুষ্ঠানে জীবনের বড় মেয়ে তিথির হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয়। ভিডিও বার্তায় উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা জানান জীবন। অসমে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, জুলাই মাস থেকেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শান্তি চুক্তি রূপায়ণের দাবিতে ব্লকে ব্লকে ধর্না, বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি কর্মসূচি নেবে কাউন্সিল।

কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল সূত্রেই জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গে জীবন সিংহকে সামনে রেখে কোনও কর্মসূচিতে সমস্যা হবে, এমন ধারণা থেকেই অসমে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে জীবনের মেয়ে ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক গিরীন্দ্রনাথ রায় সহ অনেকে। প্রসঙ্গত, জীবনের ছোট মেয়ে প্রীতি আলিপুরদুয়ারের উত্তর বড় হলদিবাড়িতে মামাবাড়িতে এবং বড় মেয়ে তিথি জীবনের বোন সুমিত্রা ও ভগ্নিপতি ধনঞ্জয় বর্মনের সঙ্গে বারবিশা লাগোয়া নাজিরান দেউতিখাতায় থাকেন। বর্তমানে তাঁরা সবাই অসমে রয়েছেন।

তিথি ফোনে বলে, 'বাবার সঙ্গে মাঝেমধ্যে ফোনে কথা হয়। বাবাই ফোন করে পুরস্কার গ্রহণের কথা বলেছিল। বাবার হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করে ভালো লেগেছে। বাবা সবসময় বলে মন দিয়ে পড়াশোনা করে প্রশাসনিক স্তরে বড় অফিসার হতে। তবে আমার ইচ্ছা নার্স হয়ে মানুষের সেবা করা।' সুমিত্রা বলেন, 'দাদার সঙ্গে ফোনে কথা হয়। মেয়ের এবং আমাদের সবারই খোঁজখবর নেন। সেদিন বঙ্গাইগাঁওয়ে অনুষ্ঠানে যেতে পারিনি। তিথি গিয়েছিল। তিথি এবছর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। ওর কলেজে ভর্তির জন্য খোঁজখবর নিচ্ছি।'

অসমে উত্তরবঙ্গের কামতাপুরি নেতাদের সক্রিয় হয়ে ওঠার দিকে নজর রাখছে এ রাজ্যের পুলিশও। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'অনুষ্ঠান অসমে হয়েছে। তবে আমাদের এদিকে কোনও কার্যকলাপ হচ্ছে কি না, সে ব্যাপারে আমরা নজরদারি আগে থেকেই রাখছি।'

বঙ্গাইগাঁওয়ে জীবন সিংহের মেয়ের হাতে কামতারত্ন সম্মান দেওয়া হচ্ছে।

শুভেচ্ছা নেতার

- ১৫ জুন বঙ্গাইগাঁওয়ে জীবনের বড় মেয়ে তিথির হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয়
- ভিডিও বার্তায় উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা জানান জীবন
- কেন্দ্রের হেপাজতে থাকায় জীবন সিংহ নিজে অসমের অনুষ্ঠানে আসেননি

কাউন্সিলের সভাপতি তপতী মল্লিক বলেন, 'কামতাপুরি ও রাজবংশী জনজাতির জন্য ৩২ বছর ধরে জঙ্গলে থেকে সশস্ত্র আন্দোলন করেছেন জীবন সিংহ। গত ২০২৩ সালের ১৭ জানুয়ারি থেকে ভারত সরকারের হেপাজতে রয়েছেন তিনি। কেন্দ্রের সঙ্গে জীবন সিংহ পৃথক রাজ্য, ভাষা সহ একগুচ্ছ দাবিতে শান্তি আলোচনা করেছেন। অথচ কেন্দ্রের তরফে শান্তি চুক্তি রূপায়ণে বিলম্ব করা হচ্ছে। আগামী ২০ জুলাই অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত করার জন্য দাবিপত্র পাঠানো হবে। তারপর উত্তরবঙ্গে ব্লক স্তরে একই দাবিতে আন্দোলনে নামবে কেএসডিসি।'

কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে আমরা সাংগঠনিক দিক থেকে আমাদের জনজাতির ভোটব্যাংকের মাধ্যমে যে কোনও রাজনৈতিক দলকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখি। আগামী দু'মাসের মধ্যে কেন্দ্র শান্তিচুক্তি রূপায়িত করে কি না, তার দিকে নজর থাকবে। না হলে পশ্চিমবঙ্গে আগামী বিধানসভা ভোটে আমাদের কর্মী-সদস্যরা ভোটবাক্সে প্রভাব ফেলবেন।'

কেন্দ্রের হেপাজতে থাকায় জীবন সিংহ নিজে অসমের অনুষ্ঠানে আসেননি। তাঁর কথামতোই তাঁর মেয়ের হাতে 'কামতারত্ন' সম্মান ও ২৫ হাজার টাকা কেএসডিসি-র তরফে থেকে তুলে দেওয়া হয়।

গহিন অরণ্যে সগর্ব উপস্থিতি।। বুধবার অসমের মানস ন্যাশনাল পার্কে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

বাইপাস অবরোধ জনতার

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : বাড়িভাসার ঠাকুরনগর এলাকায় মুখিয়া গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ এলাকার মানুষ বুধবার সকাল থেকে রাস্তায় নামলেন। ঘণ্টাখানেক ইস্টার্ন বাইপাসের ভিআইপি মোড় অবরোধ করে রাখেন হাজারেরও বেশি মানুষ। শুধু তাই নয়, জনতার রোষ গিয়ে পড়ল মুখিয়া গ্যাংয়ের অন্যতম মাথা হিসেবে অভিযুক্ত শম্ভু দাসের (শুভ) দোকানে। সেই দোকান ভাঙচুরের পাশাপাশি সেখানে থাকা একটি ফাস্ট ফুডের ভ্যান টেনে নিয়ে এসে রাস্তার মাঝখানে ফেলে দেওয়া হয়। স্থানীয়দের সঙ্গে রাজনীতির রং ভুলে প্রতিবাদে সরব হন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য তৃণমূলের মনীষা রায়, তৃণমূল নেতা ভবেশ রায়, এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির অবিনাশ রায়রা। প্রত্যেকেরই দাবি, এলাকায় চলা এই গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্য আর মেনে নেওয়া হবে না। পুলিশের বিরুদ্ধেও সরব হন অবরোধকারীরা।

অবরোধকারীদের একাংশ এদিন অভিযোগ করেন, মঙ্গলবারের ঘটনায় মারধরের শিকার হওয়া পরিবার ডায়েরি দিতে গেলে পুলিশ নাকি পালটা তাঁদেরই ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়েছিল। এদিকে, এদিন ঘণ্টাখানেক ধরে পথ অবরোধ, ভাঙচুর চললেও সেটা তোলার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নজরে না পড়ায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পরে অবশ্য এনজেপি থানার আইসি সোনম লামা সহ পুলিশকর্তারা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

মুখিয়া গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে রোষ

বনধ সামলাতে পুলিশ বাহিনী। বুধবার ঠাকুরনগরে। -সূত্রধর

মঙ্গলবার দুপুরে ওই ঘটনা ঘটিয়ে মুখিয়া গ্যাংয়ের সদস্যরা লাটাগুড়িতে পার্টি করতে চলে যায়। এমনকি সেখান থেকে একজন ফেসবুক লাইভ করে হুঁশিয়ারির সুরে বলে, 'আমাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। কেউ আমাদের ছুঁতে পারবে না।' এটাই এলাকাবাসীর মধ্যে আরও ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরপরই এনজেপি থানার একটি বিশেষ টিম লাটাগুড়িতে গিয়ে অভিযুক্ত ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। সূত্রের খবর, ফেসবুক লাইভ দেখার পরেই নাকি অভিযুক্তদের সন্ধান পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। যদিও এনজেপি থানার দাবি, মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে দেখা যায়, অভিযুক্ত ছয়জন এক জায়গাতেই রয়েছে। এরপর সেই সূত্র ধরেই ওই ছয়জনকে পাকড়াও করা হয়েছে। এমনকি এই গ্যাংয়ে আরও ১৫ জন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গ্যাংয়ের বাকি সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে এনজেপি থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তরা হল শম্ভু দাস, অরিজিৎ বাইন, রণজিৎ দে, রাজ মালা, শুভজিৎ বিশ্বাস ও প্রদীপ সরকার। ধৃতদের মধ্যে অরিজিৎ ও শম্ভুকে বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে তিনদিনের হেপাজতে নিয়েছে এনজেপি থানার পুলিশ। বাকিদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'বাকি ওই তিনজনকে আমরা বৃহস্পতিবার পুলিশ হেপাজতে নেব। ওদের সঙ্গে যতজনই জড়িত থাকুক না কেন, সকলকেই গ্রেপ্তার করা হবে।'

বুধবার উত্তেজনার খবর পেয়ে এলাকায় যান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। নিগৃহীত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তিনি দেখা করেন। সেখানে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে এলাকায় ওই দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যের ব্যাপারে জানায়। পরে বিজেপিকে নিশানা করে গৌতম দেব বলেন, 'এলাকায় অঞ্চল ও বিধানসভা আসনে পটপরিবর্তনের পরেই ফের এধরনের দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। সমস্ত গ্যাং গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। আমি বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কমিশনার, রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব।'

থানায় হাজির ১৮ বাংলাদেশি

মাথাভাঙ্গা, ১৮ জুন : এবার দেশে ফিরতে চেয়ে মাথাভাঙ্গা থানায় হাজির হল শিশু সহ জনা ১৮ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। বুধবার দুপুর নাগাদ বাংলাদেশিরা হঠাৎ মাথাভাঙ্গা থানায় চলে আসে। তারা দাবি করে, বাংলাদেশে তাদের 'পুশব্যাক' করতে হবে। আচমকা এই ঘটনায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশকর্মীরাও হতচকিত হয়ে পড়েন। এধরনের পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, সেটাও তারা বুঝতে পারেনি। এদিন শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সেই বাংলাদেশিদের পুলিশ থানার একটি ঘরে বসিয়ে রেখেছে। তাদের সঙ্গে সাংবাদিকদের কোনও কথা বলতে দেওয়া হয়নি। কোনও ছবিও তুলতে দেওয়া হয়নি। মোট কতজন এসেছে, সেব্যাপারেও পুলিশ স্পষ্ট করে বলছে না। বাংলাদেশের কোথায় তাদের বাড়ি, সেটাও বলছে না।

তবে পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথমে নাকি তারা কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলে সেই বাংলাদেশিরা মাথাভাঙ্গা থানায় চলে আসে। তবে প্রশ্ন উঠেছে, কেন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেপ্তার করল না কোতোয়ালি থানার পুলিশ। কেনই বা থানা থেকে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হল।

নিম্নমানের কাজে ক্ষোভ

মালবাজার, ১৮ জুন : লিসরিভার চা বাগানে গত বছর প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কমিউনিটি হল নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ইতিমধ্যে নির্মীয়মাণ ওই ভবনের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু কাজের গুণগত মান নিয়ে স্থানীয় শ্রমিকদের ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আদিবাসী গোর্খা সংযুক্ত সমিতির তরফে ব্লক প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ব্লক প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

মাল ব্লকের বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত চা বাগান লিসরিভার। প্রায় ২ হাজার শ্রমিক এই চা বাগানে কর্মরত। শ্রমিকদের বিয়ে সহ নানা সামাজিক অনুষ্ঠান করার সেরকম কোনও স্থান ছিল না। এজন্য স্থানীয় শ্রমিকরা বিভিন্ন মহলে একটি কমিউনিটি হল তৈরির আবেদন জানায়। গত বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরে অর্থানুকূল্যে কমিউনিটি হল নির্মাণের কাজ শুরু হয়।

ওই চা বাগানের বাসিন্দা সুজিত থাপা বলেন, 'আমাদের চা বাগানে বিয়ে, জন্মদিন সহ অন্য সামাজিক অনুষ্ঠান করার মতো জায়গা ছিল না। অবশেষে রাজ্য সরকারের তরফে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এজন্য রাজ্য সরকারকে আমরা অভিনন্দন জানিয়েছি। কিন্তু ভবনের কাজ অত্যন্ত নিম্নমানের হয়েছে। ভবনের মেঝে ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পিলারে ফাটল ধরেছে। ব্লক প্রশাসনকে কাজের মান উন্নত করার দাবি জানিয়েছি।'

আমির খানের 'সিতারে জমিন পর' সিনেমার সেটে হঠাৎ দর্শন দিলেন শাহরুখ খান।

শনির দৃষ্টি

প্রথম পাতার পর

ময়নাগুড়িতে অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত গাড়িটির ইঞ্জিন ও চেসিস নম্বর বিকৃত করা হয়েছিল। গাড়িটির সঠিক চেসিস ও ইঞ্জিন নম্বর খুঁজে বার করার জন্য কাজ শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, শুক্রবার ময়নাগুড়ির এটিএম লুটে ব্যবহৃত গাড়িটি দুষ্কৃতীদেরই একজনের। যখন যে রাজ্যে তারা অপারেশন চালাত সেই রাজ্যের নম্বর প্লেট ব্যবহার করা হত গাড়িতে। উত্তরবঙ্গে হানা দেওয়ার আগে তারা অসমে গিয়েছিল। গাড়ি থেকে অসমের নম্বর প্লেট পাওয়া গিয়েছে। সেখানেও কোনও এটিএম তারা লুট করেছে কি না, তা পুলিশ এখনও জানতে পারেনি।

বৌলবাড়ি বাজারে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম থেকে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। এখনও পর্যন্ত ঘটনায় জড়িত চার অপরাধীকে ধরতে সক্ষম হলেও পঞ্চম অপরাধী সল্লু খান পলাতক। তার খোঁজ দিতে পারলে ২৫ হাজার টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেছে পুলিশ প্রশাসন।

পুলিশের অনুমান, সল্লু জঙ্গলেই লুকিয়ে রয়েছে। তাকে খোঁজার জন্য এখনও তল্লাশি অপারেশন চালাচ্ছে পুলিশ। সে যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য জিআরপি, আরপিএফ ছাড়াও বিভিন্ন রেলস্টেশন ও বাস টার্মিনাসকে সতর্ক করা হয়েছে। ময়নাগুড়ি আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'আমরা আশাবাদী শীঘ্রই পঞ্চম অপরাধী আমাদের জালে ধরা পড়বে।' হরিয়ানা থেকে গত জুন মাসের ১২ তারিখ গাড়ি করে অসমে গিয়েছিল এই দলটি। শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ হুসলুরডাঙ্গা টোলগেট পার করে ময়নাগুড়ির দিকে ঢোকে তারা। তারপর বেশ কয়েকটি এটিএম কাউন্টার রেইকি করে। শেষপর্যন্ত এটিএম কাউন্টারের নিরাপত্তা, পালানোর রাস্তা সবকিছু খতিয়ে দেখে বৌলবাড়ির এটিএম কাউন্টারটি তারা বেছে নেয়।

'জয়' রাজ্যের

প্রথম পাতার পর

ওই বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ছাড়াও আছেন বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়। বেঞ্চের নির্দেশ, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে আগে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তা রুখতে বিশেষ শর্ত ও নিয়মবিধি তৈরি করতে পারবে কেন্দ্র।

১০০ দিনের কাজ বন্ধ থাকায় হাইকোর্টে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতি। অন্যদিকে, প্রকল্পে দুর্নীতির সিবিআই তদন্তের দাবিতে আলাদা মামলা করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অশোককুমার চক্রবর্তী জানান, কেন্দ্রীয় দল জেলায় জেলায় গিয়ে এই প্রকল্পের বরাদ্দ নিয়ে কারচুপির তথ্য পেয়েছে। তাতে ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য ছিল, 'শুরু থেকেই আমরা একথা শুনে এসেছি। আমরা জানতে চাই, প্রকৃত উপভোক্তারা বকেয়া কবে পাবেন? যদি ১০ জন প্রকৃত কাজ করে থাকেন, তাঁদের কী হবে? এ নিয়ে আপনাদের কী অবস্থান?'

অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল জানান, রাজ্যের অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর এই বিষয়ে পদক্ষেপ করা যাবে। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'দুর্নীতি বা অনিয়ম নিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী পদক্ষেপ করতে হবে। কিন্তু যাঁরা কাজ করতে পারছেন না বা কাজ করেও প্রাপ্য পাচ্ছেন না, তাঁদের কেন ভুগতে হবে? প্রয়োজনে দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় ৪ জেলাকে বাদ দিয়ে কাজ শুরু হোক।'

রাজ্যের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, 'কোনও পোর্টালের মাধ্যমে গ্রাহকদের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার।' ডিভিশন বেঞ্চ তখন স্পষ্ট বলে, 'মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনে (মনরেগা) কোথাও বলা নেই আর্থিক নয়ছয় হলে প্রকল্প অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।' আদালতের কথায়, 'কেন্দ্রের হাতে অনিয়মের তদন্ত করার ক্ষমতা রয়েছে।' প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, 'তিন বছর ধরে প্রকল্প বন্ধ আছে। অনন্তকালের জন্য এই প্রকল্পকে কোল্ড স্টোরেজে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে না। তাই কেন্দ্রকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এই কাজ চালু করার জন্য বিশেষ শর্ত, নিষেধাজ্ঞা, নীতি চালু করার। গ্রামীণ এলাকায় এই প্রকল্পের সুবিধা যাতে মানুষ পায়। দুর্নীতি যাতে না হয়, সেদিকেও নজর রাখতে হবে।'

দেশের অন্য রাজ্যে অবশ্য অনুরূপ শর্ত খাটবে না বলে আদালত জানিয়েছে। নির্দেশটিকে স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে বলেন, 'আমাদের নেতারা দিল্লি গিয়ে ধর্না দিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হল, অনেক অপমান করা হল। টাকা আমরা সরকার থেকে দিয়েছি। আমাদের টাকা আমাদের ফেরত দিতে হবে। যেদিন থেকে কাজ বন্ধ হয়েছে সেদিন থেকে হিসেব করে টাকা দিতে হবে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী অবশ্য বলেন, 'কেন্দ্র ও রাজ্য- উভয়েই তথ্যগতভাবে ভুল। একজন বলছে, টাকা দিচ্ছে না, আরেকজন বলছে দুর্নীতি হচ্ছে।' ২০২৪ সালে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের সচিব আদালতে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় দল ৬১৩ কোটি টাকার অনিয়ম খুঁজে পেয়েছে। তার মধ্যে ২১০ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। তারপর আদালতের নির্দেশে গঠিত কমিটি রিপোর্ট দিয়েছিল, দার্জিলিং, মালদা, বর্ধমান ও হুগলি জেলায় ৫০ কোটি টাকারও বেশি অঙ্কের দুর্নীতি হয়েছে। এর মধ্যে ২৪ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে।

কালো হোক

প্রথম পাতার পর

'অভিভাবকরা যদি আমাদের কাছে একবার বিষয়টি জানাতেন তাহলে হয়তো রিমিকাকে এভাবে চলে যেতে হত না।' রাজাডাঙ্গা পেন্দা মহম্মদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ক্লাস টিচার বলেন, 'ক্লাসে কেউ তো আমাকে এই বিষয়ে জানায়নি। এত পড়ুয়ার ভিড়ে কিছু বুঝতেও পারিনি।' আনন্দপুর চা বাগানজুড়ে এখন শুধু রিমিকার কথা। বাগান থেকে আরও কয়েকজন সহপাঠী রিমিকার সঙ্গেই স্কুলে যেত। তাদেরই একজন বলে, 'গতকালও একসঙ্গে স্কুলে গিয়েছিলাম। কয়েকদিন ধরে একটু মনমরা ছিল। আমাদের সঙ্গে কথা কম বলছিল। উঁচু ক্লাসের এক দিদি ওকে ব্যঙ্গ করছে, সেটা আমাকে বলেছিল।' আরেক সহপাঠীর কথায়, 'ওর মনের মধ্যে কী যে চলছিল সেটা আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। ইশ যদি বুঝতে পারতাম!'

হুংকার খামেনেইয়ের

প্রথম পাতার পর

আভিভ ও হাইফায় আঘাত হেনেছে। তেহরানেও পালটা ১০০-র বেশি বিমান হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। আমেরিকার মানবাধিকার কমিশনের হিসাবে ইজরায়েলি হামলায় ইরানে এ পর্যন্ত ৫৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২৩৯ জন সাধারণ মানুষ। আহত ৩ হাজারের বেশি।

জীবনের অনিশ্চয়তায় বিদেশি নাগরিকদের পাশাপাশি বহু স্থানীয় বাসিন্দাও তেহরান ছেড়ে পালাচ্ছেন এখনও। এজন্য পেট্রোল সংগ্রহ করতে পাম্পগুলির বাইরে গাড়ির লম্বা লাইন ও শহর থেকে বেরোনোর রাস্তায় ব্যাপক যানজট নজরে পড়ছে। তবে রণকৌশলে বদল এনেছে ইজরায়েল। যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সেনাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল ইরানের পরমাণু প্রকল্প।

বুধবার কারাজে ইরান সেন্ট্রিফিউজ টেকনলজি কোম্পানি (টিইএসএ)-র ২টি ভবন ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্রের হামলায়। ফোর্দো পারমাণবিককেন্দ্রে আবার বিমান হামলা চালিয়েছে নেতানিয়াহুর বাহিনী। তেহরানে একটি পারমাণবিক গবেষণাগারে আছড়ে পড়েছে ইজরায়েলের ড্রোন। রাষ্ট্রসংঘ নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) দাবি, ওই কেন্দ্রে অত্যাধুনিক সেন্ট্রিফিউজ রটরস উৎপাদন হত। ইউরেনিয়াম পরিশোধনে ব্যবহার হয় ওই সেন্ট্রিফিউজ।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় জ্বালানি এবং ওয়্যারহেড তৈরির জন্য দরকার হয় সেন্ট্রিফিউজের। হামলা চলেছে তেহরানের কাছে খোজির ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির কারখানায়। যেখানে পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি হত বলে পশ্চিমী দেশগুলির ধারণা।

ইরানের পরমাণু পরিকাঠামোয় হামলার কথা বিবৃতি দিয়েই বুধবার স্বীকার করেছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'তেহরানের সেন্ট্রিফিউজ উৎপাদন কেন্দ্র এবং বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির কারখানায় ৫০টির বেশি বিমানের সাহায্যে হামলা চালানো হয়েছে। ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন কর্মসূচিকে বানচাল করার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে এই পদক্ষেপ করেছে ইজরায়েল।'

মঙ্গলবার জি৭ বৈঠক ছেড়ে আমেরিকায় ফিরে হোয়াইট হাউসে নিরাপত্তা কমিটি ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কর্তাদের সঙ্গে ট্রাম্প বৈঠক করার পর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম জানায়, আমেরিকা ইরানের ওপর হামলা চালালে সম্ভাব্য ঝুঁকির দিকগুলি আলোচনা হয়েছে ওই বৈঠকে। এ ব্যাপারে ইজরায়েলের সরকারি প্রতিক্রিয়া, 'আমরা মার্কিন প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছি।'

বুধবার ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেছেন নেতানিয়াহু। অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জাহিদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে আলোচনা করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ক্রেমলিন জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে সব ধরনের সাহায্য করতে তৈরি রাশিয়া।

কোটি টাকা আত্মসাৎ

তুফানগঞ্জ, ১৮ জুন : রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা কোম্পানির নাম ভাঙিয়ে এলাকার লোকজনের কাছ থেকে কোটি টাকারও বেশি হাতিয়ে চম্পট দিল বিমা সংস্থার মহিলা এজেন্ট। সেইসঙ্গে উধাও সেই মহিলার অটোচালক স্বামীও। বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে। তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত চিলাখানা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জায়গীর চিলাখানা এলাকায় এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়েছে। গ্রামের যেসব বাসিন্দা সেই এজেন্টকে ভরসা করে টাকা দিয়েছিলেন, তাঁরা এখন কপাল চাপড়াচ্ছেন। কেউ মেয়ের বিয়ের জন্য জমানো টাকা দিয়েছিলেন, আবার কেউ বাড়তি সুদের লোভে অন্য ব্যাংক থেকে টাকা তুলে দিয়েছিলেন এজেন্ট শুক্লা প্রামাণিকের হাতে। গ্রাহকরা রসিদ চাইলেও দেওয়া হয়নি। আজ নয়, কাল বলে এড়িয়ে যাচ্ছিল এজেন্ট। মঙ্গলবার বাড়ির গেটে তালা ঝুলিয়ে উধাও হয়ে যায় শুক্লা ও তার স্বামী অভিজিৎ। আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তুফানগঞ্জ থানায়।

টাকা পাননি কেউ

প্রথম পাতার পর

তবে হাজার চেষ্টায়ও কেউই সঠিক টাকা পাননি।'

ক্ষতিপূরণ নিয়ে হাজার অভিযোগ থাকলেও গেইলের পাইপলাইনের কাজ অতীত। তবে তার রেশ পড়ছে এনআরএল-এর পাইপলাইন বসানোর কাজে। ব্লকজুড়ে নানা জায়গায় পাইপ ফেলে রাখলেও প্রতি ক্ষেত্রেই তা বসাতে বাধা দিচ্ছেন স্থানীয় মানুষ। এনিয়ে ব্লক ও জেলা প্রশাসনের কর্তারা প্রায়ই ঘুরছেন এলাকায়। তবে ইতিবাচক সাড়া মিলছে না জমি মালিকদের তরফে।

আধিকারিক বদলি এবং পাইপলাইন নিয়ে তৈরি জটিল পরিস্থিতির মধ্যেই বুধবার দুপুরে ময়নাগুড়ি বিএলএলআরও অফিসে পৌঁছান জেলা ভূমি আধিকারিক তথা অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্য। সেই সময় অফিসে ছিলেন না বিএলএলআরও দেবায়নি মিত্র। তিনি এদিন জেলা দপ্তরে ছিলেন বলেই খবর।

অফিস সূত্রে খবর, অফিস সাফসুতরো না থাকায় এদিন উষ্মা প্রকাশ করেন জেলা ভূমি কর্তা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বেরিয়ে যান ব্লক অফিস থেকে।

কাজে সুমন্তী

প্রথম পাতার পর

পরিশ্রম করে ছেলেদের মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলাই সুমন্তীর স্বপ্ন। এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রই যেন তাঁর প্রথম ভালোবাসা। তাই সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে বৃদ্ধ মা ও ছোট দুই সন্তানকে খাইয়ে তিনি ট্রাইসাইকেল চালিয়ে বেরিয়ে পড়েন কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে। সুমন্তী বলছেন, 'আমার জীবনটাই কষ্টের। শারীরিক কষ্ট তো আছেই, চেষ্টা করি সময় মেনে নিজের দায়িত্ব পালনের। কারণ এই কাজই আমার একমাত্র সম্বল। এই কাজ থেকে প্রাপ্ত অর্থেই আমার সংসার চলে। স্বামী অন্যত্র থাকে। আমাদের খোঁজটুকুও নেয় না।'

সেই অঙ্গনওয়াড়ির কর্মী মঞ্জু টিগ্গা জানিয়েছেন, সুমন্তী খুব ভালো মনের মানুষ। প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নিজের কাজ দায়িত্ব সহকারে পালন করেন। বিশেষ অসুবিধা না হলে ছুটিও নেন না। এলাকাবাসীও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। স্থানীয় মনোজ তিরকির কথায়, 'যেখানে সুস্থরা কাজে ফাঁকি দেওয়ার বাহানা খোঁজে, সেখানে সুমন্তী সময়ের আগে কেন্দ্রে পৌঁছে যান।' আপাতত সুমন্তী লড়ছেন ছেলেদের শিক্ষার জন্য। ইচ্ছে থাকলেও সন্তানদের পড়াশোনায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ। বললেন, 'যা বেতন পাই, তা মায়ের ওষুধ কিনতে আর খাওয়াদাওয়া করতেই শেষ হয়ে যায়। ছেলে দুটিকে কোনও আবাসিক স্কুলে ভর্তি করাতে চাই। কিন্তু কীভাবে করব, বুঝতে পারছি না।' সেজন্য সহৃদয় ব্যক্তি বা সংগঠনের কাছে সহায়তা চেয়েছেন তিনি।

বাংলা ভাষাই এখন আতঙ্কের

প্রথম পাতার পর

নাজিমুদ্দিনের মতো ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি না হলেও বাংলা বলায় দিল্লিতে একাধিকবার হেনস্তার মুখে পড়তে হয়েছে বলেই জানিয়েছেন মালদার আফজাল শেখ। বসন্তকুঞ্জ এলাকার একটি বস্তিতে থাকেন আফজাল। কাজ করেন ঠিকা শ্রমিক হিসাবে।

তাঁর কথা, 'এমন অবস্থা হয়েছে যে, ভোটার, আধার কার্ড সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে। বাংলাতে বা ভাঙা হিন্দি কথা বললেই স্থানীয় লোকজন পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। বহুবার পুলিশের কাছে হাজিরা দিয়েছি। পরিবারের কথা ভেবে আত্মসম্মান বিকিয়ে দিয়েও কাজ করে যাচ্ছি। এখন যা শুরু হয়েছে তাতে আতঙ্কে আছি। কিছু টাকা জমিয়ে গ্রামে ফিরে যাব ভাবছি।'

এদিন টেলিফোনে কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন বাংলাদেশ থেকে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরা মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার বাসিন্দা মিনারুল শেখ।

মুম্বইতে পরচুলা তৈরির ব্যবসা করতেন তিনি। তাঁর কথা, 'বাংলাদেশে পুশব্যাকের রাতের কথা ভাবলেই শিউরে উঠছি। যাই হোক না কেন, আর মুম্বইতে ফিরে যাব না।'

গ্রামেই পরচুলার ব্যবসা করতে চান মিনারুল। তাই রাজ্য সরকারের কাছে স্বল্প সুদে ভরতুকি ঋণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

দিল্লির বসন্তকুঞ্জ এলাকায় বসবাস করেন কোচবিহার জেলার বেশ কয়েক হাজার পরিযায়ী শ্রমিক। প্রায় প্রতিদিনই তাঁদের কাউকে না কাউকে অযথা পুলিশি হেনস্তার মুখে পড়তে হয় বলেই অভিযোগ।

দিনহাটার নাজিরহাটের বাসিন্দা সানাউল্লাহ মিয়াঁ বসন্তকুঞ্জ জয়হিন্দ ক্যাম্প মদিনা মসজিদের ইমাম হিসাবে কাজ করছেন বহু বছর। তাঁর কথা, 'বাংলা বললেই হয় রোহিঙ্গা নয় বাংলাদেশি ভেবে নেওয়া হয়।

পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর মর্জি হলেই ওরা যখন-তখন আটক করে থানায় নিয়ে যায়। মাঝে কিছুদিন এসব বন্ধ ছিল। এখন ফের শুরু হয়েছে। আমরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছি।'

পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে ইতিমধ্যেই দিল্লিতে তৈরি হয়েছে কর্মসন্ধানী শ্রমিক ইউনিয়ন। তাদের নেতা আব্দুর রউফের বক্তব্য, 'আমরা চাই রাজ্যে রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের লাগাতার হেনস্তা বন্ধ হোক।

কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারকেই বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। পরিযায়ী শ্রমিকরা যাতে আরও বেশি করে রাজ্যে কাজের সুযোগ পান তার ব্যবস্থাও করতে হবে।'

চার নম্বরে শুভমানই

ঘোষণা পন্থের

শুভমানই চার নম্বরে ব্যাটিং করবে। আর আমি পাঁচ নম্বরে ব্যাটিং করব। তিন নম্বরে কে ব্যাটিং করবে, সেটা নিয়ে আমরা এখনও ভাবছি। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি।

ঋষভ পন্থ

লিডস, ১৮ জুন : অপেক্ষার আজ শেষবেলা!

লিডসে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। অসুস্থ মায়ের পাশে সামান্য সময় কাটিয়ে ফের লিডসেই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীরও।

হেডিংলের মাঠে আজ টিম ইন্ডিয়ার চূড়ান্ত পর্বের অনুশীলনও শুরু হয়ে গেল। দলের অনুশীলনে হাজির হয়েই ব্যাটিংঅর্ডার নিয়ে দীর্ঘসময় কাটালেন কোচ গম্ভীর। আর সেই অনুশীলনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে দলের সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ চার নম্বর ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ধোঁয়াশা কাটালেন। আবার একইসঙ্গে তিন নম্বর ব্যাটার নিয়ে সংশয় তৈরি করে দিলেন।

শুক্রবার থেকে হেডিংলের মাঠে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্ট। পাঁচ টেস্টের সিরিজ শুরুর আগে শুভমান গিলের ভারত এখন ফুরফুরে মেজাজে। এমন মেজাজ আগামীদিনেও বজায় থাকবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু পাঁচ টেস্টের সিরিজে বল গড়ানোর আগে ছবিটা বেশ অন্যরকম। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা অবসর নিয়েছেন টেস্ট থেকে। রবিচন্দ্রন অশ্বীনও প্রাক্তনদের তালিকায়। এমন অবস্থায় শুভমানে আস্থা রেখেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। নয়া অধিনায়ক শুভমানের ডেপুটির দায়িত্ব পেয়েছেন ঋষভ। ভারতীয় ক্রিকেটের 'ওয়ান্ডার কিড' তকমা পাওয়া ঋষভ আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন, চার নম্বরে অধিনায়ক শুভমানই ব্যাটিং করবেন। কোহলির শূন্যস্থান পূরণের দায়িত্ব আপাতত নতুন অধিনায়কের কাঁধেই। ঋষভের কথায়, 'শুভমানই চার নম্বরে ব্যাটিং করবে। আর আমি পাঁচ নম্বরে ব্যাটিং করব।'

কোহলির ছেড়ে যাওয়া শূন্যস্থান পূরণের জন্য যে দলের নয়া অধিনায়ককে ভাবা হচ্ছে, সেটা নতুন তথ্য নয়। বরং বিষয়টা নিয়ে ঋষভের মুখ খোলার আগেই সবারই জানা হয়ে গিয়েছিল। দলের সহ অধিনায়ক হিসেবে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ঋষভ শুধু সরকারিভাবে ঘোষণা করেছেন বিষয়টি। আবার একইসঙ্গে তিন নম্বরে কে ব্যাটিং করবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করেছেন তিনি। টিম ইন্ডিয়া বিলেতে পা রাখার আগে থেকেই বলা হচ্ছে, তিন নম্বরে বি সাই সুদর্শন খেলবেন। টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনেও এমন ইঙ্গিত মিলেছিল আগে। যদিও ঋষভের গলায় ভিন্ন সুর। টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক আজ বলেছেন, 'তিন নম্বরে কে ব্যাটিং করবে, সেটা নিয়ে আমরা এখনও ভাবছি। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি।' টিম ইন্ডিয়ার তিন নম্বর ব্যাটার নিয়ে হেডিংলে স্টেডিয়ামে আজ শুভমানদের অনুশীলন শেষে দুটি বিষয় সামনে এসেছে। এক, তিন নম্বরে সুদর্শনই খেলুক। তাঁকে তৈরি রাখা হচ্ছে। দুই, আট বছর পর টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তন করা করুণ নায়ারকে তিন নম্বরে খেলানোর কথা ভাবা হচ্ছে। রাতের দিকের খবর, প্রথম টেস্টে করুণের তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ের সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। বিলেত সফরে ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে করুণ তিন নম্বরেই ব্যাটিং করেছিলেন। যদিও করুণকে তিনের বদলে পাঁচ নম্বরেই চাইছেন বেশিরভাগ ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।

নিজের ব্যাটিং অর্ডারের পাশে বিরাটের শূন্যস্থান পূরণের জন্য শুভমানকেই সেরা বাজি হিসেবে ঘোষণার পাশে দিন কয়েক আগে আহমেদাবাদে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা নিয়েও আজ মুখ খুলেছেন ঋষভ। টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক বলেছেন, 'এমন ঘটনা পুরো দেশকেই শোকে বিহ্বল করে দিয়েছে। মাঠে সেরা ক্রিকেট খেলে আমরা দেশের মানুষের মুখে হাসি ফেরানোর চেষ্টা করতে পারি শুধু।' ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে শুভমানের ভারতের প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত পর্বে। শুক্রবার থেকে ভারতীয় ক্রিকেটে শুভমান পক্ষ শুরু হলেই বোঝা যাবে তার প্রভাব আগামীদিনে কেমন হতে চলেছে।

স্পিন ঘূর্ণিতে বাজিমাতের ছক বশিরের

বিরাট নেই, হতাশ স্টোকস

বিরাট কোহলির লন্ডনের বাড়িতে নৈশভোজে উপস্থিত হয়েছিলেন লোকেশ রাহুল, পরস মামব্রেরা।

লন্ডন, ১৮ জুন : না থেকেও ভীষণভাবে রয়েছেন।

শুক্রবার শুরু ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ। অথচ বিরাট কোহলির অনুপস্থিতি নিয়ে কাটাছেঁড়া এখনও অব্যাহত। কারও মতে ব্রেন্ডন ম্যাককুলামদের জন্য অ্যাডভান্টেজ। কেউ আক্ষেপ করছেন বিরাটের ব্যাটিং দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে। আক্ষেপ বেন স্টোকসেরও! আসন্ন ভারত সিরিজে ইংল্যান্ডের সবথেকে বড় কাঁটা নেই। সিরিজে নামার আগেই বাড়তি সুবিধা। যদিও ভারতীয় দলে '১৮' নম্বর জার্সিধারীর না থাকা মানতে পারছেন না।

স্টোকসের মতে, বিরাটের চির 'লড়াকু' মানসিকতার অভাব নিশ্চিতভাবেই বোধ করবে ভারতীয় দল। মিস করবে জয়ের জন্য বিরাটের মরিয়া তাগিদ। কোহলির জন্য ১৮ নম্বর জার্সি আলাদা জায়গা করে নিয়েছিল। উপভোগ করেছেন বিরাটের সঙ্গে যুদ্ধ। আসন্ন দ্বৈরথে ভারতীয় দলে ১৮ নম্বর জার্সির কেউ থাকবে না, ভেবে খারাপ লাগছে ইংল্যান্ড অধিনায়কের।

অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরই বিরাটকে মেসেজ করেছিলেন। স্টোকস এদিন বলেছেন, 'ওকে টেক্সট করে লিখেছিলাম, তোমাকে প্রতিপক্ষ হিসেবে আর না পাওয়া আমার জন্য হতাশার। বিরাটের বিরুদ্ধে খেলাটা সবসময় উপভোগ করেছি। দুজনেই পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলতে ভালোবাসি। কারণ, আমাদের মানসিকতা প্রায় এক। ময়দানি লড়াই দুজনের কাছেই যুদ্ধক্ষেত্র।'

জো রুটও মনে করেন, বিরাটের অনুপস্থিতি আসন্ন সিরিজে অন্যতম ফ্যাক্টর হতে চলেছে। গত কয়েক সিরিজে ফর্মে ভাটা পড়লেও অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শতরান করে দলকে জিতিয়েছিল। তাছাড়া বিরাটের অভিজ্ঞতা সবসময় মূল্যবান। তরুণ ভারতীয় দলকেও অবশ্য গুরুত্ব দিচ্ছেন। যশস্বী জয়সওয়ালের প্রসঙ্গ টেনে রুটের যুক্তি, প্রতিপক্ষ শিবিরে একঝাঁক নতুন মুখ। এদের মধ্যে কে তুরুপের তাস হয়ে উঠবে, বলা মুশকিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অভিষেক সফরেই সাফল্য পেয়েছিল যশস্বী। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েও সেঞ্চুরি করেছে। একইভাবে ইংল্যান্ড সিরিজে নতুন কেউ উঠে আসতেই পারে।

রুটের নজর অবশ্য নিজের দল নিয়ে। দাবি, নিজেদের খেলার ধরনে কোনও বদল আনার পক্ষপাতী নন তাঁরা। ব্যক্তিগত লক্ষ্যও স্থির। অধিনায়ক থাকাকালীন স্টোকসের থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছেন। এখন নেতৃত্বে স্টোকস। প্রতিদানে কিছু ফিরিয়ে দিতে চান। সেই লক্ষ্য নিয়ে আসন্ন সিরিজেও নামবেন। রুট বলেছেন, 'আমার সময়ে সহ অধিনায়ক হিসেবে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল বেন। এবার ও অধিনায়ক। আমার পালা ফিরিয়ে দেওয়ার। আর তা নিজের মতো করে দিতে চাই।'

বাজবল ক্রিকেট তাঁর ব্যাটিংয়ের সঙ্গে মানানসই না হলেও ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম-স্টোকসদের যে স্ট্র্যাটেজি উপভোগ করছেন। ইংল্যান্ড ব্যাটিংয়ের স্তম্ভ রুটের মতে, এখনও পর্যন্ত এই জুটি যে কাজ করেছে, তা তারিফযোগ্য। তাঁদের দেখাদেখি বাজবলের পথে এগোচ্ছে অন্য দেশগুলিও। তবে শুধু বাজবল নয়, পরিস্থিতি, প্রয়োজনমাফিক আরও 'অস্ত্র' যে মজুত রয়েছে, তাও জানিয়ে দিলেন।

বছর একুশের নবাগত অফস্পিনার শোয়েব বশিরের মুখেও ম্যাককুলাম-স্টোকসের প্রশংসা। ১৬ টেস্টে ৫৮ উইকেট নেওয়া বশিরের মতে, দুজনের জন্য সহজেই দলের সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছেন। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট ম্যাচে ৯ উইকেট নেওয়া শোয়েব বলেছেন, 'বাজ ও স্টোকসের সমর্থন ১০০ শতাংশ পাচ্ছি। ওরা আমার থেকে সেরাটা বের করে নিচ্ছে। উন্নতির আরও সুযোগ রয়েছে। একইসঙ্গে ধারাবাহিকতাও গুরুত্বপূর্ণ।'

প্রথম একাদশে কুলদীপকে চান না শাস্ত্রী

মুম্বই, ১৮ জুন : বিরিয়ানির ভক্ত।

চোখের নিমেষে প্লেটের পর প্লেট উড়িয়ে দিতে পারেন। সেই বিরিয়ানি নিয়ে খোঁচা। যা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল মহম্মদ সামির মধ্যে। যে আগুনে ঝলসে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা! আগুন ধরানোর কাজটা করেছিলেন তৎকালীন হেডকোচ রবি শাস্ত্রী! নিট ফল, প্রায় অসম্ভব পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ জেতে ভারতীয় দল।

২০১৮ সালের ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ টেস্ট। চতুর্থ দিনের লাঞ্চ। ডিন এলগার ও হাসিম আমলার জুটির হাত ধরে জয়ের দোরগোড়ায় প্রোটিয়া ব্রিগেড। সেখান থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে এনেছিলেন সামি। নেপথ্যে বিরিয়ানি! মজার যে স্মৃতি রোমন্থন শাস্ত্রী-ভরত অরুণের।

লাঞ্চের সময় সামির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শাস্ত্রীর ভোকাল টনিক। বলেছেন, 'বিরিয়ানি খাওয়ার পর লাঞ্চ টেবিলেই কি তোর খিদে পুরোপুরি মিটে যাবে? নে নে আরও এক প্লেট নে। যে

রবির বিরিয়ানি খোঁচায় আগুন ঝরিয়েছিলেন সামি

কথাগুলি হজম করতে পারেননি সামি। জবাবে বলে বিরিয়ানির দরকার নেই। ভার মে গয়া বিরিয়ানি।' সামিকে রাগিয়ে আর দাঁড়াননি শাস্ত্রী।

সহকারী ভরতকেও বলেন সামিকে একাকী ছেড়ে দিতে। শাস্ত্রীর যে ভোকাল টনিক নিয়ে বোলিং কোচ ভরত অরুণ বলেছেন, 'রবি আমাকে এসে বলে, সামি রেগে আগুন। এখন ওকে একা ছেড়ে দাও। এরপর সামির যদি বলার থাকে, আগে উইকেট নিয়ে দেখাক।' ভোকাল টনিকের ফল, ১২৪/১ থেকে ১৭৭-এ শেষ দক্ষিণ আফ্রিকা।

নিজের শেষ স্পেলে চার উইকেট নিয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল সামি (২৮/৫)। ম্যাচ শেষে সামি নিজেই বলেছিল, তাঁকে যেন এভাবে বারবার খোঁচানো হয়। শাস্ত্রী বলেছেন, 'খেলা শেষ। অরুণ ওর কাছে গিয়ে বলে, বিরিয়ানি নে, এবার যত পারিস খেয়ে নে। জবাবে সামি বলে, এভাবেই যেন তাঁকে আমরা রাগাই। সামি এরকমই।'

এদিকে, শুক্রবার শুরু প্রথম টেস্টে নিজের পছন্দের একাদশে কুলদীপ যাদবকে রাখছেন না শাস্ত্রী। লিডসে চিরাচরিত পেস ফ্রেন্ডলি উইকেট থাকে। বাড়তি পেসার প্রয়োজন। একমাত্র স্পিনার হিসেবে রবীন্দ্র জাদেজাকে রেখে তাই তিন বিশেষজ্ঞ পেসারের সঙ্গে একজন পেস-অলরাউন্ডার (শার্দূল ঠাকুর ও নীতীশ কুমার রেড্ডির মধ্যে) রাখার পক্ষপাতী শাস্ত্রী।

নিজের পছন্দের একাদশ নিয়ে বলেছেন, 'ওপেনিংয়ে যশস্বী জয়সওয়াল-লোকেশ রাহুল। দলের সবথেকে অভিজ্ঞ ব্যাটার লোকেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সফর। শেষ ইংল্যান্ড সফরে ওপেন করে সফল। সেঞ্চুরিও রয়েছে। এবারও সম্ভবত ওপেন করবে। তিনে তরুণ তুর্কি বি সাই সুদর্শন। যতটুকু ওকে দেখেছি, আমি প্রভাবিত। ওর জন্য দারুণ মঞ্চ। চারে শুভমান গিল। পাঁচ ও ছয়ে করুণ নায়ার, ঋষভ পন্থ।'

পেস ব্রিগেড নিয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, 'আমার পছন্দের তিন পেসার জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে প্রসিধ কৃষ্ণা। তবে মেঘলা আকাশ থাকলে অর্শদীপ সিংকে খেলানোর একটা সম্ভাবনা থাকবে। থিংকট্যাংকের ভাবনায় শেষপর্যন্ত কে সুযোগ পায় তাকিয়ে থাকব।'

কোহলির না থাকা ফ্যাক্টর, বলছেন বয়কটরা

'বুমরাহ-রুট যুদ্ধেই লুকিয়ে সিরিজ'

বেন স্টোকস, জো রুটদের টক্কর নিতে তৈরি হচ্ছেন জসপ্রীত বুমরাহ।

লন্ডন, ১৮ জুন : বিরাট কোহলি বনাম জেমস অ্যান্ডারসন।

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে যে দ্বৈরথ বরাবর রং ছড়িয়েছে। বাইশ গজের ফলাফলে শুধু প্রভাব ফেলা নয়, ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে বাড়তি আকর্ষণ ছিল। দুজনেই টেস্টকে বিদায় জানিয়েছেন। বিরাট, অ্যান্ডারসনের অনুপস্থিতি হতাশ করলেও আসন্ন ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে মশলার অভাব হবে না বলেই মনে করছেন প্রাক্তনরা।

বিরাট-অ্যান্ডারসনের জায়গায় এবার জসপ্রীত বুমরাহ বনাম জো রুট। প্রাক্তনদের মধ্যে দুই তারকার টক্করের ফলাফল আসন্ন সিরিজের গতিপথ অনেকাংশে ঠিক করে দেবে। এখনও পর্যন্ত যে টক্করে এগিয়ে বুমরাহ। ৯ বার আউট করেছেন রুটকে। তবে ঘরের মাঠে নয়া সিরিজে বুমরাহর সঙ্গে হিসেব উলটে দিতে বদ্ধপরিকর রুট।

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার নিক নাইট, রব কি-রা রুট বনাম বুমরাহর আকর্ষণীয় যুদ্ধ দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। রব কি বলেছেন, 'বুমরাহ অসম্ভব প্রতিভাবান। আর প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা যে কোনও পরিবেশে সহজে মানিয়ে নিতে পারে। বুমরাহর ক্ষেত্রেও অসুবিধা হবে না। নিশ্চিতভাবে রুট বনাম বুমরাহর ব্যাট-বলের লড়াই আকর্ষণীয় হতে চলেছে।' ইংল্যান্ডের মাটিতে এখনও পর্যন্ত ৯টি টেস্ট খেলে ২৬.২৭ গড়ে ৩৭ উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ।

নিক নাইটের কথায়, বাজবলে বুমরাহকে গুঁড়িয়ে দেওয়া নাকি দেখেশুনে খেলবে, ভারতীয় পেসারকে নিয়ে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি কী হবে, তা গুরুত্বপূর্ণ আসন্ন সিরিজে। পাশাপাশি সতর্কও করে দিচ্ছেন স্টোকসকে। প্রাক্তন ইংরেজ ওপেনারের মতে, বুমরাহর বিরুদ্ধে বাজবল, অতি-আগ্রাসী থিওরি বুমেরাং হতে পারে। একইভাবে শুভমান গিলের জন্য

> ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের রেকর্ড বেশ ভালো। অপরদিকে ভারত অভিজ্ঞ রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিকে পাবে না। যা পূরণ করা সহজ নয়। আমার ধারণা, ঘরের মাঠের সুবিধা নিয়ে আসন্ন সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে জিতবে ইংল্যান্ড।
>
> **নাসের হুসেন**

নাইটের পরামর্শ, সিরিজের মূল কাঁটা রুটকে সামলাতে বুমরাহকে হাতিয়ার করুক।

জিওফ্রে বয়কট আবার গুরুত্ব দিচ্ছেন বিরাটের অনুপস্থিতিকে। রোহিত শর্মাও নেই। কিন্তু রোহিতের চেয়ে বিরাটের না থাকার প্রভাব অনেক বেশি পড়বে ভারতীয় দলের ওপর। কিংবদন্তি ওপেনার বলেছেন, 'বিরাট, রোহিতের অবসর ভারতের ইংল্যান্ড-বধের লক্ষ্যে বড় ধাক্কা। বিশেষত বিরাটকে না পাওয়া। রোহিতও দুর্দান্ত ব্যাটার। তবে রোহিতের চেয়ে বিরাটকে আসন্ন সিরিজে বেশি মিস করবে ভারত।'

গত ভারত সফরে ইংল্যান্ডের বাজবল মুখ থুবড়ে পড়েছিল। বয়কটের পরামর্শ, বাজবল ঠিক আছে। কিন্তু পরিস্থিতি বুঝে নিজেদের প্রয়োগ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাজবল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তবে বিনোদন দিতে গিয়ে টেস্ট হারের যৌক্তিকতা তিনি অন্তত খুঁজে পান না। বয়কটের দাবি, আর এই কারণে চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলেও প্রথম তিনটি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে উঠতে পারেনি ইংল্যান্ড।

সিরিজের পূর্বাভাসে নাসের হুসেন বলেছেন, 'ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের রেকর্ড বেশ ভালো। অপরদিকে ভারত অভিজ্ঞ রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিকে পাবে না। যা পূরণ করা সহজ নয়। আমার ধারণা, ঘরের মাঠের সুবিধা নিয়ে আসন্ন সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে জিতবে ইংল্যান্ড।' প্রাক্তন স্পিনার গ্রেম সোয়ান আবার ৪-১ ফলাফল দেখছেন স্টোকসদের পক্ষে। অবাক দাবি, অ্যাসেজের আগে ভালো প্রস্তুতির মঞ্চ ভারত সিরিজ। শেষ কয়েকটি ভারত সফরে ইংল্যান্ড দাঁড়াতে পারেনি। ঘরের মাঠে তার বদলার সুযোগ। স্টোকসরা যার সদ্ব্যবহার ভালোভাবে করবে, বিশ্বাস সোয়ানের।

অনুশীলনের ফাঁকে ফুরফুরে মেজাজে ঋষভ পন্থ, কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজারা। বুধবার লিডসে।

গিলদের পরীক্ষায় ভরসা 'অনভিজ্ঞ' পেস ব্রিগেড

প্রথম টেস্টের দল ঘোষণা ইংল্যান্ডের

লিডস, ১৮ জুন : শুক্রবার পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের ঢাকে কাঠি পড়তে চলেছে।

ভারতীয় দলের চেহারা কীরকম হবে, তা নিয়ে জল্পনা জারি। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের অনুপস্থিতিতে আসন্ন টেস্ট দ্বৈরথে নতুন ভারতীয় একাদশ নিয়ে আগ্রহের অন্ত নেই। এরমধ্যেই দামামা বাজিয়ে সিরিজ শুরুর ৪৮ ঘণ্টা আগে প্রথম টেস্টের দল ঘোষণা করল ইংল্যান্ড।

লিডস মূলত পেস সহায়ক পিচের জন্য যা পরিচিত। যার ফায়দা তুলতে অনভিজ্ঞ পেস ব্রিগেডেই ভরসা রাখতে হচ্ছে ইংল্যান্ডকে। চোট সমস্যায় মার্ক উড, জোফ্রা আর্চাররা নেই। জেমস অ্যান্ডারসন, স্টুয়ার্ট ব্রডরা অতীত। বিকল্প ভাবনায় ডিসেম্বরের পর টেস্ট দলে ফেরা অভিজ্ঞ ক্রিস ওকসের সঙ্গে অনভিজ্ঞ ব্রাইডন কার্স ও জোশ টাঙ্গ (দুইজনের মিলিত টেস্ট সংখ্যা ৮)।

বছর উনত্রিশের কার্স গতবছর পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড সফরে ছিলেন। প্রথমবার ঘরের মাঠে টেস্ট খেলতে নামবেন। টাঙ্গ সেখানে তিনটি টেস্ট খেলেছেন। ভারতের তরুণ ব্যাটিং বনাম ইংল্যান্ডের অনভিজ্ঞ পেস আক্রমণ, তুল্যমূল্য টক্করের হাতছানি। দলে একমাত্র স্পিনার শোয়েব বশির। ২০২৪ সালে ভারত সফরেও বশির ছিলেন। ব্যাটিং লাইনআপ রীতিমতো শক্তিশালী। ঘরের মাঠে জসপ্রীত বুমরাহদের কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবেন জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, ওলি পোপ, জো রুট, জ্যামি স্মিথরা।

ইংল্যান্ড একাদশ

জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, ওলি পোপ, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জ্যামি স্মিথ, ক্রিস ওকস, ব্রাইডন কার্স, জোশ টাঙ্গ ও শোয়েব বশির।

আবহাওয়ার অঙ্ক রয়েছে। লিডসের প্রাণবন্ত পিচে বাউন্স প্রত্যাশিত। ইংলিশ কন্ডিশনে সুইং ও সিম মুভমেন্ট সহজাত। তবে লিডসের চলতি গরম আবহাওয়া বোলারদের সেই আধিপত্যে কিছুটা ব্রেক লাগিয়ে ব্যাটাররা স্বস্তি দিতে পারে। পিচ কিউরেটার রবিনসনের মুখে ব্যাট-বলের তুল্যমূল্য লড়াইয়ের কথা। দুই দলের বোলারদের জন্য তাঁর পরামর্শ-বলটাকে ঠিকঠাক জায়গায় রাখো।

বুধবারও বাংলাদেশকে ভরসা দিলেন মুশফিকুর রহিম। গলে।

১৬৩ রানে থামলেন মুশফিক

গল, ১৮ জুন : ঘরের মাঠে দুইদিনেও বাংলাদেশকে অল আউট করতে পারল না শ্রীলঙ্কা। বুধবারের খেলা শেষে বাংলাদেশের স্কোর ৪৮৪/৯।

গতকাল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের হয়ে চতুর্থ উইকেটে সর্বাধিক ২৪৭ রানের জুটিতে নজির গড়েছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুশফিকুর রহিম। এদিন সেই জুটি বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি ক্রিজে। গতকালের ১৩২ রানের সঙ্গে মাত্র ১৬ রান যোগ করেই সাজঘরে ফেরেন বাংলাদেশ অধিনায়ক শান্ত। তাঁকে ফিরিয়ে শ্রীলঙ্কা শিবিরে স্বস্তি এনে দেন আসিথা ফার্নান্ডো (৮০/৩)। তবে সেই স্বস্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। মুশফিকুরের সঙ্গে দুরন্ত ছন্দে ব্যাটিং শুরু করেন লিটন দাস (৯০)। পঞ্চম উইকেটে তাঁরা ১৪৯ রান জোড়েন।

এরইমাঝে বৃষ্টিতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ম্যাচ বন্ধ ছিল। খেলা পুনরায় শুরুর পরই মুশফিকুরকে ১৬৩ রানে ফিরিয়ে ফের একবার বড় রানের জুটি ভাঙেন ফার্নান্ডো। ভেজা আবহাওয়া কাজে লাগিয়ে তিন উইকেট তুলে নেন মিলন রত্নায়েকে (৩৮/৩)।

প্রথম টেস্টে চাপে শ্রীলঙ্কা

সবমিলিয়ে বৃষ্টি থামার পর মাত্র ২৬ রানের মাথায় ৫ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। যা কিছুটা হলেও অক্সিজেন জোগাবে শ্রীলঙ্কাকে।

বৃহস্পতিবার ম্যাচের তৃতীয় দিনে পাথুম নিশাঙ্কা, দীনেশ চাণ্ডিমলদের লক্ষ্য থাকবে দলকে ভালো শুরু উপহার দেওয়া।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল জিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ফিরলেন টেম্বা বাভুমারা। বিমানবন্দরে ছিল উপচে পড়া ভিড়।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ প্রদ্যুম্ন (টুবান) : তোমার দ্বিতীয় শুভ জন্মদিনে জানাই অনেক আদর ও ভালোবাসা। তুমি সুস্থ থেকো ও দীর্ঘায়ু হও। দাদান (শ্রী অসিত কুমার রায়), দিম্মা (অনিতা রায়), ঠাম্মি (ইলা মুখার্জী), বাবা (দেবেশ মুখার্জী), মা (পৌলমী মুখার্জী), মামাই (প্রত্যয় রায়) এবং দিদিভাই (ছিতিপ্রিয়া মুখার্জী) শিলিগুড়ি।

সিটির নয়া অধিনায়ক বার্নার্ডো সিলভা

লিভারপুল-বোর্নমাউথ ম্যাচ দিয়ে শুরু ইপিএল

লন্ডন, ১৮ জুন : আসন্ন মরশুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ১৬ অগাস্ট ভারতীয় সময় রাতে গতবারের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল বনাম বোর্নেমাউথ ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে এবারের ইপিএল।

লিগের শুরুতে কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে চলেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। তারা ঘরের মাঠে মুখোমুখি হবে আর্সেনালের। ১৩ সেপ্টেম্বর ইপিএলের বহু প্রতীক্ষিত ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বি অনুষ্ঠিত হবে। তার পরের ম্যাচেই চেলসির বিরুদ্ধে খেলবে রুবেন অ্যামোরিমের দল। একই পরিস্থিতি ম্যান সিটিরও। প্রথম ম্যাচে উলভারহ্যাম্পটনের বিরুদ্ধে খেলবে। পরের ম্যাচে প্রতিপক্ষ টটেনহ্যাম। ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বির পরের ম্যাচেই আর্সেনালের বিপক্ষে খেলবে পেপ গুয়ার্দিওলার দল।

ইউরোপা লিগজয়ী টটেনহ্যাম হটস্পার প্রথম ম্যাচ খেলবে সদ্য ইপিএলে প্রোমোশন পাওয়া বার্নলের বিরুদ্ধে। আবার কনফারেন্স লিগজয়ী চেলসির প্রথম ম্যাচ প্রতিপক্ষ এফএ কাপ জয়ী ক্রিস্টাল প্যালেস। গতবারের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল তৃতীয় ম্যাচেই খেলবে আর্সেনালের সঙ্গে। পঞ্চম ম্যাচে মার্সেসাইড ডার্বিতে আর্নে স্লটের দল খেলবে এভার্টনের বিরুদ্ধে। ১৮ অক্টোবর ইপিএলের অন্যতম উত্তেজক ম্যাচে লিভারপুল-ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড মুখোমুখি হবে।

এদিকে নয়া মরশুমে পর্তুগিজ মিডিও বার্নার্ডো সিলভাকে তাদের অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করেছে ম্যান সিটি। যদিও তাঁর সঙ্গে আসন্ন মরশুম পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে সিটিজেনদের। তারপর নিজেই ক্লাব ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন পর্তুগিজ মিডিও। আসন্ন মরশুমে সহ অধিনায়ক হিসেবে স্প্যানিশ তারকা রড্রি, রুবেন ডায়াস ও গোলমেশিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের নাম ঘোষণা করেছে ম্যান সিটি।

অন্যদিকে দলের তারকা মিডিও জ্যাক গ্রিয়েলিশকে ছেড়ে দিতে চলেছে ম্যান সিটি। গত দুটি মরশুমে সেভাবে খেলার সুযোগ পাননি ইংলিশ তারকা। তাঁকে ক্লাব বিশ্বকাপের দলেও রাখা হয়নি।

নতুন মরশুমে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন বার্নার্ডো সিলভা।

ফিরলেন রড্রি, সিটির জয়ে নায়ক ফোডেন

গোলের জন্য ফিল ফোডেনকে আলিঙ্গন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের।

ওয়াশিংটন, ১৮ জুন : সহজ জয় দিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। বুধবার তারা ২-০ গোলে মরক্কোর ওয়েদাদ কাসাব্লাঙ্কাকে হারিয়েছে। এদিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড, রড্রি, রুবেন ডিয়াস, বার্নার্ডো সিলভা, জসকো ভার্ডিওল, জন স্টোনসদের বেঞ্চে রেখে দ্বিতীয় সারির দল নামিয়েছিলেন সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। তবে ২ মিনিটে ফিল ফোডেন সিটিকে এগিয়ে দেন। ৪২ মিনিটে ফোডেনের পাস থেকে তাদের জয় নিশ্চিত করেন জেরেমি সামনে চিনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বর্ষীয়ান ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার থিয়াগো সিলভা। ৪০ বছর বয়সেও অবলীলায় সামলালেন জুলিয়ান আলভারেজদের। সেইসঙ্গে ফ্লুমিনেন্স গোলরক্ষক ফাবিওর কথাও বলতে হবে। ৪৪ বছরের এই ব্রাজিলিয়ান তিনটি গোল বাঁচিয়ে ফ্লুমিনেন্সের দুর্গ অটুট রাখেন। এদিন ডর্টমুন্ডের জার্সিতে অভিষেক হয় রিয়াল তারকা জুডে বেলিংহামের ভাই জুব বেলিংহামের। গ্রুপ 'এফ'-এর অপর ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার মামেলোদি সানডাউনস ১-০ গোলে

ক্লাব বিশ্বকাপে আটকাল ইন্টার, ডর্টমুন্ড

ডোকু। বিরতির পর মাঠে নামেন ব্যালন ডি'অর জয়ী মিডফিল্ডার রড্রি। গত বছরের সেপ্টেম্বরের পর প্রথমবার তিনি মাঠে নামলেন। ৮৮ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন সিটির রিকো লুইস।

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে 'বয়স্ক' ফুটবলারদের যেন রাজত্ব চলছে। যেমন ফ্লুমিনেন্স বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের গোলশূন্য ম্যাচের কথাই ধরা যাক। ম্যাচটা ফ্লুমিনেন্স জিতলেও অবাক হওয়ার থাকত না। জার্মান দলটির দুর্গপ্রহরী গ্রেগর কোবেল অন্তত পাঁচবার গোল বাঁচান।

তবে পালটা আক্রমণ শানিয়েছে ডর্টমুন্ডও। কিন্তু তাদের আক্রমণভাগের হারিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার উলসানকে।

থিয়াগো সিলভাদের থেকে একধাপ এগিয়ে স্প্যানিশ ডিফেন্ডার সের্জিও র‍্যামোস। গ্রুপ 'ই'-র ম্যাচে র‍্যামোসের দল মন্টেরেই ১-১ গোলে ড্র করেছে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে। ম্যাচের ২৫ মিনিটেই গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন র‍্যামোস। ৪২ মিনিটে অবশ্য লওটারো মার্টিনেজের গোলে সমতায় ফেরে ইন্টার। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন ৩৯ বছরের স্প্যানিশ তারকা র‍্যামোস। এদিকে গ্রুপ 'ই'-র অপর ম্যাচে আর্জেন্টিনার ক্লাব রিভারপ্লেট ৩-১ গোলে হারিয়েছে জাপানের উরাওয়া রেডসকে।

বোর্ডকে দিতে হবে ৫৩৯ কোটি টাকা

মুম্বই, ১৮ জুন : বোম্বে হাইকোর্ট মঙ্গলবার ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে নির্দেশ দিল কোচি টাস্কার্স কেরালা ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ৫৩৯ কোটি টাকা দেওয়ার। তার মধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজির দুই কর্ণধার সংস্থা কোচি ক্রিকেট প্রাইভেট লিমিটেডকে ৩৮৫.৫০ কোটি টাকা এবং রেনডেজুভাস স্পোর্টস ওয়ার্ল্ডকে ১৫৩.৩৪ কোটি টাকা দিতে হবে। কোচি ফ্র্যাঞ্চাইজি আইপিএলে অংশ নিয়েছিল ২০১১ সালে। সেবছর ১০ দলের মধ্যে কোচি শেষ করেছিল অষ্টম স্থানে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে না পারার জন্য ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে কোচি ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে চুক্তি ভেঙে দেয় বিসিসিআই। তখন থেকেই মামলা বোর্ডের সঙ্গে মামলা চলছিল কেরালা ফ্র্যাঞ্চাইজির।

স্থিতিশীল সিএবি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুন : চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন। দ্রুত শারীরিকভাবে উন্নতি করছেন। সব ঠিকমতো চললে হয়তো আগামীকাল সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। গতরাতে আচমকাই পেটে প্রবল যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। সঙ্গে বমি ও পেট খারাপ। এমন অবস্থায় গতকাল সকালে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিসকে ভর্তি হয়েছিলেন দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। দ্রুত উন্নতিও করছেন।

প্রদ্যোত স্মরণে

কলকাতা, ১৮ জুন : বুধবার ছিল বাংলার কিংবদন্তি ফুটবল প্রশাসক প্রদ্যোত দত্তর ৮৫তম জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে জর্জ টেলিগ্রাফ টেন্টে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন আইএফএর সচিব তথা প্রদ্যোত দত্তর পুত্র অনির্বাণ দত্ত, সিএবি-র প্রাক্তন সচিব বিশ্বরূপ দে সহ আইএফএ-র অন্য পদাধিকারীরা। আইএফএ সচিব থাকাকালীন কত দূরভাবে সঙ্গে প্রদ্যোত দত্ত কাজ করেছেন সকলেই সেকথা উল্লেখ করেন। বিশ্বরূপ বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গে ফুটবল প্রসারে প্রদ্যোতবাবুর অবদান সবার ওপরে। তিনিই প্রথম অনুভব করেছিলেন শুধু দক্ষিণবঙ্গ দিয়ে বাংলার ফুটবল এগোবে না। তাই কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম নির্মাণ ও সেখানে নেহরু কাপ আয়োজন করেন।' এদিন আইএফএ-কে একটি অ্যাম্বুল্যান্স উপহার দেন বিশ্বরূপ। যাকে অনির্বাণ তাঁর বাবার জন্মদিনের 'সেরা উপহার' বলে উল্লেখ করেন।

হার ভারতের

কলকাতা, ১৮ জুন : তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও পরাজয় ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের। ম্যাচের ৩৪ মিনিটে ভারতকে এগিয়ে দিয়েছিলেন সুহেল আহমেদ বাট। সেই গোল শোধ করে দেন তাজিকিস্তানের আনসার কাবিভব। ৮৫ মিনিটে ফের ভারতকে এগিয়ে দেন পার্থিব গগৈ। কিন্তু ম্যাচের শেষলগ্নে ডাভলাটোভ ও আজিজভয়েভের গোলে তাজিকিস্তানের জয় নিশ্চিত করেন। এদিন ৫৬ মিনিটে আয়ুষ ছেত্রী লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় ভারতকে।

ফেডারেশন-এফএসডিএল আটকে থাকা চুক্তির জের

দল নামানো নিয়ে চিন্তায় একাধিক ক্লাব

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ জুন : ভারতীয় ফুটবলের আকাশে কি দুর্যোগের আরও কালো মেঘ ঘনিয়ে আসতে চলেছে?

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারলে হয়তো সবথেকে খারাপ সময় দেখতে পারেন এদেশের ফুটবল সমর্থকরা। শুধু জাতীয় দলের বিশ্রী হারের পালাই নয়, এবার ক্লাব ফুটবল নিয়েও আশঙ্কার দোলাচল শুরু হতে চলেছে। ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যাবে এফএসডিএলের। আর এই এফএসডিএলই এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ লিগ, ইন্ডিয়ান সুপার লিগের আয়োজক। আশা করা হয়েছিল, আগেই চুক্তিবৃদ্ধির বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছে যাবে দুই পক্ষ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দুইবার আলোচনায় বসলেও চুক্তিবৃদ্ধির বিষয়টি একেবারেই এগোয়নি। এআইএফএফ টাস্ক ফোর্স তৈরি করলেও শেষপর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এমনই অবস্থা, ইতিমধ্যে ফেডারেশনকে টাকা দেওয়াও বন্ধ করেছে রিলায়েন্স। এরকম পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আসন্ন ইন্ডিয়ান সুপার লিগও প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। কারণ ক্লাবগুলিকে সেন্ট্রাল পুলের টাকা এবং সম্প্রচার নিয়ে কোনও কথাই দিতে পারছেন না এফএসডিএল কর্তৃপক্ষ। যা খবর তাতে এমনকি ডুরান্ড কাপ থেকেও যদি আইএসএলের একাধিক ক্লাব নাম তুলে নেয়, তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছে।

ইতিমধ্যেই এফএসডিএলের এক কর্তার সঙ্গে বেশ কিছু ক্লাবের সিইও আলোচনায় বসেছেন বলে খবর। সেখানে তাঁদের জানানো হয়েছে, ফেডারেশনের সংবিধান কীভাবে তৈরি হচ্ছে তা না বুঝে নতুন করে চুক্তির বিষয়ে আর কথা এগোবে না এফএসডিএল। সেক্ষেত্রে এবার নমো নমো করে হতে পারে আইএসএল। যদি একাধিক ক্লাব খেলতে না চায় তাহলেও আপত্তি করবে না ফেডারেশনের বিপণন স্বত্বাধিকারী সংস্থা। এই পরিস্থিতিতে বেশ কয়েকটি ক্লাব বা বলা ভালো, সরাসরি রিলায়েন্সের বাণিজ্যিক সহযোগীদের ক্লাবগুলি কাজ বন্ধ করে দেওয়ার কথা জানিয়েছে। এদের মধ্যে আছে চেন্নাইয়িন এফসি, এফসি গোয়া, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, মুম্বই সিটি এফসি। এছাড়া কেরালা ব্লাস্টার্সের দাবি, যেহেতু সবথেকে বেশি প্রচার এবং টিকিট বিক্রি তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি করে থাকে, তাই লভ্যাংশের টাকা তাদের বেশি দিতে হবে। হায়দরাবাদ এফসি-তে যদিও এখন নতুন বিনিয়োগকারী এসেছে, তারাও নাকি সঠিক পরিস্থিতি বিশদে জানতে চেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ক্লাবগুলিকে এফএসডিএল কর্তারাও নাকি কোনও সদর্থক বক্তব্য শোনাতে পারেননি। কারণ এই মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করছে বর্তমান ফেডারেশনের কমিটি। ফলে তাদের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে বসে বাড়তি লাভও কিছু হবে না। গ্রীষ্মের ছুটির পর জুলাইয়ে ফেডারেশনের নতুন সংবিধান প্রকাশ্যে আসার কথা। তারপর ঠিক হবে নির্বাচনের তারিখ। এফএসডিএল এখন নজর রাখছে সেদিকেই। যা কিছু হওয়ার হয়তো তারপরেই হবে।

তবে ডুরান্ড কাপ থেকে যদি একাধিক দল নাম তুলে নেয় বা আইএসএল কোনওক্রমে করতে হয়, তাহলে কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন কমিটির একাধিক ব্যর্থতার সঙ্গে যোগ হবে আরও একটি। যা ভারতীয় ফুটবলকে লজ্জাই উপহার দেবে।

ঘাসের কোর্টে নেমে পড়লেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। সামাজিক মাধ্যমে লিখলেন, 'গ্রাসকারাজ মোড অ্যাক্টিভেটেড।'

উইম্বলডনের প্রস্তুতি হিসেবে টেরা ওটম্যান ওপেনে নিজেকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন ইতালির জানিক সিনার।

ওয়াশিংটন ফ্রিডমের হয়ে ৪৮ বলে শতরানের পর গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।

শতরানে নজির ম্যাক্সওয়েলের

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৮ জুন : এবার আইপিএলে ব্যাট হাতে সেভাবে সাড়া ফেলতে পারেননি। তবে মেজর লিগ ক্রিকেটে বিধ্বংসী মেজাজে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। এদিন ওয়াশিংটন ফ্রিডমের হয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে দুরন্ত শতরানে নজির গড়লেন তারকা অজি ক্রিকেটার।

ম্যাক্সওয়েলের ইনিংসের শুরুটা দেখে একবারের জন্যও মনে হয়নি কিছুক্ষণ পর ঝড় উঠতে বাইশ গজে। প্রথম ১৫ বলে মাত্র ১১ রান করেন। পরের ৩৩ বলে শতরান স্পর্শ করেন তিনি। তাঁর ৪৯ বলে করা ১০৬ রানের ইনিংসের সুবাদে স্কোরবোর্ডে ২০৮ রান তোলে ওয়াশিংটন ফ্রিডম। যে ম্যাচের একটা পর্যায়ে মনে হয়েছিল দেড়শো রানের গণ্ডিও পার করতে পারবে না, সেই ম্যাচ ১১৩ রানে জিতে নেয় ম্যাক্সওয়েলের দল।

এদিকে টি২০ ক্রিকেটে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের এটি অষ্টম শতরান। সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটের ক্রিকেটে শতরানের নিরিখে এদিন রোহিত শর্মাকে ছুঁলেন তিনি। টি২০-তে হিটম্যানের শতরানের সংখ্যাও ৮। ম্যাচটি দেখতে এদিন গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন ম্যাক্সওয়েলের মা ও বাবা। ম্যাচ শেষে অজি তারকা বলেছেন, 'মা, বাবা আমাকে খুব বেশি রান করতে দেখে না। তাই আজ আরও বেশি ভালো লাগছে।'

আসন্ন কলকাতা লিগ। তার আগে দলগুলির প্রস্তুতি কেমন? বিস্তারিত পড়ুন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এ

বঙ্গ সন্তানরাই বাজি বিএসএস ও সুরুচির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুন : দুয়ারে কড়া নাড়ছে কলকাতা লিগ। সব দলের প্রস্তুতি তুঙ্গে। এবারের কলকাতা লিগে বিএসএস-এর বাজি বঙ্গসন্তানরাই। গ্রুপ 'এ'-তে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে রয়েছে বেহালার এই দলটি।

এবারের বিএসএস-এর কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীমন্ত দাস। তাঁর অধীনে কড়া অনুশীলন করছে গোটা দল। গতবারের ফুটবলারদের মধ্যে সাতজনকে রাখা হয়েছে। তাদের মূল শক্তি বঙ্গসন্তানরা। ৩০ জন ফুটবলারের মধ্যে ২৬ জনই বঙ্গসন্তান। দলে অভিনব বাগ, নবকুমার দাস, সুরজ মাহাতোর মতো পরিচিত মুখ রয়েছেন। আপাতত বিএসএস-এর লক্ষ্য সুপার সিক্সে জায়গা করে নেওয়া।

বিএসএস-এর সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে সুরুচি সংঘ। গত মরশুমে সুপার সিক্সে খেলেছিল তারা। এবারই সেই ছন্দ ধরে রাখতে মরিয়া সুরুচি।

এই মরশুমে সুরুচির প্রধান শক্তি একঝাঁক বাঙালি ফুটবলার। এবার মোট ২৫ জন বঙ্গসন্তানকে নিয়েছে তারা। জয় বাজ, তন্ময় ঘোষ, বাবলু ওরাওঁয়ের মতো ফুটবলাররা দলে রয়েছেন। কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে তাদের লক্ষ্য সুপার সিক্স।

কলকাতা লিগে এবার চমক দিতে তৈরি রেলওয়ে এফসি। ২০২১ কলকাতা লিগে রানার্স হয়েছিল তারা। তবে তারপর অবশ্য সেভাবে নজর কাড়তে পারেনি রেলের এই দলটি।

কোচ নীলাঞ্জন গুহর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতি নিচ্ছে রেলওয়ে এফসি। এবার দলে তারক হেমরম, সজল বাগ, জ্যোতি হেমরম, সাগর দত্তদের মতো ময়দানের পরিচিত ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা রয়েছে। কলকাতা লিগে চমক দিতে বদ্ধ দলগুলিকে চমক দিতে তৈরি রেল।

ইস্টবেঙ্গলে যোগ বিনোর

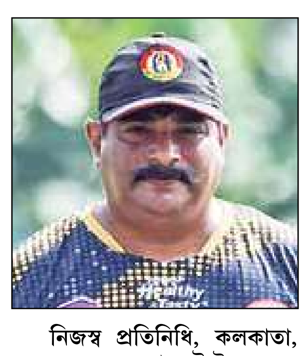

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুন : বুধবার ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে যোগ দিলেন রিজার্ভ দলের কোচ বিনো জর্জ। এদিন প্রবল বৃষ্টির মধ্যে অনুশীলন করালেন তিনি।

কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলন করছিল হাওড়া স্টেডিয়ামে। বুধবার থেকে যুবভারতীতে অনুশীলন করা শুরু করল। অনুশীলনের শুরুতে ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলেন বিনো। পরে কোচিং স্টাফদের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা যায়।

এদিন অনুশীলনে সাইড লাইনে ছিলেন জেসিন টিকে ও বিক্রম প্রধান। তাঁরা এখনও ম্যাচ ফিট নন। এদিকে, বসনিয়ার স্ট্রাইকার মেসোনোভিচের সঙ্গে কথা বলছে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট।

সুজয়ের ৬ গোল

ময়নাগুড়ি, ১৮ জুন : সাপ্তিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিট চ্যাম্পিয়ন লিগে বুধবার রামমোহন রায় ফ্যানস ক্লাব ১১-০ গোলে মা কালির ঘাট এফসি-কে হারিয়েছে। রামমোহনের সুজয় রায় ৬ গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। হ্যাটট্রিক করেন মলিন্দ্র রায়। তাদের বাকি গোলস্কোরার সুকান্ত রায় ও শুভদীপ বৌদ্ধ। বৃহস্পতিবার খেলবে ভুজারিপাড়া ও রায় কোচিং সেন্টার।

মঙ্গলবার আয়োজকরা ৫-০ গোলে ময়নাগুড়ি ওয়াইএসএএ-র বিরুদ্ধে জয় পায়। তন্ময় রায় হ্যাটট্রিক করেন। বাকি গোল দুইটি বিক্রম রায় ও দীপঙ্কর রায়ের।

জয়ী অগ্রদূত

জামালদহ, ১৮ জুন : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে বুধবার শিকারপুর অগ্রদূত ক্লাব ৪-০ গোলে মাঝিরবাড়ি পঞ্চানন ক্লাবকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা শুভজ্ঞ সিংহ জোড়া গোল করেন। বাকি দুইটি তালেব হোসেন ও তনয় সূত্রধরের। শুভজ্ঞ। বৃহস্পতিবার খেলবে জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন জুনিয়ার ও ইয়ং স্টার এফসি।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন সুজয় রায়। ছবি : অভিরূপ দে

চ্যাম্পিয়ন এমএন হাইস্কুল

রাজগঞ্জ, ১৮ জুন : মহকুমা স্তরের অনূর্ধ্ব-১৫ সুব্রত মুখোপাধ্যায় কাপ ফুটবল বুধবার শুরু হয়েছে রাজগঞ্জ এমএন হাই স্কুলের মাঠে। এই পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছিল রাজগঞ্জের মান্তাদাড়ি হাইস্কুল, শালুগাড়া হাইস্কুল, সন্ন্যাসীকাটা হাইস্কুল, মুদিপাড়া হাইস্কুল এবং রাজগঞ্জ এমএন হাইস্কুল। চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় রাজগঞ্জ এমএন হাইস্কুল ৩-২ গোলে সন্ন্যাসীকাটা হাইস্কুলকে হারিয়ে কেন্দ্রে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। নির্ধারিত সময় কোনও গোল হয়নি। চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। বৃহস্পতিবার এই মাঠেই হবে অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগের খেলা।

হ্যাটট্রিক রাজীবের

জলপাইগুড়ি, ১৮ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার এনবিআরসি-কে ৪-২ গোলে ভগৎ সিং কলোনিকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা রাজীব মুন্ডা হ্যাটট্রিক করেন। অন্যটি প্রবীর রায়ের। এনবিআরসি-র গোলস্কোরার প্রয়াস থাপা ও রোহিত হেমরম।

ভারতীর ড্র

কোচবিহার, ১৮ জুন : কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে বুধবার ভারতী সংঘ ও পাটাকুড়া রানিবাগান ক্লাবের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে ভারতীর মেহেরুল হক ও পাটাকুড়ার বিজয়চন্দ্র রায় গোল করেন। ম্যাচের সেরা ভারতীর সুরজ রায়। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরা সুরজ রায়। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

চ্যাম্পিয়ন বাঁশপাড়া

কুমারগঞ্জ, ১৮ জুন : ২৪ দলের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বাঁশপাড়া। চিলাকুঠি এলাকায় ফাইনালে তারা অশোকগ্রামকে হারিয়েছে। সেরা খেলোয়াড় রাহাম আলি। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ২১ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ১০ হাজার টাকা।

জয়ী রাখাল মাঠ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার আদিবাসী রাখাল মাঠ ক্লাব ৩-২ গোলে হারালো আশুতোষ ক্লাবকে। ডিএসপি মাঠে রাখাল মাঠের রঘুনাথ চৌধুরী জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি গোল দুইটি আত্মঘাতী। আশুতোষের গোলস্কোরার রাকেশ বাসফোর ও পূর্ণ রায়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 86J 93227 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি সবসময় ডিয়ার লটারি জেতার গল্প শুনেছি কিন্তু কখনও ভাবিনি যে আমিও তাদের মধ্যে একজন হব। টিকিটের দাম খুব কম থাকায় একদিন আমি টিকিট কিনে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছিলাম আর এখন আমি একজন কোটিপতি। আমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।"

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জয় প্রসাদ - কে 29.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।